উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৩৩৭.৯৫ (+৪৪৬.৯৩)

নিফটি : ২৪,৮২১.১০ (+১৪০.২০)

বাঙালি অস্মিতায় অস্ত্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথের পর এবার বিদ্যাসাগর। বীরভূমের প্রশাসনিক সভায় বক্তব্যের প্রথমেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর অবদান উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

অসমের গোলাঘাটে বাঙালিদের উচ্ছেদ

জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে ফের জোরদার অভিযান শুরু করেছে অসম সরকার। গোয়ালপাড়া, ধুবড়ির পর এবার গোলাঘাটে বাঙালি উচ্ছেদ চলছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৪°

তিন ভাষায় সংসদে সরব সায়নী » ৭

শিলিগুড়ি ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 73

একই ধাঁচে দুটি ছিনতাই, ভাবাচ্ছে পুলিশকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মাটিগাড়া থানা থেকে কয়েক মিটার দূরে সোনার দোকানের সামনে থেকে ব্যবসায়ীর স্কুটারে রাখা গয়নার ব্যাগ তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে সম্ভবত চম্পাসারি এলাকাতেও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটিয়েছিল ওই দুই দুষ্কৃতী। দুই ঘটনায় স্টাইল অফ অ্যাকশন একই ধরনের হওয়ায় পুলিশের তদন্তকারী অফিসারদের একাংশ এমনটাই মনে করছেন। দুই ক্ষেত্রেই একজন হেঁটে এসে ছিনতাই করেছে। সেই কাজ করতে করতেই তার সঙ্গী বাইক নিয়ে চলে আসছে। এরপর বাইকে নিয়ে দুজনে পগারপার হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চম্পাসারি এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে সোমবার সকালে। সেখানে সোনার চেন ছিল টার্গেট। রাতে মাটিগাড়ার আমতলায় টার্গেট হয়ে দাঁড়ায় সোনা ব্যবসায়ীর দুটি ব্যাগ। দুটি ক্ষেত্রেই বাইকচালকের মাথায় হেলমেট ছিল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আমরা পুরো বিষয়টাই তদন্ত করে দেখছি। দুটো ঘটনাই আমাদের নজরে এসেছে। দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনার পর থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে মূলত ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের তথ্য বের করে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে, প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তরা বাইরের বলেই মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অসমের গ্যাংয়ের স্টাইল অফ অ্যাকশনের সূত্র নিয়েই নতুন করে পুলিশের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। অসম গ্যাংয়ের গ্রেপ্তার হওয়া এক সদস্য ইরানি বস্তির বাসিন্দা। বর্তমানে সে জেল হেপাজতে। পুলিশের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে, একের পর এক গ্যাং অপারেশনের আগে রেইকি করছে ঠিকই, *এরপর দশের পাতায়*

রাস্তা আর তিস্তা যেন সমান সমান। জাতীয় সড়ক ভরেছে কাদায়। মঙ্গলবার তিস্তাবাজারের কাছে। ছবি : মৃণাল রানা

রাস্তায় তিস্তা, ভয় পাহাড়পথে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ফের বিপর্যয় সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। সিকিমে প্রবল বর্ষণের জেরে তিস্তার জলস্ফীতি বিপদসীমা অতিক্রম করে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইতে থাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর, বন্ধ থাকল এই পথে যান চলাচল। তিস্তাবাজার থেকে দার্জিলিংগামী পেশক রোড পুরোপুরি জলের তলায় চলে যায়। পাশাপাশি, তিস্তার জল আছড়ে পড়ে ২৯ মাইলে জাতীয় সড়কে। নতুন বিপদ ডেকে আনে রংপো এবং চিত্রের মাঝে ১০ মাইলের ধস। দুপুরের পর সিকিম পাহাড়ের সঙ্গে সমতল শিলিগুড়ির মধ্যে যান চলাচল শুরু হলেও, তা কতদিন স্বাভাবিক থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেননা, আগামী কয়েকদিন প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

অন্যদিকে, তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মাল, ক্রান্তি ও ময়নাগুড়ির বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে প্রায় পাঁচশো পরিবার। মাল ব্লকের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতে রাতে হঠাৎ করে তিস্তার জল প্রবেশ করায় একাধিক গবাদিপশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু এলাকায় দুর্গতদের শুকনো খাবার দেওয়া হয়। খোলা হয়েছে ত্রাণশিবিরও। সতর্ক থাকতে বলা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি থেকে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সংকেত জারি করেছে সেচ দপ্তর। এদিন বিকেলে ক্রান্তি ও মাল ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিলি করেন তিনি।

কখনও ধস নামছে, কখনও আবার ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। বাদ যাচ্ছে না পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ার ঘটনাও। বর্ষার শুরু থেকে ধারাবাহিক এমন ঘটনা ঘটায় প্রায়দিনই বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কয়েকদিন আগে সেবক ও কালিঝোরার মাঝে বড় ধরনের ধসের জেরে টানা তিনদিন বন্ধ ছিল জাতীয় সড়কটি। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে রীতিমতো জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে তিস্তার জল প্রবাহিত হতে থাকে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জাতীয় সড়কটির পাশাপাশি নদীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার বিকেল থেকে মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত সিকিমজুড়ে ভারী বৃষ্টি হওয়াতেই এমন পরিস্থিতি। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, রংলিতে ১২৭.৮, তাদংয়ে ১২৪.৬, গ্যাংটকে ১২৩.৪, পাকিয়ংয়ে ১২০.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি হয়েছে বাকি অঞ্চলগুলিতেও। ফলে তিস্তা এবং সংযোগকারী প্রতিটি নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। সংযোগকারী নদীগুলির জলে কার্যত ত্রাস হয়ে ওঠে তিস্তা।

পরিস্থিতি বুঝে সিকিম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন চিত্রে, রংপো, মল্লি সহ কয়েকটি এলাকায় মাইকিং করে নদীসংলগ্ন বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। *এরপর দশের পাতায়*

'কানে শোনার মেশিন'
এখন কলকাতা-র দামে শিলিগুড়ি'তে
SHROBONEE শ্রবণী
Your Hearing-Aid Specialist
Head Office : Kolkata
DWARIKA RUKMANI PLAZA, Baghajatin Road,
Near Siliguri Municipal Corporation
☎:9674366662 | www.shrobonee.com

যেখানে বাঘের ভয়

কাচের ঘরে বন্দি বাঘ দেখে ভীত খুদে। আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বাইকুল্লা চিড়িয়াখানায়। মুম্বইয়ে মঙ্গলবার।

সিঁদুরে তর্ক

'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে উত্তাল সংসদ। পহলগাম হামলায় জড়িতদের ধরা এবং সংঘর্ষবিরতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধেছেন রাহুল গান্ধি, সায়নী ঘোষ সহ আরও অনেকে। পালটা তির ছুড়েছেন নমোও।

রাহুলের ট্রাম্প কটাক্ষে মোদির অস্ত্র পাকিস্তান

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : শুরুটা করেছিলেন অমিত শা। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনাকে সরকারপক্ষ করে তুলল কংগ্রেস সমালোচনার মঞ্চ। যা চরমে পৌঁছে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে ছিন্নভিন্ন করলেন প্রধান বিরোধী দলকে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কেন মিথ্যাবাদী বললেন না- রাহুল গান্ধির এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন সযত্নে। নরেন্দ্র মোদির ১০৫ মিনিটের ভাষণে ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কৃতিত্ব দাবির প্রসঙ্গ এলই না।

লোকসভা অবশ্য তেতে উঠেছিল প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার ঝাঁঝালো বাগযুদ্ধে। ইন্দিরা গান্ধির সাহসের ছিটেফোঁটা মোদির মধ্যে থাকলে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মিথ্যাবাদী বলার চ্যালেঞ্জ জানাতেন বলে মন্তব্য করেন রাহুল। অপারেশন সিঁদুর আলোচনার জবাবি ভাষণে 'বিশ্বের কোনও দেশ ভারতকে সংঘর্ষ থামাতে বলেনি' ছাড়া সেই প্রসঙ্গে কোনও উচ্চারণ ছিল না মোদির মুখে।

বদলে বরাবরের মতো তিনি অস্ত্র করলেন নেহরু-গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ সমালোচনাকে। কংগ্রেস পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানান, পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাত্র ২২ মিনিট সময় নিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'দেশবাসীর ভরসা আমার ওপর ছিল। সারা দেশ একজোট হয়ে সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।'

ট্রাম্পের কৃতিত্বের প্রশ্নে না গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৯ মে রাতে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। আমি বৈঠকে থাকায় ফোন ধরতে পারিনি। পরে কথা হলে বলেন, পাকিস্তান হামলা চালাতে পারে। তখন আমি ওঁকে বলেছিলাম, ওরা গুলি ছুড়লে আমরা পালটা গোলা ছুড়ব। পহলগাম হামলার পরে বিশ্বের কোনও দেশ ভারতকে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে বলেনি।'

মোদির দাবি, 'বরং ব্রিকস, কোয়াড সহ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত সমর্থন পেয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

পহলগামের খুনিরাই নিহত, দাবি শা'র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : অপারেশন মহাদেব-এ নিহত জঙ্গিদের পরিচয় জানাতে ২৪ ঘণ্টা নিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতদের মধ্যে পহলগাম হামলায় অভিযুক্ত সুলেমান শাহ আছে বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু সরকার বা সেনাবাহিনী স্পষ্ট করে নিহতদের পরিচয় জানায়নি। পহলগামের অভিযুক্তরা পাকিস্তানি কি না, তা নিয়ে ওই অপারেশনের আগে কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের একটি মন্তব্য শোরগোল ফেলেছিল।

খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মঙ্গলবার সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটালেন। লোকসভায় তিনি স্পষ্ট করে অপারেশন মহাদেব-এ নিহতদের পরিচয় জানালেন। শা বলেন, 'আমি সংসদ এবং দেশকে বলতে চাই, যারা বৈসরণ উপত্যকায় আমাদের নাগরিকদের হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে তিনজনকে খতম করা হয়েছে। অপারেশন মহাদেব-এ মৃত জঙ্গিরা যে পাকিস্তানেরই, তার প্রমাণ রয়েছে।'

কী সেই প্রমাণ? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ভোটার পরিচয়পত্র ছিল। তাদের কাছ থেকে পাওয়া এম৯ কার্তুজ এবং একে-৪৭ রাইফেলে পাকিস্তানের ছাপ রয়েছে। এমনকি যে চকোলেট তাদের দেহের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে, সেটাও পাকিস্তানে তৈরি।' *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

আমি কে জানতে আরেকবার লাইনে

আশিস ঘোষ

কোঅহম। আমি কে? এই প্রশ্ন থেকেই শুরু উপনিষদের। আমাদের বিপত্তিরও শুরু। কে আমি- এই প্রশ্ন সঙ্গে নিয়ে বড় হয়েছি। আমি কে? কী আমার পরিচয়? জেনেছি, আমি বাঙালি। জন্ম বঙ্গে। কর্মও। আমার বুলি বাংলা। অতএব বাঙালি বলতে গাঙ্গেয় ভূখণ্ডের যে অধিবাসীদের বোঝায়, অধম তাঁদের একজন। তাতেও হ্যাপা ফুরোয় কই। আমি একজন ভারতীয়। এটা আরেকটা পরিচয়। সুতরাং কোঅহমের উত্তর এখানেই শেষ নয়। রাষ্ট্রের কাছে হাজারো ফিরিস্তি তৈরি। এখন সে সবের পয়েন্ট ধরে ধরে জবাব দিতে হবে।

নইলে আমি যে আগমার্কা এপারের বাঙালি, ওপারের নই, তা হুজুররা বুঝবেন কী করে! আমার জন্ম এপারে বললেই বা ছাড় পাব কী করে? আমার বাপঠাকুরদা, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ যে এদিককার, তামা-তুলসী হাতে তা হলফ করে বলতে হবে। তাঁদের বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। নইলে কী করে দিল্লির কর্তাদের পেত্যয় হবে যে আমি এপারের।

কোঅহম? সত্যই তো। কে আমি? আমার পিতৃদেব গত *এরপর দশের পাতায়*

স্কুলে যৌন হেনস্তা, ধৃত সাফাইকর্মী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : স্কুলের শৌচালয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার তুলকালাম কাণ্ড বাধল শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে শৌচালয়ের ভেতরে অভব্যতা করেন সাফাইকর্মী। সবকিছু জানার পর ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিভাবকরা। অভিযুক্ত সাফাইকর্মীকে বাগে পেয়ে চড়াও হন তাঁরা। পুলিশ পৌঁছে ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর মারমুখী অভিভাবকদের থেকে কোনওক্রমে সাফাইকর্মীকে উদ্ধার করে প্রধাননগর থানায় নিয়ে যায়।

ধৃত সাফাইকর্মী পাপ্পু বাসফোরকে এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, মেয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর তার কাছে পুরো বিষয়টি জানায়। এরপর তিনি স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে পদক্ষেপ করতে বলেন। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে তেমন গা করেনি। এরপর এদিন সকালে স্কুল চালু হওয়ার পর ছাত্রীর মা বাকি অভিভাবকদের বিষয়টি জানান। সব শুনে বাকিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কয়েকজন ১০০ ডায়াল করে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অবশ্য অভিযুক্ত সাফাইকর্মীকে ঘিরে ধরেন অভিভাবকরা। তাঁকে একটি ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে আটকে দেওয়া হয়। ঘণ্টাখানেক ধরে অভিভাবকদের শান্ত করার চেষ্টা করে পুলিশ। *এরপর দশের পাতায়*

তুমুল হইচই

- সোমবার স্কুলে শৌচালয়ে ছাত্রীর যৌন হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ
- ছাত্রীর মা স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি
- মঙ্গলবার সকালে তিনি বাকি অভিভাবকদের বিষয়টি জানান
- অভিভাবকরা সাফাইকর্মীকে বাগে পেয়ে আটকে রাখেন

'করোনেশন' কি আধাসেনার হাতে!

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম 'সেতু' সেবকের বাঘপুল। নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যবাহী এই সেতুটির গুরুত্ব অপরিসীম। আগামীতে সেনা তৎপরতাও বাড়বে এই অঞ্চলে। সেই কারণেই সম্ভবত এমন সিদ্ধান্ত।

অভিষেক ঘোষ

সেবক, ২৯ জুলাই : কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে সেবকে করোনেশন সেতুর নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের থেকে এসএসবি'র হাতে যেতে পারে। সেতুর দু'পাশে আধাসেনার চৌকি তৈরির প্রস্তাব ইতিমধ্যে গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রকে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান রুটে পড়ে সেবকের করোনেশন সেতু। ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই সেতুর গুরুত্ব আরও বেড়েছে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কারণে। সেনাবাহিনীর রসদ, সমরাস্ত্র এই সেতু হয়েই পৌঁছে যায় উত্তর-পূর্ব ভারত ও সিকিমে।

তিস্তার জলোচ্ছ্বাস ও পাহাড়ে ধসের কারণে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন হলে চাপ বাড়ে বাঘপুলের। তখন সেবকের করোনেশন সেতু হয়ে বাগরাকোটের লুপ পুল এবং ৭১৭-এ জাতীয় সড়ক ধরে পৌঁছাতে হয় সিকিমে। মূলত সেনাবাহিনীর রসদ চিন-ভারত সীমান্তে পৌঁছে দিতে যাতে বিঘ্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাস্তাটি তৈরি করেছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন।

ফলে করোনেশন সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। গোয়েন্দা রিপোর্টে সেতুর নিরাপত্তায় খামতিগুলি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য পুলিশের মংপং ও সেবক ফাঁড়ির যৌথ নজরদারিতে রয়েছে করোনেশন সেতু। সেনাকর্তাদের একাংশ মনে করছে, চিনের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক জটিল হওয়ায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সেনাবাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো একান্ত দরকার। সুকনা, ব্যাংডুবির মতো সেনাছাউনির সঙ্গে সীমান্তের যোগাযোগে যাতে সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে করোনেশন সেতুর নিরাপত্তা বাড়ানোর এই উদ্যোগ।

নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এসএসবি-র মালবাজারের ৪৬ ব্যাটালিয়নকে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে সেতুর দু'দিকে তৈরি হবে এসএসবি'র চেকপোস্ট। ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য অন্তত অত্যাধুনিক অন্তত পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে সেতুর দু'দিকে। সেতুর রেলিংয়ের উচ্চতা বাড়ানোর কথাও ভাবনায় রয়েছে।

এক সেনা আধিকারিক জানান, সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিতে এক তরুণের তৈরি একটি ভিডিওতে সেবক করোনেশন সেতুর ভেঙে পড়ার ছবি ভাইরাল হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

সেবকের করোনেশন সেতুতে এসএসবি'র বিশেষ মহড়া।

জয়ন্তের প্রশ্নে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর তথ্য

ই-শ্রম পোর্টালে মাত্র ১৭ হাজার চা শ্রমিক

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলার চা শিল্পে লক্ষাধিক চা শ্রমিক জড়িত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ই-শ্রম পোর্টালে মাত্র ১৭ হাজার চা শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। সোমবার লোকসভায় জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের ই-শ্রম নিয়ে করা প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে এই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে ই-শ্রম পোর্টালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লেবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের শিলিগুড়ির আঞ্চলিক অফিসের আধিকারিক সমরবিজয় দাস বলেন, 'আমরা একসময় ই-শ্রম পোর্টালে কীভাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে তা নিয়ে চা বাগানে প্রচারাভিযান করেছিলাম।'

ই-শ্রম পোর্টালে নথিভুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রের তরফে একাধিক প্রকল্প রয়েছে। অথচ জেলার খুব কম সংখ্যক চা শ্রমিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক জলপাইগুড়ির সাংসদের যে লিখিত তথ্য দিয়েছে তাতেই এই করুণ ছবি ফুটে উঠেছে। ই-শ্রম পোর্টালে আধার সংযোগ করে জেলার চা বাগান থেকে মাত্র ১৭ হাজার ৩৩৭ জন চা শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় বড় চা বাগানের সংখ্যা ৯০টি। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে চা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার। অথচ ই-শ্রম পোর্টালে নথিভুক্ত চা শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১৭ হাজার ৩৩৭ জন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ই-শ্রম পোর্টালের নামে চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে রাজ্যের শাসকদল অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'কেন্দ্র আসলে ভুরিভুরি প্রকল্প ঘোষণা করে গরিব চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।'

সমস্যা যেখানে

- স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে চা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার
- কেন্দ্রীয় সরকার ই-শ্রম পোর্টালের নামে চা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে
- বিজেপি এই কাজে রাজ্য শ্রম দপ্তরের অসহযোগিতাকে দায়ী করেছে

যদিও বিজেপি এই কাজে রাজ্য শ্রম দপ্তরের অসহযোগিতাকে দায়ী করেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের বক্তব্য, 'কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রককে সহযোগিতা করার কথা রাজ্য শ্রম দপ্তরের। অথচ তারা তা না করায় বিপুল সংখ্যক চা শ্রমিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।' যদিও জেলার উপ শ্রম আধিকারিক শুভজিৎ গুপ্তের দাবি, ই-শ্রম পোর্টাল নিয়ে রাজ্যের কিছু করার নেই। এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় জানান, তিনি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের মন্ত্রীকে মন্ত্রকের অফিসারদের চা বাগানে পাঠিয়ে ক্যাম্প করে ই-শ্রম পোর্টালে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করতে বলেছেন। কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কী সুবিধা রয়েছে সেবিষয়ে চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতে বলা হয়েছে।

জলস্ফীতি তিস্তায়।। মঙ্গলবার সেবকে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : সেবক ফাঁড়িতে একের পর এক ফোন। প্রশ্ন একটাই, সিকিমে কি আবার কোনও লেক বিপর্যয় ঘটেছে? মেঘভাঙা বৃষ্টি, নাকি লেক বিপর্যয়, জানতে চেয়ে ফোন বেজেছে আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটক কেন্দ্রেও। মঙ্গলবার তিস্তাকে নতুন করে 'ত্রাস' হতে দেখে '২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতিতে এমনভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। যদিও 'কোনও বিপর্যয় নয়, সিকিমে বৃষ্টিতে এমন পরিস্থিতি' উত্তর পেয়ে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়েছেন তাঁরা। কয়েক ঘণ্টা জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকা ছাড়া বড় ধরনের বিপর্যয় না ঘটায়, কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত কালিম্পং জেলা প্রশাসন। কিন্তু নিরাপদ-নিশ্চিন্তে কতদিন, এই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে। কেননা, উত্তরের আকাশে নতুন করে মেঘ ঘনাচ্ছে।

বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে সোমবার প্রবল বৃষ্টির বিপর্যয় হয়েছে সিকিম। রাস্তা দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ থেকেছে জাতীয় সড়ক। তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি ব্লকে। এরই মধ্যে মৌসুমি অক্ষরেখা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে উত্তরে সরতে শুরু করেছে, ফলে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের দুয়ারে প্রবল দুর্যোগ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা, তাতে নতুন মাসের প্রথম দিন থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির শুরু হয়ে যাবে। শুধু হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ নয়, সিকিম পাহাড়েও প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে বৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় ২ অগাস্ট থেকে টানা তিনদিন উত্তরবঙ্গের

দুর্যোগ দুয়ারে

- ১ অগাস্ট থেকে টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা সিকিম সহ হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে
- প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনায় পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি আবহাওয়া দপ্তরের
- প্রতিটি জেলার দু'একটি জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত

পাঁচটি জেলার জন্য এখনই কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। কমলা সতর্কতা রয়েছে সিকিম পাহাড়েও। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও গৌরবঙ্গের তিন জেলায় আপাতত কোনও সতর্কতা নেই। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবেই আগামী কয়েকদিন সিকিম এবং হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবল বর্ষণের আশঙ্কায় সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনগুলিকে।' পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের তরফে সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালা সুব্রহ্মণিয়ান টি। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে নদী সংলগ্ন এবং ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত দপ্তরগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।' আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্য জেলাগুলিও।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত লাভায় বৃষ্টি হয়েছে ৭ সেন্টিমিটার। বিপর্যয় হয়েছে এখানকার জনজীবন। বৃষ্টি না হওয়ার পরেও এদিন তিস্তার জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় মাল, ক্রান্তি, ময়নাগুড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি থেকে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করে সেচ দপ্তর। সেখানে ২ অগাস্ট থেকে টানা তিনদিন উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় দু'একটি জায়গায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তিস্তা তো বটেই, অন্য নদীগুলিতেও জলস্ফীতি ঘটবে। এখনকার উত্তরবঙ্গের সতর্কতা বদলে সর্বত্রই লাল হয়ে যেতে পারে। মোকাবিলা হয়ে উঠতে পারে চ্যালেঞ্জ।

ফর্ম নং -৩
[১৩ (১) (এ) প্রবিধানটি দেখুন]

ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি

তৃতীয় তলা, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং : ওএ/৬৩/২০২৫

সেকশন ১৯-এর অধীনস্থ সাব সেকশন (৪)-এর সহিত পঠিত ডেট রিকোভারি ট্রাইবিউনাল (প্রোসিডিউর) রুলস ১৯৯৩ এর রুল ৫-এর অন্তর্গত সাব রুল (২এ) -এর সহকারে সমন জারি।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
শ্রীমতী সোনাল রাঠী মেসার্স রাঠী কমোডিটিস এবং অন্যান্য এর স্বত্তাধিকারী :

প্রতি,

(১) মেসার্স রাঠী কমোডিটিস, শ্রীমতী সোনাল রাঠী স্বত্তাধিকারী
এমএলএ টাওয়ার, রেমন্ড শোরুমের নীচে, বাজার কলকাতার বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা – দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০১

(২) শ্রীমতী সোনাল রাঠী
শ্রী রাজেশ রাঠীর স্ত্রী, এমএলএ টাওয়ার, রেমন্ড শোরুমের নীচে, বাজার কলকাতার বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা – দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০১।

(৩) শ্রী রাজেশ রাঠী
প্রয়াত শ্রী দুর্গা প্রসাদ রাঠীর পুত্র, এমএলএ টাওয়ার, রেমন্ড শোরুমের নীচে, বাজার কলকাতার বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা – দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০১

(৪) শ্রী রাজীব রাঠী
প্রয়াত শ্রী দুর্গা প্রসাদ রাঠীর পুত্র, এমএলএ টাওয়ার, রেমন্ড শোরুমের নীচে, বাজার কলকাতার বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা – দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০১

সমন

যেহেতু ওএ/৬৩/২০২৫ মামলাটি মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রারের সামনে **১১.০৭.২০২৫** তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

যেহেতু, এই মাননীয় ট্রাইবিউনাল আপনাকে ঋণের টাকা **৩৯৩৬৩২৯/-** পুনরুদ্ধারের জন্য সেকশন ১৯(৪)-এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের উপর সমন / নোটিশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা মনে করছেন (আবেদন পত্রের সহিত নথিপত্রগুলির কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।)

সেকশন ১৯-এর অন্তর্গত সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনাকে একজন বিবাদী রূপে নিম্নে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে :-

(১) সমন জারির ত্রিশদিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে কেন প্রার্থনা করা ত্রাণ মঞ্জুর করা হবে না।

(২) মূল আবেদনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ দ্বারা আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য সম্পত্তি এবং সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

(৩) আপনাকে সুরক্ষিত সম্পদ বা এই ধরনের অন্যান্য সম্পদ এবং মূল আবেদনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর দ্বারা প্রকাশ করা সম্পত্তির লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে, শুনানির মুলতুবি থাকা এবং সম্পত্তির সংযুক্তির আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য।

(৪) আপনি আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বা অন্যথায় আপনার ব্যবসায়িক সম্পদ বা অন্য কোনও সম্পত্তি বা মূল আবেদনপত্রের সিরিয়াল নং ৩এ-এর দ্বারা জারি করা সুরক্ষিত সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পত্তি যা নিরাপত্তা সুদ তৈরি করছে এবং / অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা হস্তান্তর করতে পারবেন না ট্রাইবিউনালের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত।

(৫) আপনি সুরক্ষিত সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অথবা আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক গতিপথে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং সম্পদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই ধরনের সম্পদের বিক্রির ফলে লব্ধ অর্থ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিসাবভুক্ত করে তার নিরাপত্তা সুদ গ্রহণ করতে বাধ্য।

আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, লিখিত বিবৃতি যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে তা রেজিস্ট্রারের কাছে **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে সকাল **১০:৩০**টায় জমা দিতে হবে এবং সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে, তবে এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সেটিকে আপনার অনুপস্থিতি বলে গণ্য করার মাধ্যমে আপনার আবেদনটি শোনা অথবা তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

আমার হস্তাক্ষর এবং ট্রাইবিউনালের সিলমোহর দ্বারা এটি দেওয়া হয়েছে ২৯.০৭.২০২৫ তারিখে।

ট্রাইবিউনালের আদেশক্রমে
স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সমনে
স্বাক্ষর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল
শিলিগুড়ি

কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে পদকজয়ী অ্যালেনের দুই

নিউজ ব্যুরো

২৯ জুলাই : ফের একবার কোটায় অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা সাফল্যের নজির গড়ল। অ্যালেন কোটার দুই ছাত্র দেবেশ পঙ্কজ ভাইয়া ও দেবদত্ত প্রিয়দর্শী সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে সোনা ও রুপো জিতেছে। সোনাজয়ী দেবেশ দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। অন্যদিকে দশম শ্রেণির ছাত্র দেবদত্ত রুপোর মেডেল পেয়েছে। গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১২৪তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে দুই ছাত্রের নজিরবিহীন সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছাত্ররা আমাদের দেশকে গর্বিত করেছেন। এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ইন্টারন্যাশানাল কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের ফাইনাল আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের চারজন ছাত্র ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে দুই মেডেলজয়ী ছাত্র দেবেশ ও দেবদত্ত যথাক্রমে সাত ও তিন বছর ধরে অ্যালেনের ছাত্র। কোম্পানির সিইও নীতিন কুকরেজা বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের মেধা ও প্রতিভাকে সব সময় তুলে ধরে।'

মিছিলে নেই অঞ্জলি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৯ জুলাই : কোচবিহারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতৃত্ব। মাত্র দিন দুয়েক আগেই এনআরসি'র নোটিশ পাওয়া দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে নিয়ে আন্দোলন করে হইচই ফেলে দিয়েছে প্রতিবেশী জেলা কোচবিহারের ঘাসফুল শিবির। আর মঙ্গলবার এনআরসি নিয়ে জটেশ্বরে মহামিছিলের ডাক দিয়েও তৃণমূল আসরে নামাতেই পারল না এনআরসি'র নোটিশ পাওয়া অঞ্জলি শীলকে। অঞ্জলি যে কেবল এদিন তৃণমূলের মিছিলে আসেননি তা নয়, সোমবার বিকেল থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিন যেখান থেকে তৃণমূলের মহামিছিল শুরু হয়, মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ সভা করা হয়, সেখান থেকে অঞ্জলির বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। এদিন প্রতিবেশীরা জানালেন, অঞ্জলি ও তাঁর স্বামী নিত্য শীল কোথায় চলে গিয়েছেন, সেটা তাঁরা জানেন না। অঞ্জলিকে বারবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা অসমে চলে গিয়েছেন। কিন্তু সেটারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। অঞ্জলির 'শূন্যস্থান' বাদে এদিন তৃণমূলের মহামিছিল হয়েছে জাঁকজমক করেই। প্রায় আড়াই হাজার লোক মিছিলেন হাঁটেন। জটেশ্বর মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে দলীয় পতাকা উড়িয়ে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি জটেশ্বরের রাজপথ থেকে জটেশ্বর বাজার পরিক্রমা করে মঞ্চে পৌঁছায়। কিছুক্ষণের জন্য যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৬টা নাগাদ প্রতিবাদ সভার সূচনা হয়।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এই সভা থেকেই নিশ্চিত বোঝা যায় ফালাকাটার মানুষ বিজেপিকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত।' আর মঞ্চে উঠে রীতিমতো হুমকি দিয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'এভাবে নিরীহ বাসিন্দাদের এনআরসি'র নোটিশ দেওয়া যদি বন্ধ না হলে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনকেই এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে দীপক বলেন, 'এধরনের অসাংবিধানিক কথার উত্তর দিতে চাই না।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD :(LSB-IV)

S.NO	Post	Subject	Nature of Appointment
(A) TEACHING STAFF			
(i)	PGT	PHYSICS	Adhoc
(ii)	TGT	ENGLISH, HINDI, SANSKRIT, MATHS	
(iii)	PRT	ALL SUBJECTS	
(iv)	PPRT	ALL SUBJECTS	
(B) NON TEACHING ACADEMIC & ADM STAFF			
(i)	Librarian		Contractual.
(ii)	LDC		Contractual.

1.Details of vacancies, eligibility criteria and format of application are available on school website"www.apsbengdubi.org". Interested candidates can download the application form from school website. Application form alongwith demand draft of Rs. 250/- in favour of Army Public School, Bengdubi and all educational & experience certificates duly self attested must be sent to Army Public School, Bengdubi on or before 06 Aug 2025 by 1400hrs. Thereafter no applications will be accepted. Application forwarded through e-mail will not be accepted.
2.Age limit not exceed 40yrs in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching/work experience of 05 years in appropriate category.
3.A written test for language teachers (English,Hindi)& Sanskrit), non-teaching academic staff (Librarian) and adm staff (LDC), computer literacy test for all candidates will be held at APS Bengdubi on the date of interview.
4.Salary shall be as per School norms.
5.Decision of SAMC (School Administration & Management Committee) will be final and abiding.
6.For further details please see our website www.apsbengdubi.org & contact School Office 0353- 2480238 & Mob No 8207070238, (Army No through Military Exchange Extn 6375).

নিউ জলপাইগুড়িতে এসসিএডিএর লিংক কানেকটিভিটি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি_সিগন্যাল_২০২৫_০৭। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৫_০৭_০৩। কাজের নাম: ওএফসি এবং কোয়াড/পিইউএফ ক্যাবলের মাধ্যমে স্টেশন ওএফসি কক্ষ থেকে এসএসপি পর্যন্ত এসসিএডিএর লিংক কানেকটিভিটি, যার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত আছে আরএইচএমপি এসএসপি, কেডব্লিউপিআর এসপি, এলএফএমপি এসএসপি, বিএডিএ এসএসপি এবং কেএজিজে টিএসএসের জন্যে সিস্টেমের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। **আনুমানিক রাশি:** ১,১৩,৭৪,৩৫৩.৪৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,০৬,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৬-০৮-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা/সিগন্যাল/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে"

কিডনি চাই

O+ কিডনি প্রয়োজন, যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে যোগাযোগ করুন - 9832095613. (C/117407)

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/ সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :-8653609553, 8509827671 (C/117560)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় আমি গত 23/08/24 তারিখে জলপাই EM-কোর্টের দ্বারা রাজু নন্দী থেকে কিংশুক নন্দী তে পরিবর্তিত হইলাম। (C/117408)

●

আমি Pratyush Roy পিতা- Dwipendra Nath Roy. আমার মাধ্যমিকের Admit Card, Mark Sheet, Pass Certificate & Reg. Certi.-এ Dipendra Nath Roy থাকায় গত ইংরেজি 25/07/25 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Dipendra Nath Roy ও Dwipendra Nath Roy এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। উত্তর আলতাগ্রাম, ধূপগুড়ি। (A/B)

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-NIQ No.
1. WBMAD/JM/E/eNIQ-1/2025-26, Memo No. 1673/JM dt. 28.07.2025, Tender ID - 2025_MAD_884347_1
2. WBMAD/JM/E/eNIQ-2/2025-26, Memo No. 1674/JM dt. 28.07.2025, Tender ID- 2025_MAD_ 884364_1 . Last date of bidding (online): 19.08.2025 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.)
For details please visit: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

যার প্রতি প্রযোজ্য

এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে প্রকাশ থাপা, যিনি প্লট নং: ১০৬-১১০, ১১৩-১১৫ ও ৯৭, মৌজা : ব্যারিভিটা, জে.এল. নং: ৯১, ব্লক ও থানা : নক্সালবাড়ি, জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪৪২৯-এ অবস্থিত, তিনি একটি নদীর তলদেশের খনিজ খনন প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র (Environmental Clearance) লাভ করেছেন।
এই ছাড়পত্রটি প্রস্তাব নং: SIA/WB/MIN/534276/2025, তারিখ ২৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ (SEIAA) কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।
পরিবেশ ছাড়পত্রের অনুলিপি ভারতের পরিবেশ দপ্তরের সরকারি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : https://parivesh.nic.in

প্রকাশ থাপা
গ্রাম : দক্ষিণ রথখোলা,
ডাকঘর ও থানা : নক্সালবাড়ি,
জেলা: দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪৪২৯

অ্যাফিডেভিট

আমি Somen Das, পিতা Sudhir Kumar Das, গ্রাম + পোঃ মহাদেব নগর, থানা- ফারাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- 742202, গত 29/07/25 তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নোটারী পাবলিক হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Somen Das (হিন্দু) থেকে Md Abdullah (মুসলিম) ধর্মে রূপান্তরিত হইলাম। বর্তমানে যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117684)

●

I, Biren Ghosh S/o- Paresh Ghosh, R/o- Rupsing Jote, P.O- Bagdogra, Dist- Darjeeling, Pin- 734014 (W.B). I change my name from Biren Ch Ghosh to Biren Ghosh vide affidavit SL No- 3439 date-28/07/25 before the Ld. Judicial Magistrate at Siliguri Court. My daughter's Manika Ghosh WBBSE (Madhyamik) and all relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Biren Ghosh and Biren Ch Ghosh is the same and one identical person. (M/M)

●

২৯/০৭/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি Rohit Kumar থেকে Rohit Ansari নামে পরিচিত হলাম। (C-117045)

●

I, Suraj Thakur, S/o Dukhil Thakur, and R/o Vill & PO : Sidhabari, PS & Dist : Alipurduar. In his aadhaar card, my son's name wrongly recorded as Trisbin Thakur in place of Trisbien Thakur & his date of birth also wrongly recorded as 07.12.2012 in place of 07.12.2010. Hence, by affidavit at Alipurduar E.M court on 29.07.2025, my son's name rectified from Trisbin Thakur to Trisbien Thakur & his date of birth also rectified from 07.12.2012 to 07.12.2010. (C/117046)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৪১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

নিজের ব্যাংক গড়ে তোলার গল্প নিয়ে নতুন যুগের নতুন লক্ষ্মী।
লক্ষ্মী ঝাঁপি সন্ধে ৬.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ অভিমন্যু, দুপুর ২.১০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৪.৫০ মাটির মানুষ, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন, ১.১০ পদাতিক

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কাঞ্চনা-টু, দুপুর ১.০৫ জোর, বিকেল ৪.১০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অবিচার, রাত ১০.৪৫ জঙ্গল-এক প্রেম কথা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ প্রতীক, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, ১.০০ অনু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কুরুক্ষেত্র

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.১৫ তলওয়ার, ২.৩০ আচারি বা, বিকেল ৪.১৫ টশন, সন্ধে ৬.৪৫ পিঙ্ক, রাত ৯.০০ আ থার্সডে, ১১.১৫ কেয়া কুল হ্যায় হম

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ২.৪০ ডাংকি, বিকেল ৫.৪৬ নাইট ড্রাইভ, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১. ০৬ শূরবীর

আচারি বা দুপুর ২.৩০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

অন্যায় অবিচার সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ আই, দুপুর ২.১২ খট্টা মিঠা, বিকেল ৫.০৮ খিলাড়ি, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.২৫ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.৪১ বব বিশ্বাস, বিকেল ৫.০১ ডক্টর জি, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ সলাম ভেঙ্কি, ১১.১৯ জওয়ানি জানেমন

আর্য-অপর্ণার ভালোবাসা এবার কোনদিকে মোড় নেবে?
চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, ২০২৫, ১৩ শাওন, সংবৎ ৬ শ্রাবণ সুদি, ৪ শফর। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।১৮। বুধবার, ষষ্ঠী রাত্রি ২।২৮। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৯। শিবযোগ প্রাতঃ ৫।১৬। কৌলবকরণ দিবা ১।৪৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।২৮ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১০।৪৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।২৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ২।২৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮। ২৭ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৭ গতে ৩।৪৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৪৯ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ১০।৫২ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ২।২৭ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।১০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ১।৪৬ গতে ৩। ২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১ গতে ১০।৩১ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক কথাবার্তায় একদম জড়াবেন না। **বৃষ :** যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলতে শিখুন। পড়ুয়াদের ভিনরাজ্যে পড়ার সুযোগ। **মিথুন :** প্রেম প্রণয়ে ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। কাউকে বিশ্বাস করে টাকা দেবেন না। **কর্কট :** কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সাংসারিক সমস্যা হবে। কাউকে ভরসা করে ঠকতে পারেন। **সিংহ :** সংসারে আর্থিক সমস্যার সুরাহা হবে। অপ্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য পারিবারিক জীবনে সমস্যা হতে পারে। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **তুলা :** বাড়ির বয়স্কদের উপর বিশেষ লক্ষ রাখুন। সরকারি চাকরিজীবীদের সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক :** পারিবারিক সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিরোধ বাড়বে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে সমস্যা করবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মীন :** প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দায়িত্ব বাড়বে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গোরু বাঁধা নিয়ে ঝামেলা

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : গোরু বাঁধা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিজেপির বুথ সভাপতির ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায়, ইসলামপুর থানার মিলনপল্লি এলাকায়। গুরুতর আহত বিপ্লব দাস মিলনপল্লিরই বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা তফিজুল ইসলাম তাঁর চাষের জমিতে গোরু বেঁধে ফসল নষ্ট করছিলেন। প্রতিবাদ করলে তফিজুল এবং তাঁর দুই ছেলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায় বললেন, 'এই আক্রমণ তৃণমূলের মদতেই ঘটেছে। অভিযুক্তরা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' যদিও বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং লাগাতে চাইছেন না স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের স্বামী তথা তৃণমূলের টাউন যুব সভাপতি বিক্রম দাস। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিবেশীদের মধ্যে ব্যক্তিগত গণ্ডগোল। বিজেপি অহেতুক রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে।' সোমবার রাতে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

প্রতিবাদ

চাকুলিয়া, ২৯ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রায় দুশোর কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অংশগ্রহণ করেন।

চাকুলিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নেত্রী পিংকি তাপসী চৌধুরী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ই-কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক করার নীতি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি বলেন, 'গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটি কেন্দ্রগুলো বন্ধ করার পরিকল্পনার অংশ।' বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ তাঁর বক্তব্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সমাজের মূল স্তম্ভ। তাঁদের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার সবসময় পাশে আছে।' তিনি কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা করে রাজ্যের তরফে এই বিষয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

শিবির

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : ইসলামপুর পুলিশ জেলার তরফে শহরে মঙ্গলবার মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। নাটকের মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে বোঝানো হয়। পুলিশ সুপার জবি থমাস বলছেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ সবসময় সচেতন। তবে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।'

চলতি কা নাম... *মঙ্গলবার বিকেলে ইসলামপুরের কাঁঠালবাড়িতে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।*

৯৪৫টি প্রতারণা, জালে সেই দম্পতি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : শেষপর্যন্ত কোচবিহার জেলা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন দেশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' দম্পতি। শুভজিৎ বল্লভ ও রিয়া বল্লভ নামে রানাঘাটের বাসিন্দা ওই দম্পতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ৯৪৫টি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে ৮৮৬টি মামলা হয়েছে। শুধু কোচবিহার জেলাতেই প্রতারণার সংখ্যা ১৯টি। নিজেদের কখনও বিএসএফ আবার কখনও সিআরপিএফের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করেছেন তাঁরা। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প সংলগ্ন ব্যাংকের সিএসপিগুলির সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতেন। সিএসপির মালিকদের বলা হত তাঁরা পাশের ক্যাম্পেরই আধিকারিক। নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। পরবর্তীতে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। টাকা পাঠানোর পর সিএসপি মালিকরা পরে বুঝতে পারতেন তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

সোমবার বিহারের একটি হোটেল থেকে ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে কোচবিহার জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'সিএসপি মালিকদের ঠকানোই ওদের মূল টার্গেট ছিল। শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ওদের বিরুদ্ধে ৮৭৭টি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। আমরা বিহার থেকে গ্রেপ্তার করে এনে তদন্ত শুরু করেছি।'

ঠকানোর ছক

- কখনও বিএসএফ আবার কখনও সিআরপিএফের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা
- সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প সংলগ্ন ব্যাংকের সিএসপিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল প্রতারকদের
- সিএসপির মালিকদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পাঠাতে বলা হত

গত কয়েকবছরে সাইবার প্রতারণার পরিমাণ হুহু করে বাড়ছে। কিন্তু মাত্র দু'বছরেরও কম সময়ে এক দম্পতির বিরুদ্ধে ৯৪৫টি প্রতারণার অভিযোগের ঘটনায় পুলিশও হতবাক হয়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দম্পতি এক জায়গায় বেশিদিন থাকতেন না। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার হোটেলে থেকে প্রতারণার কাজ চালাতেন। উত্তরপ্রদেশে ১৮৩, রাজস্থানে ১০৭, তেলেঙ্গানায় ৭৭, মহারাষ্ট্রে ৬০, দিল্লিতে ৫৫, বিহারে ৫৪, তামিলনাড়ুতে ৪৯, পশ্চিমবঙ্গে ৪৩, অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আরও ২৫৮টি মামলা রয়েছে। শুধুমাত্র চলতি বছরেই আর্থিক প্রতারণার পরিমাণ ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ১০০ টাকা।

প্রতারকদের ফাঁদ থেকে কোচবিহারও বাদ পড়েনি। গত ৩০ মে সাহেবগঞ্জ থানা (মামলা নম্বর ৩০৬/২০২৫) ও ৪ জুন তুফানগঞ্জ থানায় (মামলা নম্বর ৩৩৪/২০২৫) তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। দুটি থানা ও কোচবিহার সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্তে নামেন। যে মোবাইল ফোন নম্বরগুলি ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছিল সেগুলি খতিয়ে দেখা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর মেলে, ওই দম্পতি বিহারের একটি হোটেলে রয়েছেন। সেখানেও প্রতারণার ফাঁদ পাতা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত জেলা পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। তাঁদের কাছ থেকে দুটি অ্যান্ড্রয়েড ও একটি আইফোন মিলেছে। তদন্ত এগোতেই প্রতারণার পর্দাফাঁস হয়।

তবে এবারই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার মূল অভিযুক্ত শুভজিৎ গ্রেপ্তার হয়েছেন। জঙ্গিপুর, ধানতলা, শিলিগুড়ি সাইবার থানা, কালনা, বসিরহাট ও কৃষ্ণনগর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে ধানতলা থানায় একটি ওয়ারেন্ট রয়েছে। নিজেদের বিএসএফ, বা এই সংক্রান্ত আধিকারিক পরিচয় দিয়ে এই কাজ চালানো হত। শুধুমাত্র কথার উপর ভিত্তি করে কাউকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সিএসপি মালিকদের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবদিক খতিয়ে না দেখে কখনোই আর্থিক লেনদেন করা উচিত নয়।

এনজেপি থেকে তরুণীদের পাচারের ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জিআরপি। অন্যদিকে, জংশনের ঘটনায় এখনও দায়ের হয়নি কোনও অভিযোগই। আদালতেও কেউ সরব হননি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এরপর তদন্তের খাত কোনদিকে এগোবে, সেটাই দেখার।

তরুণীদের হুমকি ধৃতের স্ত্রীর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ট্রেনে তরুণী পাচার কাণ্ডে এবার ধৃতদের একজনের স্ত্রীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে শিলিগুড়ি জিআরপি। অভিযোগ, অভিযুক্তদের মধ্যে দীনেশ শা নামের এক ব্যক্তির স্ত্রী ফোন করে উদ্ধার হওয়া তরুণীদের হুমকি দিচ্ছেন। তাঁদের পাঠানো কাগজে স্বাক্ষর না করলে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর আগে ময়নাগুড়ির এক তরুণীকে হুমকি দেওয়ার পরেই ওই তরুণী ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ওই অভিযোগ নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপিতে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়নাগুড়ি থানা। ওই মামলাতেও অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে জিআরপি। এর মাঝেই নতুন করে হুমকি দিয়ে ফোন আসায় তরুণীরা রীতিমতো আতঙ্কিত। তাই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার প্রস্তুতি শুরু করেছে জিআরপি। অন্যদিকে, চলতি সপ্তাহেই বিহার এবং ছত্তিশগড়ে যাচ্ছে এনজেপি জিআরপির দুটি পৃথক দল। শিলিগুড়ির রেল পুলিশ সুপার কুঁয়র ভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের কুশল ভারত প্রকল্পের নাম করে উত্তরের বিভিন্ন চা বাগান এলাকার মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাচার করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছিল। ভিনরাজ্যে কাজের নামে ওই তরুণীদের তামিলনাড়ুর হসুর জেলায় পাচার করা হত বলে অভিযোগ। গত সপ্তাহে এনজেপি স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার করা হয় ৫৬ জন তরুণীকে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় এক তরুণ এবং তাঁর সঙ্গে থাকা

এনজেপি

তরুণীকে। ওই তরুণী নিজেকে শিলিগুড়ির পোড়াঝাড় এবং তরুণ নিজেকে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

সেইমতো পুলিশ দুই অভিযুক্তের ঠিকানা খতিয়ে দেখে। দেখা যায় দুজনের দেওয়া ঠিকানা ভুয়ো। এর পরের দিনই ভবেশ মোড় এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের কাছের হোটেল থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছেন দীনেশ। এরপর থেকেই তরুণীদের একের পর এক হুমকি ফোন আসছিল বলে অভিযোগ। দীনেশের স্ত্রী তরুণীদের ফোন করে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ।

প্রশ্নের মুখে পুলিশের মামলাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : জংশন থেকে বাসে তরুণী পাচার কাণ্ডে পুলিশের করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ছাড়া আর কোনও অভিযোগই দায়ের হয়নি। ৩৪ জন তরুণী নিজেদের পরিবারের কাছে ইতিমধ্যেই ফিরে গিয়েছেন। তবে কোনও পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়নি। আদালতেও কেউ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরব হননি।

এই পরিস্থিতিতে তদন্ত বেশিদূর আর এগোনোর সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। প্রধাননগর থানার পুলিশের অবশ্য দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা জানিয়েছেন, প্রতি ক্যান্ডিডেট হিসেবে নির্দিষ্ট টাকা কমিশন পেতেন তাঁরা। যদিও অভিযুক্তদের পাশেই দাঁড়িয়েছে ওই তরুণীরা। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কী কারণে পুলিশ প্রশাসন মনে করছে, ওই তরুণীদের পাচার করা হচ্ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে কারও অথরাইজেশন ছিল না। ওই তরুণীদের কাজে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক কোনও নথি অভিযুক্তরা দেখাতে পারেননি। তাঁদের চা বাগান এলাকায় গিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত কোনও নথি তাঁরা দেখাতে পারেনি। ট্রেনিং করানোর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়নি।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পেরেছি, অন্য শহরে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম পরিবারের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়ে থাকে। চার-পাঁচ মাস পর টাকা

জংশন

পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর তরুণীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়।'

পুলিশের থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, উদ্ধার হওয়া তরুণীদের মধ্যে নকশালবাড়ি থানার একজন রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, পিক্রশের সঙ্গে গৌতমের দীর্ঘদিন ধরেই পরিচয় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা তরুণীদের দক্ষিণ ভারতে প্লেসমেন্ট সেন্টারে দিয়ে যাচ্ছেন। গৌতমের সঙ্গে এই সূত্র ধরেই পরিচয় জয়শ্রীর। কমিশনের সুবিধা থাকায় জয়শ্রী মাসকয়েক ধরে গৌতমদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ভুয়ো কলসেন্টার কাণ্ডে গ্রেপ্তার আইটি কর্মী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মাটিগাড়া এলাকায় ভুয়ো কলসেন্টার চালানোর অভিযোগে ধৃত সাতজনই আইটি কর্মী। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তা জানতে পেরেছে। এখানকার আইটি পার্কের কর্মী থাকাকালীনই তাঁরা ভুয়ো কলসেন্টার চালানোর যাবতীয় পদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন। এমনকি ব্রিটেনের বাসিন্দাদের নম্বরও তাঁরা সেখান থেকেই জোগাড় করেছিলেন। এরপর মণিন্দর সিং ও নিশান শর্মার পরিকল্পনায় এই সাতজন ভুয়ো কলসেন্টারের ব্যবসা শুরু করেন। এখনও এই ঘটনার মূলচক্রী মণিন্দর সিং ও নিশান শর্মাকে ধরা যায়নি। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'দুই মাস্টারমাইন্ডের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ভুয়ো কলসেন্টার তৈরির আগে এই সাতজন একে অপরের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এই ভুয়ো কলসেন্টারের মূল মাস্টারমাইন্ড মণিন্দর সিং ও নিশান শর্মা ওই আইটি কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করেন। এরপর তাঁদের অতিরিক্ত আয়ের লোভ দেখানো শুরু করেন। বছরখানেকেরও বেশি সময় ধরে এই ভুয়ো কলসেন্টার চালানো শুরু হয়। তবে পুলিশের নজরে যাতে সহজে না পড়তে হয়, তারজন্য বিভিন্ন সময় তাঁরা নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করেছেন। একটা সময়ে তাঁরা আইটি পার্কের ভেতরেই অফিস নিয়েছিলেন। পরে মাটিগাড়ার লোকনাথ কলোনি এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। শেষপর্যন্ত গত শুক্রবারের রাতে সাতজন ধরা পড়েন।

আন্দোলন

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন ব্লক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে হাঁটুজলে মিছিল করেন নেতারা। সাধারণ মানুষও কংগ্রেসের মিছিলে অংশ নেন। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে রামগঞ্জের দিকে মোড় নিতেই রাজ্য সড়ক খানাখন্দে ভরা। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুণ রশিদ বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বেহাল হয়ে পড়ে আছে। সাধারণ মানুষ ভুগছেন। অথচ কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। প্রয়োজনে আমরা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলব।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান, সেলুন পরিষেবা এবং মোবাইল সরঞ্জামের কিয়স্ক স্থাপনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং : এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-৮। নিলাম শুরুর তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫, ১১:৪৫:০০ ঘ.। মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান, সেলুন পরিষেবা এবং মোবাইল সরঞ্জামের কিয়স্ক-এর ই-নিলাম। এসইকিউ. নং, লট নং/ক্যাটাগরি, স্টেশন নিম্নরূপ : এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১, ভাগলপুর, এএ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমএসিএইচআর-৪৬-২৫-১, পীরপৈন্তী, এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২, বারিয়ারপুর, এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমইডিএসটিএন-১৭-২৫-২, হাঁসডিহা, এবি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমইডিএসটিএন-১৮-২৫-২, নিমতিতা, এবি/৪, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২, সুলতানগঞ্জ, এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এসএস-৪৯-২৫-১, পীরপৈন্তী, এডি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমওবিস্টোর-৪৭-২৫-১, পীরপৈন্তী, আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে আইআরইপিএস-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-125/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বরাতজোরে রক্ষা ছয় পড়ুয়ার

সৌরভ রায়

টোটোতে শিশুদের নিয়ে ঝুঁকির যাত্রা

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : এক টোটোয় এগারোজন। চালককে ধরলে ১২ জন। ফাঁসিদেওয়া গোয়ালটুলি মোড়ে মঙ্গলবার স্কুল পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টোটোটি। কমবেশি চোট লেগেছে সব পড়ুয়ারই। অন্যদিকে, অভিভাবকদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিন গোয়ালটুলি মোড়ের কাছে একটি মিশনারি স্কুলের ছয় পড়ুয়া এবং পাঁচজন অভিভাবককে নিয়ে ফিরছিল টোটোটি। পড়ুয়াদের বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। পথে গোয়ালটুলি মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটোটিতে ছিলেন রিমা বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'টোটোটি হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে গর্তে পড়ে যায়। হয়তো অত্যধিক ভার সহ্য করতে পারেনি।' পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের নিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় টোটোটি।

খুদে পড়ুয়াদের কারও মাথায় চোট লেগেছে, কারও হাতে। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশও। পুলিশ ভ্যানে করে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাকিদের ছেড়ে দিলেও তিনজনকে মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়।

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চলছে চিকিৎসা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বর্তমানে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াতের বিকল্প বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে টোটো। এদিনের ঘটনার পর অবশ্য টোটোচালক বাড়ি ফিরে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকি, অভিভাবকরাও থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। ফাঁসিদেওয়ার সাম্যব্রত দেবনাথের মন্তব্য, 'টোটোয় নিজেদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর সময় বাবা-মায়েদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

আসলে মারুতি কিংবা পুলকারে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে যা খরচ হচ্ছে, টোটোতে তার চারভাগের তিনভাগ টাকা লাগছে। সে কারণে অভিভাবকদের একাংশ ভরসা করছেন টোটোর ওপরই। টোটোচালকরাও মুনাফার 'আশায়' অতিরিক্ত যাত্রী তুলছেন টোটোয়। সেইসঙ্গে গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা তো রয়েইছে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো। স্থানীয়রা এই ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে প্রশাসনের তরফে নিয়মিত নজরদারির দাবি তুলেছেন।

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার কথায়, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কতজন যাত্রী তোলা যাবে, তা টোটোচালকের নজরে রাখার কথা। এভাবে শিশুদের প্রাণ নিয়ে বেপরোয়া মনোভাব মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশকে বিষয়টি দেখতে বলব।'

খাটিয়ায় রোগী, মৃত্যু দেখাল 'প্রকৃত উন্নয়ন'

অরিন্দম বাগ ও স্বপনকুমার চক্রবর্তী

মালদা ও হবিবপুর, ২৯ জুলাই : দড়ি দিয়ে খাটিয়ায় বাঁশ বেঁধে রোগীকে শুইয়ে বেহাল রাস্তা পার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মঙ্গলবার হবিবপুরের রঞ্জিতপুর গ্রামের আদিবাসী বৃদ্ধা রানি সোরেনের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর জন্য রানির পরিজনরা রাস্তার বেহাল অবস্থাকেই দায়ী করেছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় রঞ্জিতপুর গ্রামের বেহাল রাস্তার চরম দুর্ভোগের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

বেহাল রাস্তায় খাটিয়ায় চাপিয়ে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেই রোগীকে বাড়িতেও ফিরিয়ে আনা হয়, তবে খাটিয়াতেই। ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রবিবার খাটিয়ায় করে আবার মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এবার আর বাঁচানো যায়নি ওই আদিবাসী বৃদ্ধাকে। এই ঘটনায় ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবিরের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

ওই এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা এতটাই বেহাল যে, রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আসা তো দূরের কথা, ভ্যানরিকশা পর্যন্ত চলতে পারে না। বেহাল রাস্তার কথা সেসময় স্বীকার করে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাণ্ডব সিংহ বলেছিলেন, 'ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় রানিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। মূল রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে তাঁকে খাটিয়ায় করে নিয়ে যেতে হয়। চিকিৎসার পর ফের সেভাবেই তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়।' বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন রানি। যে কারণে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিকেলে। তাঁর ছেলে সমর হাঁসদা বলেন, 'গত রবিবার

ফের মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সেসময়ও মাকে খাটিয়ায় করেই মূল রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়েছিল। রবিবারই মাকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করি। সিসিইউ বিভাগে মায়ের চিকিৎসা চলছিল। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এলাকায় রাস্তা না থাকায় রোগী নিয়ে যেতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। পাকা রাস্তা থাকলে হয়তো মাকে বাঁচানো যেত।'

বেহাল রাস্তার জন্য এমন মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঞ্জিতপুরে। পরস্পরের ওপর দায় চাপাতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জাও। মালদা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি শুভময় বসু বলছেন, 'ওই এলাকার সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপির। এর পরেও এতদিনে কাজ হয়নি কেন? কেন্দ্রের এত বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়নে ঢেলে টাকা দিচ্ছে। তপশিলি জাতি, উপজাতির মানুষ আগামীদিনে বুঝতে পারবে বিজেপি কত ভয়ংকর।'

টাকা না দিলে কোনও কাজ দ্রুত হাসিল হচ্ছে না। তা সে রক্ত পেতেই হোক বা যে কোনও অপারেশন, এমনকি শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা। মেডিকেলে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। 'দালাল হইতে সাবধান' বাণী লেখাও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দালালদের দৌরাত্ম্য দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না।

নগদ খসালে চিকিৎসা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে টাকা না দিলে কোনও কাজ দ্রুত হাসিল হচ্ছে না। তা সে রক্ত পেতেই হোক বা যে কোনও অপারেশন, এমনকি শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা। এই অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বহুদিন ধরেই মেডিকেলে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। জায়গায় জায়গায় 'দালাল হইতে সাবধান' বাণী লেখাও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দালালদের দৌরাত্ম্য দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না। কারণ চিকিৎসক, নিরাপত্তারক্ষী সহ চিকিৎসাকর্মীদের একটা বড় অংশই দালালচক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ফের মেডিকেলে টাকা নিয়ে শারীরিক পরীক্ষার দিন এগিয়ে নিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়ে হাসপাতালের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি মানুষকেও তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

মেডিকেলে আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, বায়োপ্সি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সাধারণ রোগীদের দেড়, দু'মাস বা তারও পরে সময় দেওয়া হয়। আর টাকা ফেললে সেই কাজই দু'তিনদিন, খুব বেশি হলে এক সপ্তাহে হাসিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ফলে গরিব মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল ভেবে মেডিকেলে এলেও তাঁদের গাঁটের কড়ি খরচ না করলে চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না। অপারেশনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা মেডিকেলে। এখানে যে কোনও অপারেশনের জন্যও রোগীদের মাসের পর মাস ঘোরানো হয়। আবার অনেক সময় অপারেশন থিয়েটারে রোগীকে নিয়ে গিয়েও অপারেশন না করিয়েই ওয়ার্ডে ফেরত পাঠানো হয়। আবার দালাল ধরলে নিমেষেই সমস্ত কাজ হয়ে যায়।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে রোগীদের লাইন। মঙ্গলবার।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

এমনই ঘটনা মঙ্গলবার সুপার আল্ট্রাসনোগ্রাফি বিভাগে দেখা গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই পুরোনো জায়গা থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি বিভাগ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে এদিন গিয়ে দেখা গেল, এদিন বহির্বিভাগে চিকিৎসক যে রোগীদের আল্ট্রাসনোগ্রাফি লিখেছেন তাঁরা সেই পরীক্ষার জন্য সময় নিতে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে লাইন দিয়েছেন। কাউকে অগাস্টের ২৭-২৮ তারিখ, কাউকে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আসার জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। রোগীদের অনেকেই বলছেন, এখন শারীরিক সমস্যা হচ্ছে বলেই ডাক্তার দেখাতে এসেছি। ডাক্তার দ্রুত আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে বলেছেন। এখান থেকে দেড় মাস পরে পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে।

এখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি বিভাগে যেতেই আশিস সিংহ নামে এক তরুণ বললেন, 'আমাকে সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে আল্ট্রাসনোগ্রাফির জন্য সময় দিয়েছিল। তারপর একজন নিরাপত্তারক্ষীকে গিয়ে বললাম। উনি ৩০০ টাকা নিয়ে আমাকে আজই করিয়ে দিলেন।' আল্ট্রাসনোগ্রাফির লাইনে দাঁড়িয়ে চটেরহাটের আসিরুন খাতুন বললেন, '১৭ জুন ডাক্তার দেখিয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির জন্য ২৯ জুলাই সময় দিয়েছিল। সেই মতো এদিন সকালে এসে লাইন দিয়েছি। কিন্তু পিছন থেকে এখানকার কর্মীরা লোক এনে লাইন ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমরা সকাল থেকে দাঁড়িয়েই রয়েছি।' রোগীরা জানিয়েছেন, সুপারস্পেশালিটি ব্লকেও দালালে ভরে গিয়েছে। এখানকার কিছু নিরাপত্তাকর্মী সহ অন্যান্য কর্মী বাইরের লোকদের সঙ্গে মিলে দালালচক্র চালাচ্ছে। হাসপাতালের ভিড়ে মিশে কে যে কোথায় দালালচক্রের হয়ে কাজ করছে, টাকা তুলছে সেটা সহজে বোঝা মুশকিল।

সরাসরি যুক্ত

- চিকিৎসক, নিরাপত্তারক্ষী সহ চিকিৎসাকর্মীদের একটা বড় অংশই দালালচক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত
- ফের মেডিকেলে টাকা নিয়ে শারীরিক পরীক্ষার দিন এগিয়ে নিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে
- আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, বায়োপসি থেকে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য রোগীদের দেড়-দু'মাস বা তারও পরে সময় দেওয়া হয়
- টাকা ফেললে সেই কাজই দু-তিনদিন, খুব বেশি হলে এক সপ্তাহে হাসিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ

গোষ্ঠী সংঘর্ষে গ্রেপ্তার ১

নকশালবাড়ি, ২৯ জুলাই : গোরু পাচারকে কেন্দ্র করে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মারধরের ঘটনায় মঙ্গলবার প্রধান অভিযুক্ত মহম্মদ এনাসুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার তাঁকে আদালতে তোলা হবে।

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন বলেন, 'এরাজ্যে গোরু পাচার কোনও অবৈধ কাজ নয়। এর আগে বীরভূমে হাজার হাজার গোরু পাচার হয়েছে। তাতে শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদত ছিল।' পুলিশ ব্যবস্থা নিলে গোরু পাচার নিয়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করেন বিজেপি বিধায়ক।

অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে বদনাম করার অভিযোগ করেছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তৃণমূলের সজনি সুব্বা। তিনি বলেন, 'আমার বাড়ির পাশে ঝামেলাটি হয়েছে। গোরু পাচারকারী দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। পাচার রুখতে সীমান্তে এসএসবি রয়েছে। পাশাপাশি পুলিশও রয়েছে। একাধিকবার এসএসবি-কে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি। তবে এসএসবি-র নজর এড়িয়ে সীমান্তে গোরু পাচার হচ্ছে।'

রবিবার রাতে গোরু পাচারের খবর এসএসবি-কে ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে পাচারকারী এক গোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দার মারপিট হয়। ওই ঘটনায় নকশালবাড়ির কালুয়াজোতের বাসিন্দা মহম্মদ আলম গুরুতরভাবে জখম হন। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্ত্রী সুহানা খাতুন রবিবার রাতেই পাঁচজনের নামে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দিগন্তে। দিঘার মোহনায় ছবিটি তুলেছেন পিঙ্কু দাস।

গ্রেপ্তার দুই প্রতিবেশী

তরুণীকে চা বাগানে গণধর্ষণ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : চা বাগানে ফের গণধর্ষণের শিকার আদিবাসী তরুণী। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায় ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। বিষয়টি জানাজানি হয় মঙ্গলবার। অভিযোগ পেয়ে এদিন রাতেই ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা ওই তরুণীর প্রতিবেশী। রাস্তায় একা পেয়ে মদ্যপ দুই তরুণ মহিলাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতা তরুণী একটি বাগানে শ্রমিকের কাজ করেন। সোমবার রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ তিনি কাজ সেরে চা বাগানের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় ৪০ বছর বয়সি ওই তরুণীকে টার্গেট করে দুই তরুণ। নির্জন জায়গায় তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। তরুণী চিৎকার করলেও আশপাশে কাউকে পাননি। রাস্তাতেই পড়ে কাতরাচ্ছিলেন তিনি। পরে পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। ওই রাতেই তাঁর চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিন ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে পরিবারের তরফে সমস্ত বিষয় জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতে অভিযুক্ত দুই তরুণকে গ্রাম থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

ছিঃ লজ্জা

- চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করেন স্বামীহারা তরুণী
- সোমবার রাতে কাজ সেরে চা বাগানের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি
- সেইসময় প্রতিবেশী দুই তরুণ মদ্যপ অবস্থায় তাঁর পথ আটকায়
- দুজনে মিলে একাধিকবার তরুণীকে ধর্ষণ করে
- নির্জন এলাকা হওয়ায় তরুণী চিৎকার করেও কারও সাহায্য পাননি

তরুণীর স্বামী ১০ বছর আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। মায়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটার পর মুষড়ে পড়েছেন দুজনেই। এদিন অবশ্য এক ছেলে গিয়েই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বুধবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ফাঁসিদেওয়ায় একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে নারী নিরাপত্তা। আরজি করে নির্যাতিতাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রতিবাদের মাঝেই গণধর্ষিতা হন দুই তরুণী। প্রথম ঘটনায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তরুণীকে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। আরেকটি ঘটনায় বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার অছিলায় নির্যাতন করা হয় তরুণীকে।

সোমবারের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর দুঃখপ্রকাশ করেছেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। তাঁর কথায়, 'এমন জঘন্য ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক এটাই চাই।' নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ঘোষপুকুর ফাঁড়ির ওসি সঞ্জয় তিরকি বলছেন, 'অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইন আইনের পথেই চলবে।'

খিচুড়িতে ভাসছে পোকা, বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৯ জুলাই : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের মধ্যে বিলি করা খিচুড়িতে পোকা পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার চোপড়ার মিলিকবস্তি কেন্দ্রে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকদের একাংশ। শিশুদের পাতে খিচুড়ি পরিবেশন হতেই তাতে পোকা পাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। অভিভাবকদের একাংশ সহায়িকাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, মায়েদের হাতে পাত্রে থাকা খিচুড়ির ওপরে পোকা ভাসছে। বিলি করা ওই খিচুড়ি শিশুদের খাওয়াতে গিয়ে তাতে পোকা কিলবিল করতে দেখে শিউরে ওঠেন তাঁরা। তারপর একে একে কেন্দ্রে পৌঁছে ক্ষোভ উগরে দেন। চোপড়া ব্লকের সিডিপিও আনারুল হক অবশ্য বলেন, 'এ ব্যাপারে ওই কেন্দ্র থেকে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিক্ষোভকারী অভিভাবকদের মধ্যে আসমিনা বেগমের অভিযোগ, 'পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর না দেওয়ায় এই ধরনের ঘটনা সামনে আসছে।' ওই কেন্দ্রের পাশে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আলমারা বেগমের বাড়ি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'আগেও খাবারের ব্যাপারে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি সুপারভাইজারের নজরে আনা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিকবস্তি গ্রামের একজনের বাড়িতে কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র চলছে। নথিভুক্ত শিশু ও মায়ের সংখ্যা ৭৫।'

ওই কেন্দ্রের সহায়িকা সংযুক্তা পারুই বলেন, 'গতকাল চাল, ডাল এসেছে। আগের সামান্য চাল ছিল। পুরোনো চালের সঙ্গে পুঁইশাক ও ঢ্যাঁড়শ দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করা হয়। খাবার বিলির পরে অভিভাবকদের একাংশ পোকা থাকার অভিযোগ করেন। কীভাবে খিচুড়িতে পোকা মিশল আমিও বুঝেতে পারছি না।'

অভিযোগ, কেন্দ্রের সহায়িকা এলেও কর্মীরা নিয়মিত আসছেন না। কর্মী সীমা সিংহ অবশ্য বলছেন, 'পাশের গ্রামে আরও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সামলাতে হচ্ছে আমাকে। সপ্তাহে ৩ দিন সেখানে যেতে হয়। অভিযোগের কথা শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দ্যাখ আমি আকাশের কাছাকাছি...। মঙ্গলবার ইসলামপুরে রাজু দাসের তোলা ছবি।

জল জীবন মিশনে বকেয়া ৪৫০০ কোটি টাকা

অবরোধ-আন্দোলনের হুমকি ঠিকাদারদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ১০ মাস ধরে মিলছে না টাকা। বকেয়ার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি জেলায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অফিসে টানা আন্দোলন, অবরোধ চালানোর হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যে জল জীবন মিশনের কাজে যুক্ত ঠিকাদাররা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে নর্থবেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (সিভিল) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আট জেলার সদস্যরা। টাকা না মেলায় জল জীবন মিশনের পরিষেবা তাঁরা আর ঠিক করে দিতে পারছেন না, স্পষ্ট করে দেন ঠিকাদাররা। এমন পরিস্থিতিতে পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও সংগঠনের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

ঠিকাদার সংগঠন সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় বকেয়ার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অনুপ বসু বলেন, 'কাজ করে টাকা না পেয়ে আমরা মুখ থুবড়ে পড়েছি। পিএইচই ডিপার্টমেন্টে বর্তমানে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার বিল জমা হয়ে পড়ে রয়েছে। তার বাইরেও আরও টাকা রয়েছে। কাজ অনেক জায়গাতে থমকে গিয়েছে। যে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা অনলাইনে টেন্ডার করে আমাদের কাজ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে এবার দরবার করব। টাকা না পেলে আমরা এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের অফিসে বসে থাকব।' ঠিকাদারদের বক্তব্য, তাঁদের অনেকে বাড়ি, সোনা ব্যাংকে বন্ধক দিয়ে ঋণ নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু কাজের টাকা না পাওয়ায় তাঁরা বিপদে পড়েছেন। ঠিক করে ব্যাংকের কিস্তি শোধ করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশন প্রকল্প ২০২৮ সাল পর্যন্ত চালানোর কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জল জীবন মিশন প্রকল্পে কাজের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছেন। প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ৫০ ও রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ টাকা দেয়। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য টাকা দিলেও কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। এর আগেও ঠিকাদাররা বিক্ষোভ আন্দোলন করেছেন। অল বেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যজুড়ে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জল আমরা বন্ধ করতে চাই না। কিন্তু পানীয় জল সরবরাহ করতে গেলে টাকা প্রয়োজন। হাজার হাজার কর্মী আমাদের অধীন কাজ করেন। তাঁদের মাইনে দিতে সমস্যা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে টানা আন্দোলন করা ছাড়া আমাদের কাছে উপায় নেই।'

বিশ্ব বাঘ দিবস

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : মঙ্গলবার বিশ্ব বাঘ দিবস পালন করল রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাগডোগরার ৩টি সরকারি স্কুল এবং ১টি বেসরকারি স্কুলের ৩২০ জন পড়ুয়া এবং শিক্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের একটি পরিবেশ বিষয়ক তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তথা পরিবেশ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'সারা দেশে বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ রয়েছে ৪৭টি। এর মধ্যে আমাদের রাজ্যে রয়েছে ১০টি। এগুলোর ওপর বানানো তথ্যচিত্রটি এদিন পড়ুয়াদের দেখানো হয়েছে।' উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কুন্তল ঘোষ প্রমুখ।

মেগা ঋণদান

নকশালবাড়ি, ২৯ জুলাই : মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য একটি মেগা ঋণদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। নকশালবাড়ির কমিউনিটি হলে আনন্দধারা নামে এই শিবিরটি করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক প্রমুখ। ব্লকের ১৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এদিনের শিবিরে অংশ নেয়। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মোট ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার চেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর হাতে তুলে দেন। চন্দ্রিমা বলেন, 'রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। ঋণের সমস্ত টাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মীরা সঠিক সময়ে ফিরিয়ে দেন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে তাঁরা ভালো কাজ করছেন।'

টোটোচালককে খুনের অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ২৯ জুলাই : টোটোর পাশে পড়ে রয়েছে চালকের মৃতদেহ। ঘটনাটি মঙ্গলবার খড়িবাড়ির সুবলজোত গ্রামের। মৃতের নাম সুজয় সরকার (৪৮)। তিনি বুড়াগঞ্জের বক্তরভিটা এলাকার বাসিন্দা। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ সুজয়কে খুন করা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেহজনক দুজনকে ইতিমধ্যে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতের মোবাইল ও বেশকিছু সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পেশায় টোটোচালক সুজয় সোমবার সন্ধ্যায় বাজার করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি টোটো নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাত বারোটা বেজে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। তাঁর পরিবারের সদস্যরা আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। মঙ্গলবার ভোর থেকে ফের তাঁরা সুজয়কে খুঁজতে বের হন। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বুড়াগঞ্জের সুবলজোতে গ্রামে রাস্তার পাশে সুজয়ের টোটোটি দেখতে পান তাঁরা। টোটো থেকে কিছু দূরে সুজয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এলাকাবাসী ওই জায়গায় ভিড় জমান। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে। মাথায় গভীর ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে মারা হয়েছে। তারপর মৃতদেহটি এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। মৃতের ছেলে সুমনচন্দ্র সরকার বলেন, 'গতকাল রাতে বাবা বাড়ি না ফেরায় আমরা ওই রাতেই তাঁকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম। ফের এদিন সকালে আমরা বাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে তাঁর মৃতদেহটি ওই জায়গায় দেখতে পাই।' সুমনের সন্দেহ, তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। সঠিক তদন্তের এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য সুষমা মার্ডি। তিনি বলেন, 'সুজয় খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর গলায় ফাঁসের দাগ ও মাথায় ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

অন্তঃসত্ত্বার পাশে রোমা

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : পরিজন পরিত্যক্তা এক অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে দেখা করে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন রোমা। মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকও উপস্থিত ছিলেন। পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার পাশাপাশি ওই মহিলাকে কিছু আর্থিক সহায়তাও করেন তাঁরা।

অভিযোগ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুনি চা বাগানের ডাঙ্গিবস্তির বাসিন্দা সাড়ে ৫ মাসের ওই অন্তঃসত্ত্বাকে সোমবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করে চলে যায় তাঁর পরিবার। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই মহিলা বাড়ি চলে যান। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী উধাওয়ের খবর চাউর হতে ওইদিনই সন্ধ্যায় ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শাহিনুর ইসলামের নির্দেশে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে অন্তঃসত্ত্বাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

২৬ বছর বয়সি ওই মহিলার স্বামী নিখোঁজ, পরিবারের অন্যরা দেখভাল করেন না বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমে খবরটি জানতে পেরে মঙ্গলবার রোমা হাসপাতালে যান। সহকারী সভাধিপতির কথায়, 'ওই মহিলার পরিবারের সঙ্গে কথা বলব। তাঁর দেখভাল এবং থাকার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে।'

প্রশিক্ষণ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : কৃষি দপ্তর ও জলসম্পদ অনুসন্ধান উন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কীভাবে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা যায় এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন বাড়ানো যায় সেবিষয়ে পাহাড়ের চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জলসম্পদ অনুসন্ধান উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে আদমি প্রকল্পের আওতায় মঙ্গলবার কালিম্পং জেলার পেডং ব্লকের মোট ৩০ জন চাষিকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আদমি প্রকল্পের ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টের বিশেষজ্ঞ রাজদীপ চক্রবর্তী জানান, এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে চাষিরা উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

নিয়ম ভেঙে জয়ন্তীর জঙ্গলে মহাকাল দর্শন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই : ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। আর সব বনাঞ্চলের মতোই আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভে প্রবেশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম জারি থাকে। অথচ সেই নিয়মের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই বক্সার বাঘবনের ভেতর নিয়ে জয়ন্তীর মহাকাল মন্দিরে যাচ্ছেন ভক্তরা। যাচ্ছেন শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুণ্য অর্জনের কামনায়। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে যেহেতু শিবের মাথায় জল ঢালার আকাঙ্ক্ষা থাকে বেশি, তাই মহাকালধামেও রবিবার করেই ভিড় হচ্ছে বেশি।

প্রশ্ন হল, কোনওরকম নিরাপত্তা ছাড়াই কী করে পুণ্যার্থীরা যাচ্ছেন? আর বন দপ্তরের নজরদারিই বা নেই কেন? পুণ্যার্থীদের তো বক্সা বাঘবনের রাজাভাতখাওয়া গেটেই আটকে দেওয়ার কথা। মহাকালধামে যেতে হলে জয়ন্তী নদীর খাত দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। এবছর বর্ষাকালে তেমন বৃষ্টি হয়নি। এখন নদীতে জল কম থাকলেও হড়পার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলেই চোখের নিমেষে হুহু করে জলস্রোত চলে আসবে। তখন যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে কে দায়ী হবে?

বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে অসমের ৭০ জন পুণ্যার্থীর একটি দল বন দপ্তরের সবরকম নজরদারি এড়িয়ে, জয়ন্তীর নদীখাত পেরিয়ে মহাকালধামে গিয়েছেন। তাঁদের যাওয়ার সময় কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। আটকানো হয় ফেরার সময়। তারপরই হইচই শুরু হয়। রাতে তাঁদের আটক করেন বনকর্মীরা।

মহাকাল মন্দিরের পথে পুণ্যার্থীরা। -সংবাদচিত্র

রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে জয়ন্তী পৌঁছে যান কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। তিনি বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে ফোন করে বিষয়টি জানান। মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অসমের ওই পুণ্যার্থীদের ছাড়া হয়। মঙ্গলবার ভোরে ওই পুণ্যার্থীরা বাড়ি পৌঁছান। প্রশ্ন হল, যাওয়ার সময় যদি আটকানো না হয়, তাহলে ফেরার সময় আটকানো হল কেন? জয়ন্তীর রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দে বলেন, 'জঙ্গলে প্রবেশ এখন বন্ধ। মহাকালধামে যাওয়া নিষিদ্ধ। রাতে যাদের আটক করা হয়, তাদের রাজভাতখাওয়া যেতে বলা হয়েছিল। সেখানে কী হয়েছে, জানা নেই।'

বনকর্মীরা জানিয়েছিলেন, নিয়ম ভেঙে জঙ্গলে প্রবেশের জন্য ওই পুণ্যার্থীদের জরিমানা করা হবে। তবে পরে সেই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। বনকর্মীরা বলছেন, বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২৩ মাইল এলাকায় একটি শিব মন্দির রয়েছে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারাও পুজো করেন। অসমের ওই পুণ্যার্থীরা নাকি সেই মন্দিরে যাওয়ার কথা বলে রাজাভাতখাওয়া গেট পার হন। তবে ওই মন্দিরও তো জঙ্গলের সীমানার মধ্যেই পড়ে। সেখানেই বা তাঁদের যেতে দেওয়া হল কেন? অসমের ওই পুণ্যার্থীদের সেখানে যাওয়াটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত সোমবারেও মহাকালধামে একাধিক পুণ্যার্থী গিয়েছেন।

গ্রাম সুরক্ষায় উদ্যোগ

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : গ্রামের বাড়ি, ফসলের সুরক্ষার জন্য কার্সিয়াংয়ের ৪টি গ্রামের ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুতের তারের ফেন্সিং দেবে বন বিভাগ। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার দেবেশ পান্ডে বলেন, 'কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা রেঞ্জের দেউমণি, সিঙ্গিঝোরা গ্রামের ১০ কিলোমিটার এলাকা, পানিঘাটা রেঞ্জের চেঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিমের ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ফেন্সিং দেওয়া হবে। এই এলাকাগুলো হাতির অত্যাচারপ্রবণ এলাকা। প্রথম পর্যায়ে ৪টি এলাকার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে।'

রহস্যমৃত্যু

মুম্বইয়ের যোগাশ্রমে রহস্যমৃত্যু হুগলির চুঁচুড়ার এক তরুণীর। বাঁধের জলে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যান বলেই খবর। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় পরিবার।

ঘাটালে দেব

বুধবার ঘাটাল যাচ্ছেন সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। সেখানে এসডিও অফিসে মিটিং, বিদ্যাসাগরের ছবিতে মাল্যদান ও ত্রাণ বিতরণ সহ একাধিক কর্মসূচি করবেন সাংসদ দেব।

ভাঙল বাড়ি

টানা বৃষ্টিতে তিনটি পুরোনো বাড়ি ভেঙে পড়ল কলকাতায়। রানি রাসমণি রোড, নারকেলডাঙার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট ও রাজকুমার বসু লেনের বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আচমকা ধসে আহত অনেকেই। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

রাজ্যের জয়

এসএসসি জিডি পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন জগদ্দলের শিবম চৌধুরী। তাঁর সাফল্যে খুশি পরিবার সহ জগদ্দল-কাঁকিনাড়া এলাকা। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির ভিডিও নিয়ে ধুন্ধুমার

মমতার চ্যালেঞ্জ, পালটা এফআইআর সৌমেন্দুর

কলকাতা, ২৯ জুলাই : শিশু নিগ্রহ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি দিল্লি পুলিশ খারিজ করার পর বিজেপি ভেবেছিল, সুর নরম করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে রাস্তায় না হেঁটে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তারপর মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করা জারি রেখেছে বিজেপি।

সমাজমাধ্যমের একটি ভিডিও পোস্টকে ঘিরে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে শিশু নিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, দিল্লিতে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মা ও শিশুকে নির্মমভাবে নিগ্রহ করেছে দিল্লি পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছিল দিল্লি পুলিশ।

সোমবার সন্ধ্যাতেই দিল্লি পুলিশের ডিএসপি অভিষেক ধানিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন, তাঁরা ঘটনার তদন্ত করে দেখেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ঠিক নয়। বক্তব্যের সপক্ষে সিসিটিভির ফুটেজকেও হাজির করেন তারা। শুধু অভিযোগ খারিজ করাই নয়, ওই পুলিশ কর্তা আরও বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দিল্লি পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে এ কাজ করা হয়েছে। এরপরেই দিল্লি পুলিশের ওই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রে রে করে নেমে পড়েন বিজেপির নেতারা। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদাররা মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে কটাক্ষ করে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেন পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সেই দাবিও তোলেন।

> কালকেই মিটিংয়ে বলেছিলাম রেকর্ড চেক করুন। বলেছিলাম, ওদের থ্রেট করা হবে। সেটাই হয়েছে। আমরা চাইব তারা যাতে ফিরে আসেন। আর কে সত্যি, কে মিথ্যে তা প্রমাণ হয়ে যাবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> মুখ্যমন্ত্রী একজন ইন্টারন্যাশনাল লায়ার। মিথ্যা কথা বলার জন্য ওনার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি সৌমেন্দুকে বলেছি সংসদের অধিবেশনের পর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

একধাপ চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি দাবি করেন সুকান্ত। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মিথ্যা কথা বলার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষ করেন। ভাই কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীকে দিল্লি পুলিশের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য ফোন করে নির্দেশ দেন শুভেন্দু। সেইমতো মঙ্গলবার দিল্লির মন্দিরমার্গ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সৌমেন্দু।

মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেন, 'আমি সৌমেন্দুকে বলেছি সংসদের অধিবেশনের পর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে। সৌমেন্দুও পরে বলেন, 'মালদার একটি মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভুয়ো ছবি পোস্ট করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করেছেন। এর বিরুদ্ধেই আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

কলকাতায় শুভেন্দু যখন এই অভিযোগ দায়ের করার কথা বলছেন, তার কিছু পরেই ইলামবাজারের সভা থেকে বিজেপি ও দিল্লি পুলিশকেই নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি কাল (সোমবার) ওই বাচ্চাটার কথা বলেছিলাম। একটার পর একটা থানায় ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি কালকেই মিটিংয়ে বলেছিলাম রেকর্ড চেক করুন। বলেছিলাম, ওদের থ্রেট করা হবে। আর সেটাই হয়েছে। আমরা চাইব তারা যাতে ফিরে আসেন। আর কে সত্যি কে মিথ্যে তা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। সেদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কার্যত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কেই নিশানা করেছিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের মতে, সেই কারণেই তড়িঘড়ি সেই অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে দিল্লি পুলিশকে মাঠে নামানো হয়েছিল। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে রাজনীতির পালের হাওয়াকে নিজেদের দিকেই কাড়লেন মমতা।

বর্ষা এবার রেহাই দাও... মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-আবির চৌধুরী।

'আইপ্যাক'-কে নিয়ে প্রস্তুতি তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর)-র বিরোধিতা করার পাশাপাশি সমীক্ষার জন্য দলীয় প্রস্তুতিও জোর কদমে শুরু করে দিল শাসকদল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন আগেই নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভায় নেতা ও কর্মীদের সক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে রাজ্য ও সারা দেশে এখন রাজনীতি তপ্ত। তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি এই সমীক্ষার (এসআইআর) প্রবল বিরোধিতা করে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন প্রতিবেশী বিহারের পর এরাজ্যেও এই সমীক্ষা চালু করার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই দলকে আটকে রাখতে চান

ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা

না। ভিতরে ভিতরে এই কাজে দলের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশও দিয়েছেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, এখন দল এই কাজে জেলায় জেলায় নেতা, কর্মীদের সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছে। এই কাজে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দল পরামর্শদাতা 'আইপ্যাক'-এর লোকেদের জড়িয়ে নিচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, ভোটার তালিকার এই নিবিড় সমীক্ষার কাজে কমিশনের লোকজন ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলির বুথস্তরের প্রতিনিধিদের লাগানো যেতে পারে। এই সূত্রে দলনেত্রী ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইপ্যাককে দিয়ে জেলায় জেলায় বুথস্তরে দলের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

আইপ্যাক সূত্রের খবর, সংস্থার প্রধান প্রতীক জৈন স্বয়ং তাঁর 'টিমকে' নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। জেলায় জেলায় তৃণমূলের বুথস্তরের প্রতিনিধিদের তালিকা অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে তৈরির করার জন্য দলের জেলা নেতৃত্বগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের পিছনে দলনেত্রী ও অভিষেকের সরাসরি নির্দেশ রয়েছে বলেও দলের সর্বস্তরে জানানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দলের পাঠানো এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যাঁদের ওপর ভোটার তালিকা সংশোধনের এই কাজের দায়িত্ব থাকবে, তাঁদের পুরো বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন নেতাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কোথায় কতদূর কাজ হল বা কাজে কোথাও প্রতিবন্ধকতা থাকলে অবিলম্বে তা জেলা নেতৃত্বকে জানাতে বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে কোনওরকম ছাড় দেওয়া যাবে না।

বাঙালির 'অপমানে' বিদ্যাসাগর স্মরণ

আশিস মণ্ডল, অশোক মণ্ডল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা ও ইলামবাজার, ২৯ জুলাই : রবীন্দ্রনাথের পর এবার বিদ্যাসাগর। বীরভূমের প্রশাসনিক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্যের প্রথমেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর অবদান উল্লেখ করার পাশাপাশি মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ করলেন বছর ছয়েক আগে কলকাতার বুকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মতো ঘটনার কথাও। বিজেপির উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, 'যারা আজ বাংলা ও বাঙালিকে আক্রমণ করছে, তারাই বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে তাঁর মূর্তি ভেঙেছিল।' একগুচ্ছ প্রকল্পের শিল্যান্যাস ও উদ্বোধন করে বাঙালি আবেগে শান দিতে ভুললেন না তিনি। বললেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে শপথ নিয়ে বলছি, বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আমরা মানব না। কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করে ৫৮ দিনের কাজ দিয়েছি। ব্যয় করেছি ২১৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।' অবশ্য বিজেপির পালটা যুক্তি, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের নিয়ে 'রাজনীতি' করছে শাসক দল।

সমাজমাধ্যমে বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্য রক্ষায় কী কী কাজ করেছে তৃণমূল, তার খতিয়ান তুলে ধরেছেন মমতা। সেখানেই ফের ২০১৯ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তি ভাঙার স্মৃতি তুলে

প্রয়াণ দিবসে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

ধরে বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে 'অশিক্ষিত' বলে দাগিয়ে দিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '১৪ বছর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েও ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মদিবস ও প্রয়াণ দিবস গুলিয়ে ফেলেন মমতা।' অবশ্য বীরভূম থেকে এর উত্তর দিতে ভোলেননি মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'এই বাংলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, স্বামী বিবেকানন্দের, রামমোহন রায়ের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। ক্ষুদিরাম যখন ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছিলেন, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? ইংরেজদের দালালি করছিলে? তখন তো তোমাদের দল জন্মগ্রহণও করেনি।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, মনীষীদের হাতিয়ার করেই বিধানসভা নির্বাচনের অঙ্ক কষবে শাসকদল।

'১৯-এর লোকসভা ভোটের আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র রোড শোয়ের সময় বিদ্যাসাগর কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তি ভাঙে বিজেপি সমর্থকরা, এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল। পালটা বিজেপি সমর্থকদের দাবি ছিল, তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে শা'র মিছিল ভঙ্গ করতেই এই কাণ্ড ঘটায়। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থে বিদ্যাসাগরকে ব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন বিদ্যাসাগরকে মনে পড়েনি কেন? বিদ্যাকে আলু-পিঁয়াজের মতো বিক্রি করে ফুটপাথে বসিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। দরকারে বিদ্যাসাগরকে মনে করে, আর দরকারমতো বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে।' অবশ্য মমতার হুঁশিয়ারি, 'বাংলা ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।'

পায়ে পড়ি বাঘ মামা... আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল।

উন্নয়নের তৎপরতা নবান্নে

কলকাতা, ২৯ জুলাই : আগামী বছরের এপ্রিল-মে'তে ভোট ধরে নিয়ে সরকারি কাজকর্মের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি দপ্তরগুলির হাতে মাত্র ১০ মাস মতো সময় আছে। তার মধ্যে দ্রুত উন্নয়নের কাজ শুরু করার পক্ষপাতী মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্ন সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনও আগামী এপ্রিল-মে'র মধ্যে ভোট করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) কাজ শুরু করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ২০২৬-এর এপ্রিল-মে মাস নাগাদ রাজ্যে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক এবং জয়েন্টের মতো বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচি কী আছে, তার খোঁজখবর নিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে কমিশনের বার্তা এসে পৌঁছেছে। এমনিতেই

এপ্রিল-মে'তে ভোট ধরে প্রস্তুতি

কমিশন সূত্রের খবর, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ভোট এগিয়ে আনার একটা পরিকল্পনা কমিশনের মাথায় থাকলেও এই ধরনের পরীক্ষাগুলি থাকার সম্ভাবনায় ফেব্রুয়ারিতে ভোট করা সম্ভব নয় বলে মনে করছে কমিশন। এখানে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দপ্তর সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এইসব পরীক্ষাসূচি নিয়ে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করা হয়েছে। স্বভাবতই নবান্নে কমিশনের এই সংবাদ প্রশাসনিক মহলে পৌঁছোনোর পরই তৎপরতা শুরু হয়েছে।

নবান্ন প্রশাসনের ধারণা, ভোট হয়তো এগিয়ে আসবে না। সম্ভবত এপ্রিল-মে নাগাদই রাজ্যে বিধানসভা ভোট হতে পারে। কমিশনের প্রাথমিক এই প্রস্তুতির খবরে রাজ্য সরকারও জেলায় জেলায় উন্নয়নের কাজ দ্রুত সেরে ফেলার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরকে ডিসেম্বরের মধ্যে উন্নয়নমূলক নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।কমিশন ভোটের দিন ঘোষণা করলে নতুন প্রকল্পের কাজ আর শুরু করা সম্ভব নয়। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় বিবিধ কাজ শেষ করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কত নাম বাদ যাবে, সুর নরম শুভেন্দু

নির্বাচন কমিশনের ঘরে বল ঠেলার কৌশল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া আর বাদ না দেওয়া নিয়ে হুংকার ছাড়ছে তৃণমূল ও বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কোনও নাম বাদ দিতে দেব না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা পড়বেই।'

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ১৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে এই অভিযোগ তুলে কমিশনে গিয়েছিল বিজেপি। তবে সম্প্রতি বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর-এ প্রায় ৫২ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়ার পরেই ফের সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, বিহারে যদি ৫০ লক্ষের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটি ২৫ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়বে। এরপরই বোলপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের উদ্দেশে তোপ দেগে বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কোনও নাম বাদ দিতে দেব না। নাম বাদ দিলে দামামা বাজিয়ে দেব।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে সরাসরি কমিশনকে হুঁশিয়ারি দেওয়া বলে দাবি করে তাঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছেন শুভেন্দু। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দুও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুনে রাখুন, নাম কাটা যাবে।' এরপরই কাদের নাম কাটা যাবে, তার ব্যাখ্যাও দেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, নাম কাটা যাবে রোহিঙ্গা মুসলিম, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটারদের। বিশেষভাবে অভিযোগ করেন আইপ্যাকের তৈরি ভুয়ো ভোটারদের নাম নিয়েও। তবে কত নাম কাটা পড়বে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে, সেই প্রসঙ্গ এদিন কার্যত এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'সংখ্যা সবটাই নির্বাচন কমিশন ফাইনাল করবে। এসআইআর কখন কীভাবে করবে, সেটা তারাই ঠিক করবে।'

শুভেন্দুর দাবি, ৮০টি বিধানসভা কেন্দ্রে গত ১০ বছরে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশ। ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ রয়েছে জয়নগর, কুলতলি, বারুইপুর (পূর্ব), বহরমপুর, উত্তর কাঁথি ও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার তালিকা নিয়ে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ময়না ও বারুইপুর (পূর্ব) বিধানসভার ইআরও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে কমিশন।

সঠিকভাবে খতিয়ে না দেখে ভোটার তালিকা থেকে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে যাতে নাম কাটা না হয়, তার জন্য প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিএলওদের সতর্ক করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাজের ওপর হস্তক্ষেপ বলে দাবি করেছে বিজেপি। এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন, সেটা সরাসরি বিএলওদের থ্রেট। অবিলম্বে বিএলওদের ব্যক্তিগত ও কাজের নিরাপত্তা কমিশন সুনিশ্চিত করতে না পারলে তাঁদের পক্ষে সঠিকভাবে কাজ করা সম্ভব হবে না।'

ভাতা স্থগিতে রাজ্য ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ২৯ জুলাই : চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য। ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য।

রাজ্যের বক্তব্য, চাকরিহারাদের সামাজিক মান ও জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই ভাতা দেওয়ার অধিকার রয়েছে রাজ্যের। সেই কারণেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা।

গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য ২৫ হাজার ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

তখনই ২০১৬ সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। আইনজীবী মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, সম্প্রতি এসএসসি মামলায় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে, এসএসসি নিজস্ব নিয়ম জারি করতে পারে। তাই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে রাজ্য। এখন দেখার এই ঘটনায় কী ফলাফল হয়। হাইকোর্টের রায় পুনর্বহাল থাকে কি না।

ভবানীপুর জেতার জন্য বিশেষ সমীক্ষা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরই কেন্দ্র ভবানীপুরে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই লক্ষ্যে ভবানীপুরের বুথ ভিত্তিক প্রকৃত অবস্থা কী তা জানতে আলাদা করে সমীক্ষা করিয়েছেন তিনি। সেই সমীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন শুভেন্দু।

নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে খুব স্বল্প ব্যবধানে হারার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে একাধিকবার শুভেন্দু বলেছেন, উনি নন্দীগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় বিধায়ক হয়েছেন। এবার ওঁকে ওঁর কেন্দ্রেই হারাব। আগামী বিধানসভা ভোটে শুভেন্দু অধিকারীকে সেই দায়িত্বই দিয়েছে পদ্ম শিবির। তারপরেই ভবানীপুরের বুথভিত্তিক প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আসল ধারণা পেতে সমীক্ষা করিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর সমীক্ষায় ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি ভাষা ও জাতিভিত্তিক বিষয়গুলিও রাখা হয়েছে।

সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ভবানীপুরের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোট রয়েছে কায়স্থ সমাজের। প্রায় ২৬.২ শতাংশ। এরপরেই মুসলিম ভোটার ২৪.৫ শতাংশ। সেই এছাড়া অবাঙালি হিন্দু যেমন মারোয়ারি ১০.৪ শতাংশ ও পূর্বাঞ্চলীয় ভোটার প্রায় ১৪.০ শতাংশ। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ভোট রয়েছে ৭.৬ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানের ওপর ভবানীপুরে জেতার কৌশল স্থির হবে।

জয়েন্টের ফল মামলা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : আগামী ৭ অগাস্টের মধ্যে রাজ্য ও রাজ্য জয়েন্ট এনট্রান্স বোর্ডের কাছে ফলাফল প্রকাশের তারিখ সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সুজয় পাল ও স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। এপ্রিল মাসে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত ফল প্রকাশ না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন অভিভাবক।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেলেও জয়েন্টের ফল প্রকাশ না হওয়ায় ভিন রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বেশিরভাগ পড়ুয়া। পড়ুয়াদের সমস্যা দূর করতেই এবার তৎপর আদালত। বিচারপতি স্মিতা দাস দে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনওভাবে অবহেলা করা

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব

চলবে না।রাজ্য জয়েন্ট এনট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বোর্ড ফলাফল প্রকাশের জন্য তৈরি। তবে তার আগে প্রয়োজন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপি ও সরকারি নির্দেশ।

জয়েন্ট এনট্রান্স বোর্ডকে রিপোর্ট দিয়ে ফল প্রকাশের দেরির কারণ জানাতে হবে বলেই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলায় অভিভাবকদের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, আইআইটি ও নিট সহ দেশের বাকি সব সরকারি ও বেসরকারি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল আগেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। সেখানে বাংলা শুধু পিছিয়ে নয়, ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও পরিশ্রম আজ প্রশ্নের মুখে। আদালতের নির্দেশ, রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৭৩ সংখ্যা, বুধবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২

মনে হিংসার আগুন

লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর আলোচনায় পাকিস্তান বিরোধী রাগ, ক্ষোভ ঠিকরে বেরোচ্ছিল। শাসকের সঙ্গে এই প্রশ্নে এক সুর তামাম বিরোধীপক্ষের। বরং সরকারপক্ষের চেয়ে বিরোধী আসনের স্বর অনেক চড়া মাত্রায় ছিল। সুযোগ পেয়েও পাকিস্তানকে চরম শাস্তি দেওয়া হল না অভিযোগে বিরোধীরা চেপে ধরার চেষ্টা করেছে শাসক শিবিরকে। বার্তাটা এমন যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের এমন মোক্ষম সুযোগ মাঝপথে যুদ্ধ থামিয়ে নষ্ট করেছে ভারত।

দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের অবিশ্বাসকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ঘৃণা। এই বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান অনেকখানি দায়ী সন্দেহ নেই। কাশ্মীরের কিয়দংশ দখলে রেখে, সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করে, মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীকে আর্থিক, সামরিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তান নিরন্তর ভারতের স্থিতিশীলতা নষ্টের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্র অনুযায়ী এই পাক প্রচেষ্টায় ভারতে ঘৃণা, বিদ্বেষ উসকে উঠেছে।

সেই ঘৃণায় কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছে পাকিস্তান ও মুসলমান। যা ধীরে ধীরে ভারতের জনমানসে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছে। তার একটি কারণ যদি হয় পাকিস্তানের ভারত বিরোধী অভিযান, তবে অন্য কারণটি হল এই সমস্যাটিকে ভোটের লাভালাভের অঙ্কে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যবহার। ফলে জাতীয়তাবাদী ভাবনা উগ্র চেহারায় বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রান্তে।

সমাজবিজ্ঞানে এই সমস্যাটির সন্ধান আছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আজ থেকে বহু বছর আগে, এমনকি স্বাধীনতার অনেক আগে ১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দেখিয়ে গিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী ভাবনা উগ্র চেহারা নিলে তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা কত জটিলভাবে জড়িয়ে যেতে পারে। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি ইংরেজি শব্দ 'ন্যাশনালিজম'-এর বৃহৎ পরিসরের কথা বলতে চেয়েছেন বারবার। বোঝাতে চেয়েছেন ন্যাশনালিজমের মানবিক দিক আছে। সেই মানবিক পরিসর লুপ্ত হলে জাতীয়তাবাদী ভাবনা অন্ধ ও কুৎসিত হয়ে ওঠে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সেই যুক্তির যথার্থতা আরও বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে। পহলগামের নারকীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতে পাক-বিদ্বেষ উসকে ওঠার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। দেশাত্মবোধ যে কোনও মানুষের স্বাভাবিক চেতনা। এরকম সময়ে তা আরও জোরালো হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ভাবনার জন্ম দেওয়ার পিছনে থাকে রাজনৈতিক দলগুলির ভোটমুখী অঙ্কের সংকীর্ণ স্বার্থ।

সেই স্বার্থের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দেশপ্রেম, মানবতার সম্পর্ক অনেক সময় থাকে না। কিন্তু এমন এক ধরনের বাতাবরণ তৈরি করে ওই স্বার্থগুলি যা মানুষের মনকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে। গত প্রায় তিন শতাব্দীর ইতিহাস সেই স্বার্থবাহী প্রবণতার সাক্ষী। উগ্রপন্থা বিরোধী স্বাভাবিক মানসিকতাকে পথভ্রষ্ট করে তোলার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকে কিছু শক্তি। বুঝে বা না বুঝে সেই শক্তির ফাঁদ মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

ফলস্বরূপ, মানুষের দেশাত্মবোধের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। যা আপাতভাবে সবসময় বোঝা যায় না। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় সেনার গর্ব কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে এদেশের একটি রাজ্যের মন্ত্রীর 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' সম্বোধন সেই বিষময় মানসিকতার প্রতিফলন। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল ভারত সরকার। কিন্তু কুৎসিত শব্দে সমাজমাধ্যমে রাগ, ক্ষোভ আছড়ে পড়ল বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি ও তাঁর পরিবারের ওপর।

সেদিক থেকে ভাবলে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে পাকিস্তান সফল। পহলগামে বেছে বেছে হিন্দু নিধন সেই ফর্মুলার অনুসারী। কিন্তু সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে সেই বিষ দেশের মাটিতে দাঙ্গার জন্ম দেয়। ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সহাবস্থান, সমন্বয়ের স্বাভাবিক নীতিকে বিনষ্ট করে। মানবিক সম্পর্কের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যা এখন দেশ প্রত্যক্ষ করে চলেছে। হিংসার আগুন আমাদের উত্তপ্ত রাখছে সবসময়।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

আমরা ভাগ্যিস এখন আলোচনা শুরু করলাম, তাই জঙ্গিরা ধরা পড়ল। দু'মাস আগে করলে আরও আগে ধরা পড়ত। কাহিনী ভালো বোনা হয়েছিল। কিন্তু সর্ষের তেলের বদলে কেরোসিন তেলে পকোড়া ভাজা হয়েছে। ইটের জবাব ইটে দেওয়া হয়েছে। ভারতবাসী চেয়েছিল ইটের জবাব পাথরে দেওয়া হোক। - সায়নী ঘোষ

ভাইরাল

খিদে পেয়েছে। এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে এক হনুমান। রামভক্ত স্বয়ং নিজেই বসে পড়ে খাওয়ার টেবিলে। ভক্তিভরে প্লেটভর্তি খাবার হনুমানের সামনে রাখলেন কর্মীরা। মন দিয়ে প্রাতরাশ সারল 'হনুমানজি'। রেস্তোরাঁয় হনুমানের আগমন ভাইরাল।

আজ

১৮৮২

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম আজকের দিনে।

২০০৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিক্ষাবিদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সোজা-সাপটা

স্নো, ক্রিম, পাউডার, সেন্ট প্রভৃতি প্রসাধনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল, হয়তো রমণীবল্লভ হওয়ার বাসনাই অঙ্গসজ্জায় দিত প্রণোদনা। এমন অভিযোগেও জর্জরিত হতে হয়েছে বাংলার প্রাণের কবিকে।

খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত

বাঁধন সেনগুপ্ত

নজরুলকে নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয়েছিল গত শতকে ষাটের দশকের শেষ দিকে। তারপর থেকে এই দুই বাংলায় নজরুলকে নিয়ে বহুমুখী গবেষণা হয়েছে এবং এখনও তা হচ্ছে। এমনকি রাশিয়া, চিন, ভিয়েতনাম, জাপানেও কবিকে নিয়ে চর্চা ও গবেষণা হয়েছে। কবিকে নিয়ে দুই বাংলায় বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে কলকাতায় ও ঢাকায়। স্বাধীন বাংলাদেশ জীবনের শেষ পর্বে কবিকে দান করেছিল রাষ্ট্রীয় সম্মান ও সম্মানসুলভ নাগরিকত্ব। একমাত্র তাঁর গানই এদেশে সমর শিক্ষার্থীদের অন্যতম কুচকাওয়াজের গান হিসাবে স্বাধীন ভারতে স্বীকৃত। মোটামুটিভাবে কবির লেখা প্রাপ্ত গানের সংখ্যা সওয়া তিন হাজার মতো। এর বাইরে আরও গান হয়তো আছে। কিন্তু তা জনসমক্ষে এখনও পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে রেকর্ডে বিধৃত গান পৌনে দু'হাজারের কাছাকাছি। নজরুল সংগীত বিষয়ক গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুর জানিয়েছিলেন, রেকর্ডে বাণীবদ্ধ নজরুলের গানের সংখ্যা ১৬৪৮। সেইসঙ্গে নজরুল রচিত গানের মোট সংখ্যা তাঁর মতে ২৭১৫।

এখনও বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের মতোই নজরুলের জন্মদিন বা প্রয়াণ তিথি দেশের সর্বত্র নিয়মিত পালন বা স্মরণ করেন দুই বাংলার অসংখ্য মানুষ। এখনও আবৃত্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরই অন্যতম অবলম্বন নজরুলের কবিতা বা রচনা। সংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কিন্তু এতকাল বাদেও কেন কবি নজরুল কোটি কোটি মানুষের অন্তরে আজও শ্রদ্ধার আসনে অটল? তার কারণ অনেকগুলি।

প্রথমত, নজরুলই এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা, ন্যায়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। দ্বিতীয়ত, এই দেশে তিনিই প্রথম কবি যিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার জানিয়ে এর বিরুদ্ধে মনেপ্রাণে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অন্যতম রূপকার যিনি ইংরেজ আমলে সর্বপ্রথম এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং জেলে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ৩৯ দিন অনশন করেছিলেন। চতুর্থত, তাঁর রচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধ ছিল পরাধীন জাতির কাছে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের বিদ্যুৎ ছোঁয়া স্বরলিপি। পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, বারীন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বা চিত্তরঞ্জন দাশ সহ সমস্ত সুধীজনের প্রশংসা ও স্নেহধন্য এই কবি ছিলেন বাংলার আপামর মানুষের ভালোবাসার জন। ষষ্ঠত, নজরুল শুধু গানের সংখ্যার দিক থেকেই প্রধান তা নয়, তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা বিভিন্ন রাগরাগিণী তথা ভক্তি রসাশ্রিত গান আজও বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সপ্তমত, নজরুলের ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও সাফল্য বাঙালির জীবনবোধের পরিচিত চিত্রলিপির বাস্তব প্রতিভাস। অষ্টমত, জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান আজও সর্বোচ্চ। নবমত, তিনি মানবতার পূজারি যিনি বিদ্রোহী এবং প্রেমিক। দশমত, তিনিই বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকক্ষেত্রে ও গণজীবনে প্রথম গণচেতনার কবি।

অথচ ছোটবেলা থেকেই নজরুলের জীবনে প্রতি পদে লাঞ্ছনাই ছিল নিত্যসঙ্গী। কাজী পরিবারের মানুষ হয়েও অল্পবয়সে পিতৃহীন বালক নজরুল পেটের দায়ে কি না করেছেন সে বয়সে। বাধ্য হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন লেটোর দলে। তার জন্যে কত না অপমান আর অবহেলা। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে পরে একবার একটি চিঠিতে দুঃখ করে কবি লিখেছিলেন, 'চুরুলিয়ার লেটোর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে!' একদা বাধ্য হয়েই কবিকে বালক বয়সে রেলগার্ডের বাসায় বাবুর্চির কাজ, চা ও রুটির দোকানের কাজ করেও পেট চালাতে হয়েছে। অথচ কয়েক দশক ধরে কবির মূল্যায়ন চলছে।

কবি কাজী নজরুল স্বভাবে ছিলেন আজীবন কিঞ্চিৎ অস্থির, কিঞ্চিৎ চঞ্চল। কিন্তু প্রতিভার এই বরপুত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছিলেন আজীবন গভীর নিমগ্ন এক স্রষ্টা। অস্থিরতা তাঁর বৈচিত্র্য ভাবনার সহচর। আর চাঞ্চল্য তাঁর অদমিত প্রাণশক্তির প্রকাশ।

ব্যক্তিজীবনে নিরন্তর অবস্থানক্ষেত্রে পরিবর্তন সেই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের পরিচয় বহন করে। অনেকে তাঁকে বলতেন– বাসাবদলের কবি। বস্তুত, কৈশোরে পিতৃবিয়োগের পর থেকেই স্থান থেকে স্থানান্তরে নজরুলের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। কখনও শিক্ষালাভের আশায়, কখনও জীবনধারণের বেপরোয়া চাপে সেই অস্থির কিশোরের ছুটে বেড়ানোর প্রবণতা কারও নজর এড়ায় না। ১৯০৮ সালে পিতা কাজী ফকির আহমদের প্রয়াণের সময়ে নজরুলের বয়স আট বছর দশ মাস। এরপর বছরখানেক কবি জন্মভূমি চুরুলিয়ায় গ্রামের মক্তবে পড়াবার কাজ ও মসজিদে ইমামদারির কাজ অর্থের আশায় করেছিলেন। বছর দশেক হতেই তাই যোগ দিয়েছিলেন কবি বাসুদেবের লেটোর দলে গায়ক, রচয়িতা (পালা) ও অভিনেতা হিসেবে।

তখন থেকেই শুরু হয় শিল্পীর বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা। লেটোগায়ক হিসেবে কখনও পরে ওস্তাদ গোদা, মপু মিয়াঁ (চুরুলিয়া) দলে যোগ দিয়ে সফর করেছেন তিনি সেকালের বিস্তৃত লেটো সাম্রাজ্য রাখাকুড়িয়া, খুশনগর ও খোটাডিহি অঞ্চলে। তখন থেকেই সেই বালক প্রতিভার অনিশ্চিত জীবনযাত্রার শুরু। অবশ্য লেখাপড়ায় কৃতী কিশোর নজরুল এরই ফাঁকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানায় নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে (মাথরুণ হাইস্কুল) ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিছুকাল পরে আর্থিক কারণে স্কুলত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন এই কবি। সেখানে শিক্ষক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে।

১৯১২ সালে পেটের তাগিদে কবি বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানার খ্রিস্টান গার্ডের প্রসাদপুর বাংলোয় চাকরি নিতে বাধ্য হন। গার্ডের খাবার তিনি নিয়মিত স্টেশনে গিয়ে পৌঁছে দিতেন। গার্ডের স্ত্রী অরুণা ঘোষ। কিশোর নজরুলকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। বাড়িতে ছিল চমৎকার একটি বিদেশি যন্ত্র পিয়ানো। নজরুল তা বাজানো ও শেখবার লোভে মাতাল গার্ডের অত্যাচার সহ্য করতেন। মত্ত অবস্থায় নজরুলের গান শুনতেন গার্ড শৈলেন ঘোষ। কিন্তু গার্ড তাঁকে ষড়যন্ত্র করে একটি খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার ফাঁদ পাততে চলেছেন জেনে স্নেহময়ী অরুণার পরামর্শে নজরুল সেখান থেকে বাধ্য হয়েই পালিয়ে আসেন। রানিগঞ্জে এসে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হন আসানসোলে। সেখানে মোতালেব বক্সের (অর্থাৎ এমএ বক্স) এমএ বক্স বেকারিতে চাকরি পান। গ্রাম থেকে ভোররাতে নজরুল রুটি ও বিস্কুট বয়ে আনতেন বলে অনেকের বিশ্বাস। টাটকা রুটি ও বিস্কুটগুলো দ্রুত সাজিয়ে রাখতে হত সেই কিশোর কবিকে। অবসর সময়ে আপনমনে দোকানে বসে বসে কবি গান গাইতেন। দেওয়ালে আশপাশে কখনও তা লিখেও রাখতেন। সেখানে কাছাকাছি থাকতেন দোতলায় ভাড়াটিয়া পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর কাজী রফিজুল্লাহ। তিনি নজরুলের গান শুনতেন বাড়িতে ফিরে এসে। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই নজরুলকে এনে তিনি তাঁর পরিবারে স্থান দেন। বালক নজরুলের পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে তিনি ১৯১৪ সালে পনেরো বছরের কবিকে নিয়ে স্বেচ্ছায় ময়মনসিংহ জেলায় নিজের গ্রামে এনে দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। আগে রুটির দোকানে মাইনে পেতেন তিন টাকা। রফিজুল্লাহ সেখান থেকে এনে ফাইফরমাশ করবার জন্যে দিতেন মাসে পাঁচ টাকা। অবশেষে নজরুলকে এনে স্নেহপ্রবণ রফিজুল্লাহ দেশের বাড়িতে স্থান দিয়ে কবির লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯১৪ সালে কবিকে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করেন তিনি। পরের বছর (১৯১৫) ক্লাসে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে কবি অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সে বছর জানুয়ারি মাসে নীরবে কাউকে কিছু না জানিয়ে অজ্ঞাত অভিমানে ময়মনসিংহ ছেড়ে নজরুল বর্ধমানে ফিরে আসেন। এরপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অগাধ জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেকথার শেষ নেই।

সে যাই হোক, প্রায় হাজারখানেক গ্রন্থে নজরুলের নানামুখী আলোচনায় মূলত কবির প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রতি গত কয়েক দশক ধরে শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হয়ে এসেছে। কিন্তু অন্যদিকে কবির শতবর্ষের প্রাক্কালে কবির মূল্যায়ন হয়েছে বিভিন্নভাবে। নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেটাই হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কুরুচিপূর্ণ আলোচনা করতেও সমালোচকদের বাধেনি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাদা ঘাঁটতে ছাড়েননি। এমনকি বলা হয়েছিল, নজরুল ইসলাম দৈহিক রূপচর্চায় আসক্ত ছিলেন। স্নো, ক্রিম, পাউডার, সেন্ট প্রভৃতি প্রসাধনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল, হয়তো রমণীবল্লভ হওয়ার বাসনাই অঙ্গসজ্জায় দিত প্রণোদনা। হ্যাঁ, এমন সব হাজারো কথাও উঠে এসেছিল শতবর্ষের প্রাক্কালে।

একটি কথা উল্লেখ্য, নজরুলের সমকালীন জনমানসের অস্থিরতা বা অতৃপ্তি নজরুলের ওপর প্রভাব ফেলবে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাসিদ্ধ নিয়মে সিদ্ধিলক্ষ্যে আন্দোলনের মনমেজাজ বা যোগ্যতা কি একান্তই জরুরি? প্রথাসিদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়েও শেলি, র‍্যাঁবো- এঁরা পরিবর্তনের জয়ধ্বনি দিয়ে কি ব্যর্থ হয়েছিলেন? আধুনিক মননশীলতার গৌরব তাঁর প্রাপ্য হল না বলে লেখক দুঃখ করেছেন। আধুনিক মননশীলদের রচনা জনসংযোগ হারালে তার স্থান হয় স্কুলপাঠ্যে বা অ্যাকাডেমিক আলোচনার বৈঠকখানায়। তার আয়ুমাত্র জীবিতাবস্থায়ই তখন কয়েক বছর থাকে। কল্লোল থেকে কালিকলম, প্রবাসী থেকে বিচিত্রা অথবা সবুজপত্র থেকে ভারতবর্ষের গন্ডা গন্ডা মননশীল কবির ঠিকানা এখন সময়ের ভারে কীটদষ্ট হয়ে আছে। অথচ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল নির্বাক ও প্রয়াণের কুড়ি বছর পরেও লেখকের ব্যাখ্যানুযায়ী আধুনিক কবির গৌরব থেকে বঞ্চিত কবির এখনও প্রধান পরিচয় আধুনিক মানসের অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী, মানবপ্রেমের তথা আন্তর্জাতিকতার অন্যতম প্রচারক হিসাবে।

কেন আজও সংকটের মুহূর্তে দুই বাংলায় অসহায়, আক্রান্ত মানুষ সংহতির প্রশ্নে খুঁজে বেড়ায় নজরুলের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিষয়ক সেইসব মহার্ঘ প্রবন্ধ বা গদ্য রচনাগুলি?

এর কোনও বিপক্ষ উত্তর আছে কি!

জনমন জনমত

স্যানিটারি ন্যাপকিনের দাম বাড়ায় সমস্যা

নারীদের ঋতুচক্র নিয়ে বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার প্রচার ও প্রসার চলছে। এই স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়াটি যে নারীর লজ্জার ব্যাপার না এবং সেই সমস্যাগুলি লুকিয়ে রাখার দরকার নেই, সেটা নিয়ে বর্তমানে প্রায় সব মানুষ একমত। কিন্তু যে দিকটি প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো, সেটা হল স্যানিটারি ন্যাপকিনের দাম ও মান। একেকটা প্যাকেটের দাম যা, তাতে প্রতি মাসে নিম্নবিত্ত মা এবং মেয়েদের পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে সমস্যা হওয়ার কথা। অনেকেই সস্তা ও নিম্নমানের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হচ্ছেন। যার দীর্ঘকালীন পরিণতি জরায়ু মুখের ক্যানসার এবং বিভিন্ন স্ত্রীরোগ।

আমাদের দেশে নারীদের জন্য নানা প্রকল্প চালু আছে, যেখানে নারীকল্যাণ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তাহলে কেন মেয়েদের এই প্রাথমিক প্রয়োজনটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে না? নিজে মেয়ে হয়ে, একটি মেয়ের মা এবং শতশত ছাত্রীর শিক্ষিকা হয়ে বছরের পর বছর ঋতুমতী মেয়েদের ওই দিনগুলি স্কুলে না আসা সহ শারীরিক অস্বস্তির সাক্ষী হচ্ছি। বিবিধ সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল কেন এরকম কোনও পদক্ষেপ করতে সরকারকে বলছে না, যেখানে উন্নত গুণমানের স্যানিটারি ন্যাপকিন নারীরা যৎসামান্য মূল্যে পেতে পারে। সুস্থ ও সুরক্ষিত নারীই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা আশু প্রয়োজন।

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি।

সুপ্রকাশের মৃত্যু খবরে ঠাঁই পেল না

বাংলা আধুনিক বেসিক গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম মাইলফলক হয়ে থাকবে 'এ দিন আমার চিরদিন জানি থাকবে না...' গানটি। এই গানের কণ্ঠশিল্পী সুপ্রকাশ চাকি ২৭ জুলাই নিঃশব্দে চলে গেলেন। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যখন বাঙালিদের 'বাঙালিত্ব' নিয়ে একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা চিলচিৎকারে সোচ্চার, তখন সেই মিডিয়ায় স্বর্ণযুগের এমন একজন বাঙালি, অমায়িক, দরিদ কণ্ঠশিল্পীর প্রয়াণে 'বাঙালির জাগরণ'-এর এই উদাসীনতা, মৌনতায় আহত, ব্যথিত হতেই হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিউজ চ্যানেলগুলোতে সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের কণ্ঠে অনুচ্চারিতই থেকে গেল। তবুও ভালো লাগল, এখনকার এক বিশিষ্ট শিল্পীকে সমাজমাধ্যমে শোক জ্ঞাপন করতে দেখে।

আকাশবাণী কলকাতা ও দূরদর্শনের দীর্ঘদিনের শিল্পী সুপ্রকাশ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাণীচক্রে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর গানের দীর্ঘ তালিকা বাংলা কথাসাহিত্য এবং মেলোডি সুরের সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ। তাঁর দরিদ, সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে চিরকালীন হয়ে থাকবে সেইসব গান।

শেষ জীবনে চরম আর্থিক কষ্টে থাকা প্রচারবিমুখ এই শিল্পী যেন আড়ালেই থেকে গেলেন, অথচ বাংলা স্বর্ণযুগের বেসিক গানের তালিকায় তাঁর একাধিক গান নিঃসন্দেহে থেকে যাবে। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে উপযুক্ত গুণীরাও কখনো-কখনো ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ব্রাত্য থেকে যান। সুপ্রকাশ চাকির মতো গুণী শিল্পীরা দুর্ভাগ্যবশত কখনো-কখনো সেই ট্র্যাজেডির বাহক হয়ে যান।

তবুও তাঁর সুরেলা, দরদি কণ্ঠের অনুরণনে মুগ্ধ অসংখ্য শ্রোতার হৃদয়ে তিনি থেকে যাবেন চিরকাল। তাঁর আরেকটি জনপ্রিয় গান– 'শুধু বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি...' বর্ষার মতোই ভিজিয়ে রাখবে তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী শ্রোতাদের হৃদয়। প্রয়াত শিল্পীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গৌতমেন্দু নন্দী
নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পারফরমেন্সই শেষকথা

ভারত-ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ ড্র হলেও, তা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে এক মানসিক জয়। 'সুন্দর' সুন্দরভাবে ট্রোলিংয়ের জবাব দিয়ে দিলেন। ভারতীয় ব্যাটাররা চতুর্থ ইনিংসে যেভাবে সময়ের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের আক্রমণকে সামলে নিলেন, তা প্রশংসনীয়। ধৈর্য, দৃঢ়তা আর মানসিক স্থিরতা- এই তিন অস্ত্র দিয়েই তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, মাঠে পারফরমেন্সই শেষ কথা।

রবীন্দ্র জাদেজা পুরো সিরিজে ব্যাট হাতে জাদু দেখিয়েছেন। এই টেস্টে সুন্দরের সঙ্গে পাহাড়সমান পার্টনারশিপ করে ভারতকে স্থিতি এনে দেন, যা শেষপর্যন্ত ম্যাচ বাঁচানোর ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

সব মিলিয়ে এই ড্র শুধু এক ম্যাচ রক্ষা নয়, বরং একটি বার্তা- এই ভারতীয় দল লড়াই করতে জানে, অপেক্ষা করতে জানে আর সবচেয়ে বড় কথা, যতই 'ট্রোল' হোক না কেন, উত্তর তারা দেয় নিজের কাজ দিয়ে। পঞ্চম টেস্ট নিঃসন্দেহে উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। শেষপর্যন্ত শেষ টেস্ট জয় করে সিরিজ ড্র করলেও ভারতই এগিয়ে থাকবে।

রাহুল দাস,
তুফানগঞ্জ।

স্টুডেন্ট ভাড়ায় হয়রানি

বাড়ি থেকে স্কুল বা কলেজ যাতায়াতের পথে বাসে স্টুডেন্ট ভাড়া নিয়ে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে অধিকাংশ পড়ুয়াকে। আমি গৌড় কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কলেজে নিয়মিত আসা-যাওয়ার জন্য ভরসা বেসরকারি বাস। অধিকাংশ সময় বাসগুলিতে 'স্টুডেন্ট ভাড়া' নিতে অস্বীকার করছে। কখনও স্টুডেন্ট শুনলে বাসে তুলতেই চায় না। যদিও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বৈধ স্টুডেন্ট আইডি থাকলে অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করার কথা। বাস্তবে অধিকাংশ বেসরকারি বাস এই নিয়ম মানছে না। বরং ভাড়া নিয়ে অনেক সময় আমাদের ঝামেলার শিকার হতে হচ্ছে।

স্টুডেন্ট ভাড়া দিতে গেলে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আইডি কার্ড দেখানো সত্ত্বেও। আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেলে, স্টুডেন্ট ভাড়া না নিয়ে সম্পূর্ণ ভাড়া চেয়ে বসে। মালদা থেকে হবিবপুর এবং মালদা থেকে গাজোলের রুটে পড়ুয়াদের বেশি এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক সময় আমরা সম্পূর্ণ ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করছি। প্রায় নিয়মিত এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রশাসন এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করলে আমরা উপকৃত হব।

তুলিকা কুণ্ডু
বুলবুলচণ্ডী, মালদা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২০৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। শহরে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বিধানে কাজ করে এমন স্বশাসিত সংস্থা ৫। আনন্দ, উল্লাস ৬। পুরাণে কথিত দুই মুনিপুত্র সুপ্রতীক ও বিভাবসু, দুই স্থূলকায় ব্যক্তি ৮। খাঁটি, অকৃত্রিম, সত্য ৯। ছিদ্র, সুড়ঙ্গ, বড় জলাশয়, বাওড় ১১। বানানের নিয়ম ১৩। অহংকারী, গর্বী ১৪। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত বনদেবী

উপর-নীচ : ১। ঘোষণা বা প্রচার ২। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। পদ্ম ৪। গানের সুরভাজা ৬। অসাবধানতার জন্য ক্ষতি ৭। তরবারির আঘাতে হত্যা ৮। ঠিকানা, বাসস্থান ৯। ব্যবস্থা, প্রণালি, ঈশ্বর ১০। চাঁদের আলো ১১। কেনাবেচার জায়গা ১২। জনহীন, নির্জন ১৩। স্বত্ব, অধিকার, চাহিদা।

সমাধান ■ ৪২০৪

পাশাপাশি : ১। চতুর্দোলা ৩। আজব ৫। করতলগত ৬। মদত ৭। সন্ততি ৯। কায়দাকানুন ১২। নবাব ১৩। খানদান।
উপর-নীচ : ১। চমচম ২। লাচার ৩। আলাল ৪। বরাত ৫। কত ৭। সন ৮। তিরোধান ৯। কামান ১০। দানব ১১। নুসখা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনিয়ম দেখলেই সুপ্রিম হস্তক্ষেপ

নির্বাচন কমিশনকে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এ যদি ব্যাপকভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে হস্তক্ষেপ করবে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনকে এভাবেই সতর্ক করল বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। আইনের আওতায় থেকেই তাদের কাজ করতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ ও ১৩ অগাস্ট।

এদিন মামলাকারীদের তরফে আদালতে হাজির ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল এবং আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। এসআইআরের খসড়া তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। আইনজীবীদের দাবি, খসড়া তালিকা থেকে বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। ওই ভোটারদের বড় অংশ ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান সিবাল ও ভূষণ। তাঁরা জানান, ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- ব্যাপকভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হলে হস্তক্ষেপ করবে সুপ্রিম কোর্ট
- নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
- আইনের আওতায় তাদের কাজ করতে হবে

দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিশন বলছে, যাঁরা মারা গিয়েছেন বা ঠিকানা বদল করেছেন, তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে। কমিশনের এই দাবি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা। তখন দুই বিচারপতির বেঞ্চ কপিল সিবাল এবং প্রশান্ত ভূষণকে বলেছে, 'আপনারা এমন ১৫ জনকে আদালতে হাজির করুন যাঁরা কোনও বৈধ কারণ ছাড়া কমিশনের ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে।' সেক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতিরা।

তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, 'যে মুহূর্তে ওরা (নির্বাচন কমিশন) জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি থেকে সরবে, আদালত হস্তক্ষেপ করবে।' সোমবার জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্টের মতো ১১টি নথির সঙ্গে আধার এবং ভোটার কার্ডকেও বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) গ্রহণযোগ্য নথি হিসাবে বিবেচনা করতে নির্বাচন কমিশনে পরামর্শ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রশ্ন তোলেন, 'বিশ্বের যে কোনও নথিই তো জাল হতে পারে। তাহলে ভোটার কার্ড, আধার বা র‌্যাশন কার্ড গ্রহণ করবেন না কেন?' যদিও এসআইআরের খসড়া তালিকায় স্থগিতাদেশ জারি করেনি আদালত।

ক্যানসার সারাতে 'ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিন'

আশার আলো ফ্লোরিডার বিজ্ঞানীদের গবেষণায়

গেইনসভিল (ফ্লোরিডা), ২৯ জুলাই : নানা ধরনের ক্যানসার নির্ণয় ও রোগ সারানোর নানা ওষুধ ও থেরাপি ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সব ধরনের ক্যানসার এক ওষুধে সারানোর মতো ব্যাপার এখনও তাঁদের অধরা। ক্যানসারের মতো একটা ভয়ংকর অসুখকে একেবারে গোড়া থেকে সারিয়ে ফেলার স্বপ্ন অনেকদিন ধরেই দেখছে বিজ্ঞান। সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়ার খবর মিলল সাম্প্রতিক এক গবেষণায়।

গত ১৮ জুলাই 'নেচার বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং' জার্নালে একটি খবর বেরিয়েছে, যা রীতিমতো হইচই ফেলে দেওয়ার মতো। ভাবুন তো, শুধু একটা এমআরএনএ ভ্যাকসিন দিয়েই ফুসফুস, লিভার, ব্রেন, কিডনি, প্যানক্রিয়াস--অর্থাৎ যত কঠিন টিউমার-ভিত্তিক ক্যানসার আছে, সব নাকি পুরো ঠিক হয়ে যাবে! শুনে অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? এটাই হল সেই বহু প্রতীক্ষিত 'ইউনিভার্সাল ক্যানসার ভ্যাকসিন'!

মান্না দের সেই গানটার কথা মনে আছে তো--'ঝড়ের দিগন্ত থেকে স্বপ্ন ছড়ানো'! সত্যিই যেন তেমনই কিছু একটা হতে চলেছে। ড. ইলিয়াস সায়োর-এর নেতৃত্বে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন।

এমআরএনএ ভ্যাকসিন দিয়ে ক্যানসারের চিকিৎসা নতুন নয়। এতদিন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতেন ক্যানসার কোষের গায়ে থাকা এমন একটা প্রোটিন খুঁজে বের করতে, যেটা শুধু ক্যানসার কোষেই থাকে, ভালো কোষে থাকে না। তারপর সেই প্রোটিনকে নিশানা করে শরীরের টি-সেল নামের সৈনিক কোষগুলিকে লেলিয়ে দেওয়া হত ক্যানসার কোষ ধ্বংস করার জন্য। রক্তের ক্যানসার চিকিৎসায় এই পদ্ধতি বেশ সফল। কিন্তু অন্য ক্যানসারগুলির ক্ষেত্রে এটি তেমন কাজে আসছিল না। কারণ, ক্যানসার কোষগুলি একেকটা একেকরকম, খুব চালাক!

তবে ড. সায়োর-এর দল একেবারেই অন্যরকমভাবে ভেবেছেন। তাঁরা দেখলেন, ক্যানসার কোষের নির্দিষ্ট প্রোটিনকে নিশানা করার দরকার নেই। আসলে সব ক্যানসার কোষই নিজেদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হাত থেকে লুকোনোর জন্য একটা সাধারণ কৌশল ব্যবহার করে। তারা পিডি-এল১ নামের একটি প্রোটিনকে

লুকিয়ে রাখে, যাতে আমাদের শরীরের সৈনিক কোষগুলি তাদের দেখতে না পায়।

এই নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, যদি এমআরএনএ ভ্যাকসিনের সঙ্গে পিডি-১ ইনহিবিটর নামের একটা প্রচলিত ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ক্যানসার কোষগুলি আর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে না।

এই 'ইউনিভার্সাল এমআরএনএ ভ্যাকসিন' দুটি উপায়ে কাজ করে। প্রথম, বিপদসংকেত পাঠানো। এটি শরীরে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে, যাকে বলে 'টাইপ ১ ইন্টারফেরন রেসপন্স'। এটি ক্যানসার কোষের জন্য একটা বিপদসংকেত, যার আওয়াজে আমাদের শরীরের ঘুমন্ত সৈনিক কোষগুলি জেগে ওঠে। আর জেগে উঠেই তারা খুঁজতে শুরু করে পিডি-এল১-এর পতাকা লাগানো ক্যানসার কোষগুলিকে।

দ্বিতীয়ত, লুকোনো পতাকাকে স্পষ্ট করে তোলা। এই ভ্যাকসিন ক্যানসার কোষের গায়ে পিডি-এল১-এর সংখ্যাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। অথচ এই পিডি-এল১-কেই ক্যানসার কোষ লুকিয়ে রাখতে চায়! ফলে ক্যানসার কোষের লুকিয়ে থাকার চালাকিটা ধরা পড়ে যায়, আর আমাদের সৈনিক কোষগুলি সহজেই তাদের খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে পারে।

ফ্লোরিডার বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রমাণ করে দিল, ক্যানসার কোষের এই চালাকিটাকে রুখে দেওয়া অসম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই একই এমআরএনএ ভ্যাকসিন নাকি সব ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারে!

ইতিমধ্যে মানুষের ব্রেন টিউমারের ওপর ছোট আকারের একটি পরীক্ষায় এই পদ্ধতির সাফল্য দেখা গিয়েছে। যদি এই গবেষণা অন্যান্য ক্যানসারের ওপর মানুষের শরীরে পরীক্ষা করে সফল হয়, তাহলে 'ইউনিভার্সাল ক্যানসার ভ্যাকসিন' কথাটা আর শুধু স্বপ্ন থাকবে না, খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে পরিণত হবে।

গবেষক ডুয়েইন মিশেলের কথায়, 'একটি সাধারণ প্রতিষেধক যদি রোগীর নিজের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে ক্যানসারের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে সেটা এককথায় বিপ্লবী আবিষ্কার হবে।'

এই গবেষণার পর এখন মানবদেহে নতুন ভ্যাকসিনের পরীক্ষা দ্রুত শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

রক্ষাবন্ধনের বাজারে এবার পসরা অপারেশন সিঁদুর স্মরণে ঘুড়ি। জম্মুতে মঙ্গলবার।

অনাথ শিশুদের লেখাপড়ার দায়িত্ব রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে শাসক-বিরোধী চাপানউতোরের মধ্যেই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। অপারেশন সিঁদুরের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ পাক গোলায় সবাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বহু শিশু তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছিল। পাক গোলায় অনাথ পুঞ্চের ওই ২২ জন শিশুর লেখাপড়ার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন রাহুল। জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কারা এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি এও জানিয়েছেন, বুধবার ওই অনাথ শিশুদের পড়াশোনার প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'ওই শিশুরা যতদিন না স্নাতক হচ্ছে, ততদিন তাদের আর্থিক সাহায্য করা হবে।' মে মাসে অপারেশন সিঁদুরের পর পুঞ্চে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। সেইসময় অনাথ শিশুদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন তিনি। পুঞ্চে পাক গোলায় ১৩ জন নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

ফের হাসিনাকে নিশানা ঢাকার

ঢাকা, ২৯ জুলাই : 'শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসররা যে অপরাধ বাংলাদেশে করেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও এত জঘন্য অপরাধ করেনি।' চাঞ্চল্যকর দাবি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। মঙ্গলবার ঢাকায় জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা, আহতদের গুলি করে মারা, নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলা... অবশ্যই হয়েছে, ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ওটা তো অন্য দেশের বাহিনী ছিল। আমরা তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলাম।' পাকসেনার হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে আইন উপদেষ্টার মন্তব্য, '১৯৭১ সালে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেছে, এরকম কোনও ফুটেজ আমি দেখিনি। ১৯৭১ সালে একজন গুলি খেয়েছেন, তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বন্ধু, সেই অবস্থায় তাঁকে গুলি করেছে। কোনও মুক্তিযোদ্ধার এমন বর্ণনা আমি পড়িনি বা ফুটেজ দেখিনি। অন্যরকম নৃশংসতা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এরকম নৃশংসতা করেনি।'

সংখ্যালঘু ও মহিলাদের ওপর হামলার একের পর এক ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে ইসলামি শাসন জারির দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আশিফ নজরুলের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা বাংলাদেশে নতুন নয়। ৫ অগাস্টের পর থেকে এই উদ্যোগ ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। একই সঙ্গে '৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যা, ধর্ষণে দায়ী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের একাংশ যে মৌলবাদীদের সেই কৌশলের শরিক, আইন উপদেষ্টার মন্তব্য থেকে সেটা স্পষ্ট।

কটাক্ষ, রসিকতায় মাতালেন সায়নী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সংসদে প্রথম ভাষণ শুরু করলেন বিশুদ্ধ বাংলায়। মাঝেমধ্যে বললেন ইংরেজি ও হিন্দিতেও। বাংলায় ছড়া কাটলেন, আওড়ালেন উর্দু শায়েরিও। আবেগপ্রবণ হয়ে কখনও তাঁর গলা উঠল, কখনও নামল খাদে। কেন্দ্রীয় নানা প্রকল্প থেকে শুরু করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিদেশনীতি, সন্ত্রাস ও অপারেশন সিঁদুর থেকে শেষে রাজধানী সহ দেশের নানা এলাকায় বাংলাভাষী মানুষের নির্যাতন, বহু প্রসঙ্গ উঠে এল তাঁর বক্তৃতায়। পহলগাম কাণ্ড নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এভাবেই মঙ্গলবার সংসদ কাঁপালেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তৃণমূল দায়িত্ব দিয়েছিল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের সাংসদ সায়নীকে। সোমবার বলেছিলেন কল্যাণ। মঙ্গলবার বললেন সায়নী। হাতে একগুচ্ছ কাগজ নিয়ে সাবলীলভাবে তিনি বলেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন। কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু প্রশ্নও থাকবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে। দলের পক্ষ থেকে নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে। তাঁর কথায়, 'অপারেশন সিঁদুর তো পরের কথা। আগে বলুন, এতগুলো জঙ্গি এল কোথা থেকে? পর্যটকরা, জঙ্গিরা পৌঁছে গেল বৈসরণ উপত্যকায়। অথচ দশজন পুলিশ সেখানে পৌঁছোতে পারল না। কেন?'

সায়নী বলেন, পহলগামের ঘটনায় যে চূড়ান্ত নিরাপত্তা গাফিলতি ছিল, তা পরিষ্কার স্বীকার করে নিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তাহলে তারপরেও কেন গোয়েন্দাপ্রধানের জবাবদিহি চাওয়া হল না? কেন তাঁকে সরিয়ে না দিয়ে পদোন্নতির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হল? মোদিকে বাহবা দিলে বক্তা 'দেশপ্রেমী', আর মোদির কাছে জবাব চাইলেই তিনি 'দেশদ্রোহী'! এটা কেন হবে? এটা তো হতে পারে না।

পরিসংখ্যান তুলে তিনি বলেন, '১০ মে থেকে আজ (২৯ জুলাই) পর্যন্ত ২৮ বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে তাঁর

> মোদিকে তাঁর জোকারে পরিণত করেছেন ট্রাম্প। আপনি নিজেকে বিশ্বগুরু বলেন। কিন্তু কঠিন সময়ে পাশে পেলেন ক'জনকে?
>
> **সায়নী ঘোষ**

ভূমিকার কথা বলেছেন। তারপরেও ভারত সরকার প্রায় 'নীরব' ছিল। চুপ ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।' সায়নীর উপহাস, 'মোদিকে তাঁর জোকারে পরিণত করেছেন ট্রাম্প।' তাঁর আরও কটাক্ষ, 'আপনি নিজেকে বিশ্বগুরু বলেন। কিন্তু কঠিন সময়ে পাশে পেলেন ক'জনকে?'

বাংলায় ছড়া কেটে যাদবপুরের সাংসদ এদিন বলেন, 'একদিকে আপনাদের সরকার, এজেন্সি আর কোটি কোটি টাকার ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই চটি আর বাংলার মেয়ে মমতা। দেখি কে জেতে! ক্ষমতা থাকলে কালকে ভোট করুন। দেখা যাবে!'

ভারতীয় পরিচয়ে জোর প্রিয়াংকার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : জঙ্গি হামলায় পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় যাঁরা মারা গিয়েছিলেন, তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিজেপির এই ন্যারেটিভ উড়িয়ে ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দু বা মুসলিম নয়, পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন ভারতীয় নাগরিকরা। মঙ্গলবার লোকসভায় সিঁদুর বিতর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বক্তব্যের পর জবাবি ভাষণ দেন প্রিয়াংকা। তাতে কড়া ভাষায় পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রের ব্যর্থতার পাশাপাশি সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি নিয়ে মোদি সরকারকে তীব্র নিশানা করেন তিনি।

বক্তৃতার শেষপর্বে পহলগামে নিহতদের নাম পড়ে শোনান প্রিয়াংকা।

শা'র বক্তব্যের কড়া জবাব

হামলায় নিহত ২৬ জনের মধ্যে একজন বাদে বাকি ২৫ জনই ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। যতবার তিনি ওই নামগুলি পড়েন, শাসক শিবিরের তরফে হিন্দু বলে চিৎকার করা হয়। জবাবে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ওই নামগুলি উচ্চারণের সঙ্গে প্রতিবার ভারতীয় বলতে থাকেন। প্রিয়াংকা বলেন, 'যে ২৫ জন ভারতীয় নিহত হয়েছেন তাঁদের নামোচ্চারণ করতে চাই আমি। কারণ, তাতে এই সভায় উপস্থিত সকলে বুঝতে পারবেন নিহতরা প্রত্যেকেই আমাদের মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক খেলার বোড়ে নন। তাঁরাও এই দেশের সন্তান ছিলেন। তাঁরাও এই দেশের শহিদ ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের সকলের একটা দায়িত্ববোধ রয়েছে। তাঁদেরও সত্যিটা জানার অধিকার আছে।'

কেন্দ্রের ভূমিকার সমালোচনা করে প্রিয়াংকা বলেন, এই সভায় উপস্থিত বেশিরভাগ সদস্যেরই নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু বৈসরণে যাঁরা সেদিন মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। আপনারা যতই অপারেশন করুন, সত্যিটাকে লুকোতে পারবেন না।' শা-কে বিঁধে প্রিয়াংকা বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধি

> নিহত ২৫ জন ভারতীয়র নামোচ্চারণ করতে চাই আমি। কারণ, তাতে এই সভায় উপস্থিত সকলে বুঝতে পারবেন নিহতরা প্রত্যেকেই আমাদের মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক খেলার বোড়ে নন। তাঁরাও এই দেশের সন্তান ছিলেন। তাঁরাও এই দেশের শহিদ ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের সকলের একটা দায়িত্ববোধ রয়েছে।
>
> **প্রিয়াংকা গান্ধি**

এমনকি আমার মায়ের কান্না নিয়েও ইতিহাস ঘাঁটলেন। কিন্তু কেন সংঘর্ষ বিরতি হল, কেন যুদ্ধ থামল সেই প্রশ্নের উত্তর উনি দেননি। সরকার সবসময় প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তাদের কাছে সবকিছুই প্রচার, পাবলিসিটি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব নিচ্ছেন বলেও খোঁচা দেন প্রিয়াংকা।

হরিয়ানায় শ্রমিক মহল্লায় তৃণমূলের দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভায় আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হলেও বিরোধী শিবিরের অন্দরে দেখা গেল ভিন্ন সুর। মোদি সরকার যখন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করছে, তখন বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে অসহায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবারই হরিয়ানার গান্ধি নালিতে পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, প্রকাশ চিক বরাইক, বাপি হালদার, শর্মিলা সরকার এবং মমতাবালা ঠাকুর। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে যখন কেন্দ্র কার্যত নিশ্চুপ, তখন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন তাঁরা। বিরোধীদের চাপের মুখে মণিপুর প্রসঙ্গে দু'ঘণ্টা আলোচনায় রাজি হয়েছে মোদি সরকার। আলোচনার সূচনা করবে তৃণমূলই।

অফিসে গুলি, পুলিশ সহ হত ৫ ম্যানহাটনে

নিউ ইয়র্ক সিটি, ২৯ জুলাই : ফের এলোপাতাড়ি গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সোমবার নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের এক আকাশচুম্বী অফিস বিল্ডিংয়ে বন্দুক হাতে ঢুকে পড়ে এক তরুণ। গুলিতে নিহত হয়েছেন পাঁচজন।

মৃতদের মধ্যে এক পুলিশ অফিসারও রয়েছেন। তিনি দিদারুল ইসলাম, বাংলাদেশি অভিবাসী। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আততায়ী নিজেকেও শেষ করেছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র ও কমিশনার জানিয়েছেন, ওই বাংলাদেশি অভিবাসী অফিসার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আততায়ীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, 'আমরা এক অর্থহীন হিংসা কাণ্ডে এতগুলি প্রাণ হারালাম, যাঁদের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগের অফিসার ইসলাম আছেন।'

তিনি এই শহরকে ভালোবাসতেন। ছিলেন শহরের রক্ষাকর্তা। দুই সন্তানের বাবা ইসলামের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানিয়েছেন, অফিসার নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। হামলা চালানোর পর আততায়ী আত্মঘাতী হয়।

অসমে বহু বাঙালি পরিবারকে উচ্ছেদ

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই : জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে ফের জোরদার অভিযান শুরু করেছে অসম সরকার। গোয়ালপাড়া, ধুবড়ির পর এবার গোলাঘাটে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া অভিযানের মাধ্যমে ২ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন। তাদের মধ্যে দেড় হাজারের বেশি পরিবার বাঙালি মুসলিম। ২ ধাপে তাদের উচ্ছেদ করা হবে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, গোলাঘাট জেলার রেংমা সংরক্ষিত জঙ্গলের প্রায় ৪,৯০০ একর জায়গা দখল করে বসতি তৈরি করেছিল ২,৭০০টি পরিবার। যাদের বেশিরভাগ বাঙালি মুসলিম। প্রশাসনিক সূত্রে দাবি, নওগাঁও, মোরিগাঁও, সোনিতপুরের মতো এলাকা থেকে আসা ওই মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত জঙ্গলের জমি দখল করে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বাসিন্দা বহু পরিযায়ী শ্রমিকও সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলেছিলেন।

বিজেপি সাংসদ বিশ্বজিৎ ফুকান জানিয়েছেন, আইন মেনে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। বাঙালি মুসলিমদের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকেও উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মণিপুরের ৪২টি মুসলিম পরিবার এবং ৯২টি নেপালি পরিবারকেও উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে ১৫০টি বোরো পরিবারের কাছে ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট থাকায় তাদের উচ্ছেদ অভিযানের বাইরে রাখা হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'নোটিশ পাওয়া ৮০ শতাংশ পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমরা শুধু তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলছি।' যেসব কাঠামো ভেঙে ফেলা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তৈরি বাড়ি, জল জীবন মিশন-এর আওতায় থাকা জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ। বেআইনি বসতিতে কীভাবে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছিল সেই প্রশ্ন উঠেছে।

দুর্ঘটনার কবলে তীর্থযাত্রীদের বাস

রাঁচি, ২৯ জুলাই : মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ দেওঘরের কাছে তীর্থযাত্রীদের একটি বাসের সঙ্গে সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাসচালক আশঙ্কাজনক। বাসটি তীর্থযাত্রীদের নিয়ে দেওঘর থেকে বাসুইনাথের দিকে যাচ্ছিল। বাসচালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি প্রায় ১০০ মিটার এগিয়ে গিয়েছিল।

প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্না পরিবারের। মঙ্গলবার দেওঘরে।

সহ ৬ কাঁওয়ার যাত্রীর। তাঁদের মধ্যে চারজন বিহারের বাসিন্দা। আহত ২৪ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

তাঁবুতে বিশ্রামের সময় কমান্ডোদের গুলিতে হত

নয়াদিল্লি ও শ্রীনগর, ২৯ জুলাই : পহলগামে ২৬ জন পর্যটক এবং এক ঘোড়াওয়ালাকে খুনের ঘটনায় জড়িত ২ আততায়ী সহ ৩ জঙ্গি সোমবার যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে। সোমবারই প্রকাশ্যে এসেছিল লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি হাসিম মুসা ওরফে সুলেমান মুসার ছবি। মঙ্গলবার বাকি ২ নিহত জঙ্গি আবু হামজা এবং ইয়াসিরের ছবিও সামনে এসেছে। মুসা ও ইয়াসির দু'জনকে পহলগামে হামলাকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি।

সূত্রের খবর, নিহতদের কাছ থেকে পাকিস্তানি পরিচয়পত্র, সেদেশের ছাপ মারা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাওয়া গিয়েছে। মুসা ও ইয়াসিরের পরিচয় সম্পর্কেও নিশ্চিত হয়েছেন গোয়েন্দারা। মুসা ও তার ২ সঙ্গীর পরিচয় জানতে পৃথকভাবে তদন্ত করেছে এনআইএ। সোমবার শ্রীনগরে পৌঁছে গিয়েছে এনআইএ-র তদন্তকারী দল। দলের সদস্যরা বিভিন্ন সূত্র মারফত নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন। জানা গিয়েছে, শ্রীনগর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে

অপারেশন মহাদেবে নিহত দুই জঙ্গির ছবি।

দাচিগাওয়ের জঙ্গলে অপারেশন মহাদেব শুরু করেছিল সেনা, আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। সেইসময় সেনার ৪ প্যারা রেজিমেন্টের সদস্যরা জঙ্গলের মধ্যে একটি তাঁবুতে ৩ জঙ্গিকে দেখতে পান। জঙ্গিরা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিল। তখনই তিনজনকে হত্যা করা হয়। পহলগাম হামলায় জড়িত ২ জঙ্গির মৃত্যুর খবরে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে নিহত পর্যটকদের পরিবারে। অপারেশন মহাদেবের সাফল্যের কথা শুনে আশাবরী বলেন, 'ভারতীয় সেনা ও সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ নিহত ২৬ পর্যটকের আত্মা শান্তি পেল। আমরাও একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারব। আশা করি, পহলগাম হামলার মতো ঘটনা আর হবে না।'

নিহত স্বামী শুভম দ্বিবেদীর স্ত্রী ঐশানী দ্বিবেদী বলেন, 'স্বামীকে হারানোর পর একা হয়ে গিয়েছি। আমাকে ২টি পরিবারের দেখভাল করতে হচ্ছে। আবার ওরাও আমার দেখাশোনা করছে। এটা ভেবে অন্তত ভালো লাগছে, আমি এমন একটি সমাজে আছি যেখানে সবাই একে অন্যের ব্যাপারে সচেতন।'

বেসুরো মণীশও

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : শশী থারুরের পর মণীশ তিওয়ারি। লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর বিতর্কে দলের তরফে বক্তব্য রাখার সুযোগ মিলল না প্রবীণ কংগ্রেসি তথা চণ্ডীগড়ের সাংসদের। মঙ্গলবার মণীশ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের এই সিদ্ধান্তে তিনি আদৌ খুশি নন।

যদিও শশীর মতো মণীশও নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে জানাননি। তার বদলে সাতের দশকের বলিউড ছবি 'পূরব অউর পশ্চিম'-এর একটি দেশাত্মবোধক গানের লাইন শেয়ার করেন তিনি। সেই গানের মর্মার্থ, 'যেখানে প্রেমই জীবন, সেই দেশের কথা কই। আমি ভারত থেকে এসেছি, সেই ভারতের কথা কই।' একই সঙ্গে একটি সংবাদও শেয়ার করেন মণীশ, যার শিরোনাম 'অপারেশন সিঁদুর বিতর্কে শশী ও মণীশকে কেন মাঠের বাইরে রাখল কংগ্রেস'।

তাঁর সমাজমাধ্যম পোস্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও জবাব দেননি চণ্ডীগড়ের সাংসদ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, 'ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মাই সাইলেন্সেস, ইউ উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ওয়ার্ডস।' বাংলায় যার মানে দাঁড়ায়, 'আমার নীরবতা যদি না বোঝো, তবে আমার কথাও বুঝবে না।'

বাংলায় প্রথম হাইব্রিড চ্যানেল জি বাংলা সোনার

সময় বদলাচ্ছে দুদ্দাড় করে। দর্শক-শ্রোতাদের মন-মানসিকতায়ও এসেছে নানা পরিবর্তন। সেকথা মাথায় রেখেই দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী মিডিয়া ব্র্যান্ড জি নিয়ে আসছে দু-দুটি নতুন চ্যানেল। 'জি হোয়াটস নেক্সট' দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে বিনোদনের নতুন দিশা।

প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেলিভিশনের দর্শকদের আগ্রহ বাড়াতে গল্পে আসছে নতুন মোচড়। অনলাইন মাধ্যমের বাড়বাড়ন্তের যুগে আগের মতো টিভির দর্শক সংখ্যা ধরে রাখায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। গত ছয় বছরে দেশে 'পে টিভি'র গ্রাহক সংখ্যা কমেছে নয় নয় করে চার কোটি। ২০১৮ সালে যেখানে 'পে টিভি'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১৫.১ কোটি, সেখানে ২০২৪ সালে কমে হয়েছে ১১.১ কোটি। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে জি টিভি নিয়ে আসছে দু-দুটি নতুন হাইব্রিড চ্যানেল। জি পাওয়ার এবং জি বাংলা সোনার।

দেশজুড়ে বহুভাষী দর্শকদের কাছে জি মানেই নতুন আকর্ষণ, নয়া হাইব্রিড উপলব্ধি। বিনোদনের অন্যতম সবসেরা মাধ্যম হয়ে জি বাংলার তূণীরে ১১টি ভাষায় ৫০টি চ্যানেলের সমাহার। টিভি, ওটিটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া—সব মাধ্যমে, সব ক্ষেত্রেই দ্রুত তাল মিলিয়ে চলছে জি। সংস্থার পক্ষ থেকে মুখ্য বিপণন অধিকর্তা কার্তিক মহাদেব বলেন, 'জি হোয়াটস নেক্সট'-এর মাধ্যমে আমরা বিনোদনকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করতে চলেছি, যেখানে সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তি একসূত্রে গাঁথা পড়েছে। জি ব্র্যান্ড ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসাবে আজও অটুট।' পূর্ব ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরেক অধিকর্তা সম্রাট ঘোষ বলেন, 'জি বাংলা সোনার-এর সূচনা জি বাংলার পরিপূরক হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভিন্ন রুচির দর্শকদের জন্য ভিন্নধর্মী বিনোদন উপস্থাপন করা যায়। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ দর্শকদের কথা ভেবেও বিশেষভাবে কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ফিকশন, নন ফিকশন, ও সিনেমার ঐতিহ্যকেও তুলে ধরা হবে অন্য মোড়কে।'

উল্লেখ্য, শুরুর পর্বে জি বাংলা সোনার নিবেদন করবে তিনটি ফিকশন শো। 'বেদিনী জ্যোৎস্নার অমর প্রেম', 'শ্রীমান ভগবান দাস' এবং 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম (এসআইটি)-বেঙ্গল।' একইসঙ্গে থাকছে চারটি নন ফিকশন শো। '১০ দিনে ১০ লাখ', 'সোনার জলসাঘর', 'আক্কেল গুড়ুম' এবং একটি সংগীতভিত্তিক সকালের শো 'সোনার সকাল'। থাকছে, জি-র দুর্দান্ত সিনে সংগ্রহশালা থেকে নিত্যদিন সিনেমা। বাংলার পাশাপাশি শুরু হচ্ছে জি পাওয়ার, নতুন প্রজন্মের জন্য কন্নড় হাইব্রিড চ্যানেল। জি বাংলার এই নতুন চ্যানেল দর্শকদের মন জয় করবে বলে প্রত্যয়ী সংস্থার কর্ণধাররা।

এল অবতার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ-এর ট্রেলার

জেমস ক্যামেরনের অবতার ফ্র্যাঞ্চাইজির তিন নম্বর ভাগ অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ-এর ট্রেলার এল। প্রযোজক ডিজনি ও ২০ সেঞ্চুরি ফক্স। ১৯ ডিসেম্বরর ২০২৫ সালে ছবির মুক্তি, এর ঠিক তিন বছর আগে এসেছিল অবতার: দ্যা ওয়ে অফ ওয়াটার। ট্রেলারে দেখা গেল, জ্যাক সুলি পরিবার আবার বিপদে পড়েছে। নেয়িত্রি আর জ্যাকের মধ্যে আবার সংঘাত শুরু। এবার উপজাতির নেতা নতুন, তার নাম বরং। তার সঙ্গে জ্যাক ও নেয়িত্রির আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত ফারাকও ট্রেলারে দেখা গেল। অবতার-এর এই ভার্সন ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়াচ্ছে।

জন্মদিনে সঞ্জয়কে উপহার

মঙ্গলবার সজয় দত্ত ৬৬-তে পা দিলেন। তাঁকে বিশেষ উপহার দিল তাঁর আগামী তেলুগু ছবি দ্য রাজা সাব-এর নির্মাতারা। এই হরর কমেডিতে ছবিতে সঞ্জয় দত্তর চরিত্রের ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করলেন ইন্সটায়, তাঁদের অফিশিয়াল হ্যান্ডলে। তারা লিখেছে সঞ্জয় দত্তর মতো ভার্সেটাইল অভিনেতাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। গত জুন মাসে ছবির টিজারে সঞ্জয় দত্তর চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল, এবার তা আরও স্পষ্ট হল। মারুতি পরিচালিত এই ছবিতে প্রেম, রস এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মিশেল থাকবে। ছবির নায়ক প্রভাস, তাঁর ডাবল রোল। এছাড়া আছেন নিধি আগরওয়াল, মালবিকা মোহানন, প্রমুখ। দ্য রাজা সাব মুক্তি পাচ্ছে ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ সাল। এই দিন রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' মুক্তি পাবে।

এই ছবিটিতেও সঞ্জয় দত্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন। রাজা সাব-এ সঞ্জয়ের লুক দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে, তারা ধুরন্ধর ও দ্য রাজা সাব-এর সংঘাত দেখার জন্য তৈরি।

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয়-সইফ টক্কর

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আবার অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান ছবিতে একসঙ্গে আসছেন। এটি ৯ বছর আগের মালায়ালাম ছবি ঔপ্পম-এর রিমেক। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন মোহনলাল, সামুথিরাকানি ছিলেন ভিলেন। এবার অক্ষয় হয়েছেন ভিলেন, অন্য চরিত্রে সইফ। ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন জানিয়েছেন গল্প এক থাকলেও ছবি হবহু রিমেক হবে না।

সাইয়ারার দাপট

সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত তাঁর দাদা কুশ সিনহা পরিচালিত নিকিতা রায় চলেনি। কারণ সাইয়ারা-র দাপট। তবে কুশ বলেছেন, সাইয়ারা থেকে আমাদের ছবি বেঁচে গিয়েছে। ছবি দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়েছে। ... আমি মৌলিক গল্প বলেছি, চুরি করিনি। প্রসঙ্গত, সাইয়ারা কোরিয়ান ছবি থেকে চুরি করা বলে জল্পনা হচ্ছে। কুশ সে কারণেই কি এই ইঙ্গিত দিলেন?

আসছে হেরা ফেরি-৩

আইপিএল-এর মরশুমেই আসছে হেরা ফেরি ৩-এর টিজার। ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা সুনীল শেট্টি এই খবর দিয়ে বলেছেন, সম্প্রতি আমরা ছবির শুটিং শুরু করেছি, তার সঙ্গে টিজারও। আইপিএল-এর মধ্যেই টিজার আসবে। ছবিতে সুনীলের সঙ্গে আছেন প্রথম হেরা ফেরির সেই টিম, অর্থাৎ অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়াল।

সম্মানিত ঋত্বিক

প্রবাদপ্রতীম ঋত্বিক ঘটককে তাঁর ১০০ বছরের পূর্তিতে বিশেষ সম্মান দেবে চলতি বছরের মেলবোর্নের ইন্ডিয়ান ফিলম ফেস্টিভ্যাল। দেশভাগের ওপর নির্মিত তাঁর ছবি আজও বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। উৎসবে তাঁর ছবি দেখানো হবে, সঙ্গে থাকবে তাঁর ছবির ওপর আলোচনা, সিনেমার গবেষক ও সমসাময়িক পরিচালকরা বলবেন বর্তমান সিনেমার ওপর ঋত্বিক ঘটকের প্রভাব।

মাইনাস ১০ ডিগ্রিতে

ফারহান আখতার ১২০ বাহাদুর ছবিতে মাটি থেকে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে লাদাখে মাইনাস ১০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় শুটিং করেছেন। তিনি মেজর শয়তান সিংয়ের চরিত্রে আছেন এবং শরীরে, মনে, আবেগে তিনি মেজর হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৬২ সালে রেজাং লা-র যুদ্ধে শয়তান সিংয়ের নেতৃত্বে ১২০ জন ভারতীয় সেনার মরণপণ লড়াই দেখানো হবে ছবিতে।

নতুন করে সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন দেব?

দেব নাকি মুম্বই চললেন? কিছুদিন আগে রুক্মিনীর মুম্বই যাওয়া নিয়ে ভালোই আলোচনা শুরু হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, দেবও নাকি চললেন! তাহলে বিদায় বাংলা? এবার হিন্দিতে কাজ করতে চাইছেন নায়ক?

না। এখনই তেমন কোনো সিদ্ধান্তের কথা শোনা যায়নি তাঁর মুখে। যদিও মুম্বই যাওয়ার কথাটা সত্যি। আসলে ওখানে একটা বিকল্প সেট আপ বানাতে চাইছেন দেব। আসলে 'খাদান' এর পর থেকে দেবের ছবির প্রযুক্তিনির্ভর চাপ অনেক বেড়ে গেছে। তাঁর যে 'রঘু ডাকাত' আসছেন, সেখানেও প্রযুক্তির ভূমিকা সমধিক, তাই প্রযুক্তির কারণেই তাঁকে বারবার মুম্বই যেতে হচ্ছে। আসলে এই সব ছবির পিছনে যে প্রযুক্তি কাজ করে, তা বাংলায় বসে করা যাবে না। তার জন্য মুম্বই যাওয়াটা খুব জরুরি। সেখানে বিকল্প সেট আপ থাকা খুব প্রয়োজন–এ কথা নিজেই জানাচ্ছেন দেব।

আসলে আঞ্চলিক ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে এক পা-ও কোথাও যেতে রাজি নন নায়ক। দক্ষিণী ছবিগুলো আঞ্চলিক হয়েও যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজার ধরে নিয়েছে, দেব নিজেও তাঁর বাংলার জন্যে ঠিক এই স্বপ্নটাই দেখেন।

বাংলা ইন্ডাস্ট্রি অবশ্য দেব-শুভশ্রী জুটির ফিরে আসা নিয়ে আশায় কোমর বেঁধে আছে। 'ধূমকেতু' রিলিজের আগে সে ছবি নিয়ে যত প্রচার আর পরিকল্পনা চলছে, তার ছিটেফোঁটাও অন্য ছবি নিয়ে হয় না। এমনকী 'ধূমকেতু ২' আসবে কিনা, তাই নিয়েও প্রশ্ন শুরু হয়ে গেছে এখন থেকেই। যদিও দেব আর শুভশ্রী এখনও অবধি একটা প্রচারও একসঙ্গে করেননি, তবুও এই প্রাক্তন রিল এবং রিয়েল লাইফ জুটিকে নিয়ে বাংলার দর্শকদের আগ্রহ এখন তুঙ্গে।

এই আগ্রহের মধ্যেই মুম্বইতে দ্বিতীয় সেট আপ তৈরি করে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ঠিকই নিয়েছেন দেব।

শুভশ্রীর থেকে আলাদা হতে চান না দেব?

দেব আর শুভশ্রীকে কেউ এ জন্মে আলাদা করতে পারবে না। এ কথা দেব বলছেন। ভাবতে পারেন? না না, এই অবধি পড়েই যাঁরা রাজ চক্রবর্তীর ঘর ভাঙার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা প্লিজ একটু ধৈর্য ধরুন। দেব বলেছেন বটে, তবে তার একটা কারণ আছে।

আচ্ছা, নিজেরাই বলুন তো, এখনও কি 'ঢাকের তালে' ছাড়া দুর্গাপুজো হয়? হয় না তো! তাহলে? দেব আর শুভশ্রীই তো সেখানে এলেন, না কি? 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' ছবিতে দেব আর শুভশ্রীর জুটিতে এই যে গানটা সারা পৃথিবীর বাঙ্গালিদের নাচিয়েছে, এখনো নাচিয়ে চলেছে, সেই গান নিয়ে বলতে গিয়ে এই বিস্ফোরক উক্তি করছেন দেব।

মাঝে ন'টা বছর কেউ কারও মুখ দেখেননি। ন'টা বছরে দুজনের জীবনই বহুদূর অবধি গড়িয়েছে। দুজনের প্রেম ভেঙে যাওয়ার পরেও 'ধূমকেতু' করেছেন। তবে এখন আর ছায়া মাড়ান না। যে অনুষ্ঠানে শুভশ্রী যাবেন, খবর পান, সেখানে দেব যান না। এটাই ছিল নিয়ম। 'ধূমকেতু' রিলিজ হওয়ার পর সে নিয়ম বদলাবে কিনা, জানা নেই। তবে যাই হোক, আর তাই হোক–যতদিন বাঙালি, ততদিন দুর্গাপুজো। আর যতদিন দুর্গাপুজো, ততদিন 'ঢাকের তালে কোমর দোলে'। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই সুর আর নাচ একই ভাবে বয়ে চলেছে।

দেব আর শুভশ্রী। এখান থেকে তাঁদের কেউ আলাদা করতে পারবে না। তাঁরা না চাইলেও, এভাবেই জুড়ে থাকবেন আজীবন। দেব তো ঠিকই বলেছেন তাহলে।

তাজমহলের বাইরে শুটিংয়ের ফাঁকে অনুরাগীর সঙ্গে সেলফি জ্যাকি শ্রফের।

ইউটিউবে সিতারে জমিন পর

সিনেমাহলে সফল দৌড়ের পর সিতারে জমিন পর আসছে ইউ টিউবে। মঙ্গলবার ছবির প্রযোজক ও অভিনেতা আমির খান ঘোষণা করেছেন ইউ টিউবে মুভি অন ডিমান্ড-এর মাধ্যমে এই ছবি দেখা যাবে, প্রত্যেকবার দেখতে খরচ হবে ১০০ টাকা। নিঃসন্দেহে সিনেমাহলে মুক্তির পর ওটিটিতে ছবি আনার বিষয়ে আমিরের এই কৌশল ভীষণই বুদ্ধিদীপ্ত, পরিণত, যা অন্য নির্মাতাদেরও ভাবতে বাধ্য করবে। আরও বেশি দর্শকদের কাছে পৌঁছোনোর এ এক পরিশীলিত উপায়। এ প্রসঙ্গে আমির বলেছেন, 'গত ১৫ বছর ধরে ভাবছি কীভাবে সেইসব মানুষের কাছে যাব যারা দূরত্বের কারণে সিনেমাহলে যেতে পারে না...ইউ টিউব সবার কাছে আছে। ফলে এখন দেশের বৃহত্তর অংশে এবং বিশ্বের এক বড় অংশের মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারব।' সিতারে জমিন পর শুধু ইউ টিউবেই আসবে, অন্য কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নয়। আমির তাঁর পরের প্রোজেক্টও এই মাধ্যমেই আনবেন, বলে জানা গিয়েছে। সেখানে ট্রেলার, মিউজিক সহ পুরো ফিচার ফিলম মুক্তি পাবে। ইউ টিউবের পক্ষ থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর গুঞ্জন সোনিও আমিরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই ইন্টারনেটের যুগে ডিজিটাল পেমেন্ট ছবির ব্যবসায় বড় ভূমিকা নেয়।

অর্ধনগ্ন আহান, উত্তাল নেটমহল

'সাইয়ারা' ঝড় অব্যাহত। ২০০ কোটি পেরিয়ে এগোচ্ছে ছবির ব্যবসা। ছবির অভিনেতা অভিনেত্রী এবং ছবি নিয়ে নানা খবর রোজই আসছে। এবার এসেছে নায়ক আহান পাণ্ডের অর্ধ নগ্ন ছবি। শুটিংয়ের অবসরে তোলা এইসব ছবি দেখে মনে হচ্ছে, শার্ট খুলে তিনি নিজের অ্যাবস দেখাচ্ছেন। একটিতে তিনি চান সেরে তোয়ালে পরে আছেন, সেই মুহূর্তের ছবি। আর একটিতে তিনি মোবাইল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর একটিতে হাতে ডাম্বেল নিয়ে—সবই কোনও না কোনও কাজের মধ্যে তোলা। এর মধ্যে আর একটি পুরনো ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, অনীত পাড্ডাকে অভিনয় শেখাচ্ছেন আহানের তুতো বোন অনন্যা পাণ্ডে। অনন্যার সঙ্গে অনীতকে বিগ গার্লস ডোন্ট ক্রাই-এর সময় একটি প্রমোশনাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছিল। সেই ভিডিওই এখন ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, অনীতকে তিনি শেখাচ্ছেন কীভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে সিরিজকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। নেটমহল বেশ আনন্দিত এই ভিডিও দেখে, মন্তব্যও করেছে সবাই। শিগগির অনীতের সিরিজ 'ন্যায়' আসবে ওটিটিতে, আহানের পরের প্রোজেক্ট সম্বন্ধে এখনও জানা যায়নি।

স্মৃতির অ্যালবামে স্টুডিও

দুর্গাপুজো হোক বা সরস্বতীপুজো বা কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান, একসময় স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার হিড়িক লক্ষ করা যেত। এখন দিন বদলেছে। প্রায় সকলের হাতে নামী ব্র্যান্ডের দামি মোবাইল ফোন। সঙ্গে উন্নতমানের ক্যামেরা। ফলে স্টুডিওতে গিয়ে ফোটো তোলার সেই হিড়িক আর তেমন দেখা যায় না। ব্যতিক্রম নয় শিলিগুড়িও, খোঁজ নিলেন অনিকেত রায়

প্রবীণদের কথা

প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, একসময় এই শহরে প্রায় শ-খানেক স্টুডিও চলত। লেগে থাকত ব্যস্ততা। কিন্তু সেই ছবি আজ উধাও। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরলে এখন হাতেগোনা কয়েকটা স্টুডিওই চোখে পড়বে।

আজকের ছবি

শিলিগুড়ি থানা লাগোয়া এলাকায় হার্ডওয়্যার, ওষুধ এবং কিছু খাবারের দোকানের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় অন্তত দুটি স্টুডিও। একটি চলছে ছয়ের দশক থেকে, আরেকটি তুলনায় নবীন। নবীন স্টুডিও মালিক সব্যসাচী দত্ত বললেন, 'এই পেশায় নির্ভর করে আজকের বাজারে সংসার চালানো সম্ভব নয়।'

ইতিহাস

ক্যামেরা আবিষ্কার করেন জোশেফ নিসেফার নিপস। ব্রিটিশদের হাত ধরে ভারতের বাজারে ক্যামেরা আসে। তখন এই প্রযুক্তি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মোটামুটি আটের দশকে সাধারণ মানুষের ঘরে ক্যামেরা আসতে শুরু করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি ছিল অ্যামেচার ক্যামেরা, কারণ এসএলআর ক্যামেরা ছিল মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে।

নস্টালজিয়া

ক্যামেরা যতদিন মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে ছিল তখন স্টুডিওর রমরমা কারবার ছিল। কখনও নবদম্পতি, কখনও নাতি-নাতনিদের নিয়ে ঠাকুমা-ঠাকুরদারা ভিড় জমাতেন স্টুডিওতে। বাড়ির পুরোনো অ্যালবামগুলো ঘাঁটলে আপনিও হয়তো খুঁজে পাবেন এরকম বেশ কিছু সাদা-কালো ছবি।

কাজে বদল

বদলে যাওয়া প্রযুক্তির সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষের অভ্যাস এবং আনন্দ যাপনের ধরন। তাই স্টুডিওগুলিতে এখন ইনহাউস কাজের থেকে আউটডোর কাজই বেশি। মানুষ এখন বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন বা জন্মদিনের ফোটোশুটে ভালোরকম অর্থ খরচ করছেন। তবে ওইটুকুই যা! আক্ষেপ ঝরে পড়ল থানা মোড় সংলগ্ন পুরোনো স্টুডিওটির মালিকের গলায়। তিনি জানালেন, এই ডিজিটাল জমানায় মানুষ নিজের ফোন বা ক্যামেরায় তোলা ছবি কম প্রিন্ট করছেন। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে ছবি প্রিন্ট করার মেশিন কিনেছিলেন, এখন সেটা অ-ব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে।

ল্যাবকর্মীর বক্তব্য

কাঞ্চনজঙ্ঘা কালার ল্যাবের বহু পুরোনো দুই কর্মী বাসুদেব সরকার এবং উদিত ভৌমিক। তাঁরা জানালেন, আগে স্টুডিওর মালিকরা তাঁদের কাছে ছবি প্রিন্ট করানোর জন্য আসতেন। আজকের বাজারে স্টুডিও করে সংসার চালানো সম্ভব নয় মনে করে তাঁরা ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

স্টুডিও মালিকরা বলছেন

শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লিতে প্রায় চৌষট্টি বছরের পুরোনো একটি স্টুডিও চালান সুজিত কর্মকার। তাঁর বাবা বর্ধমান থেকে ক্যামেরার কাজ শিখে এসে শিলিগুড়িতে স্টুডিও খোলেন। স্কুলে পড়তে পড়তেই বাবার সঙ্গে কাজে যোগ দেন সুজিত। তিনি বলেন, 'সেই সময় ফোটোগ্রাফি করতে হলে অনেক দক্ষতার প্রয়োজন হত, ছবি তোলাটা অত সহজ ছিল না।'

কলেজপাড়া অঞ্চলের একটি স্টুডিওর মালিক নীলাঞ্জন ভৌমিক। তিনি বলছেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাজ শিখে নিতে হচ্ছে। মোবাইলের ব্যাক কভার, টি-শার্ট, কাপের মধ্যে ছবি প্রিন্ট এবং ফোটো ফ্রেম বানানোর এখন ভালো চল রয়েছে। এছাড়া আউটডোর কাজগুলি তো আছেই।'

আইএনটিটিইউসি-সিটু বিরোধ, লাঠিচার্জ

মাছের আড়তে ধুন্ধুমার কাণ্ড

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মাছের আড়তদারের মাল নামানোকে কেন্দ্র করে সম্মুখসমরে আইএনটিটিইউসি ও সিটু সমর্থকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে তুলকালাম কাণ্ড বাধল রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তের পার্কিং এলাকায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দুইপক্ষকে সরাতে প্রধাননগর থানার পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়। পরে দুইপক্ষ ও ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা আড়তের মালিক প্রধাননগর থানায় গেলেও কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি।

রেগুলেটেড মার্কেটের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শ্যাম যাদব বলেন, 'শ্রমিকরা ইচ্ছে করে মালিকের গাড়ি থেকে মাল নামাতে দেরি করতেন। এতে ওই মালিকের প্রচুর টাকা নষ্ট হচ্ছিল। আড়তের মালিক আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি অন্য শ্রমিক কাজে লাগাতে চান। আমরাও তাতে রাজি হই। এর মধ্যেই সোমবার অন্য শ্রমিক ব্যবহার করতে চাইলে সিটু নেতারা চড়াও হন। তখন আমরাও সেখান যেতে বাধ্য হই।' সিটু নেতা হরিন্দর রায় বলেন, 'ঝামেলা একটা হয়েছিল। তবে সবকিছু মিটে গিয়েছে।'

রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়ত সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। মাছের ওই আড়তদারের তরফে মুকেশ মাহাতো নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'সকাল সাতটার মধ্যে মাছের আড়ত শুরু হয়ে যায়। যদিও গাড়ি থেকে ভ্যানে মাল নামাতে অনেক সময় শ্রমিকরা দেরি করতেন। কোনও কোনও সময় ভোর ৬টায় মাল নামানোর কথা থাকলেও ভ্যানে মাল নামানো হত ৯টার সময়। তারপরই মালিক ওই শ্রমিকদের জানান, তাঁদের আর মাল নামাতে হবে না। বিষয়টি ওই মালিক তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নকেও জানান। তারপরই এদিন ওই শ্রমিকদের মাল নামাতে নিষেধ করা হলে সিটুর নেতারা ওই শ্রমিকদের সমর্থনে চলে আসেন।' পালটা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও ওই মালিকের পক্ষে এলাকায় জড়ো হন। তারপরই দুইপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এদিকে, ঝামেলার খবর পেয়ে এলাকায় হাজির হয় প্রধাননগর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে থাকায় শুরু হয় লাঠিচার্জ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রভাব পড়ে আড়তের ব্যবসাতেও।

রেগুলেটেড মার্কেট ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি চৌধুরী বলেন, 'দুই ইউনিয়নের ঝামেলায় আজকে প্রায় ২৫ মিনিট আড়তের ব্যবসা বন্ধ ছিল। দুইপক্ষের কাছে অনুরোধ করব, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন। না হলে আমাদেরই ক্ষতি হবে।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'একটা সমস্যা হয়েছিল। তবে মিটে গিয়েছে।'

বিবাদ

- দুই ইউনিয়নের ঝামেলায় আজকে প্রায় ২৫ মিনিট আড়তের ব্যবসা বন্ধ ছিল
- কিছু শ্রমিককে মাল নামাতে নিষেধ করা হলে সিটুর নেতারা ওই শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন
- পালটা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা আড়তের মালিকের পক্ষে এলাকায় জড়ো হন
- তারপরই দুইপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়
- পরিস্থিতি সামলাতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ

স্কুলবাসের ধাক্কায় উলটে গেল টোটো

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : স্কুলবাসের ধাক্কায় উলটে গেল টোটো। গুরুতর আহত হয়েছেন দুই যাত্রী। অল্পবিস্তর চোট লেগেছে টোটোচালকেরও। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর মেইন রোডে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আহত দুই যাত্রীকে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর বাস আটকে বিক্ষোভে শামিল হন বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। টোটোচালকের অভিযোগের ভিত্তিতে বাসচালককে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ টোটোতে দুই যাত্রীকে নিয়ে ঘোগোমালির দিক থেকে কোর্ট মোড়ের দিকে আসছিলেন চালক সঞ্জয় সেন। রবীন্দ্রনগর মোড়ে আরও এক যাত্রীকে ওঠানোর জন্য রাস্তার পাশে টোটো থামান চালক। অভিযোগ, সেইসময় পেছনদিক থেকে আসা পড়ুয়া সহ একটি স্কুলবাস টোটোর পেছনে ধাক্কা মারে। এর জেরে উলটে যায় টোটো। টোটোর এক যাত্রী ছিটকে পড়ে যান। তাঁর মাথা ফেটে যায়। আরেক মহিলা পায়ে গুরুতর চোট পান। টোটোচালকেরও হাতে-পায়ে আঘাত লাগে। তবে বাসচালক বা বাসে থাকা পড়ুয়াদের কোনও চোট লাগেনি। ঘটনাটি লক্ষ করে সেখানে আসেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি টোটোর যাত্রীদের হাসপাতালে পাঠিয়ে বাস আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। বাসচালকের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাওয়া হলে তা তিনি দেখাতে পারেননি বলে দাবি। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা।

টোটোচালক সঞ্জয় সেন বলেন, 'আমি যাত্রী তুলতে রাস্তার পাশে দাঁড়াই। তখন পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি স্কুলবাস। আমি ছিটকে পড়ি।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিবম জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই টোটো একপাশে দাঁড়াতেই বাসটি এসে ধাক্কা মারে। এতে টোটো উলটে যায়। এতগুলো বাচ্চাকে নিয়ে চালক গাড়ি চালাচ্ছিলেন, অথচ তাঁর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্সটুকু পর্যন্ত নেই। তাহলে বাচ্চাদের নিরাপত্তা কোথায়।' যদিও বাসচালক সুকুমার রায়ের সাফাই, 'টোটোও চলছিল, আমিও এগোচ্ছিলাম। টোটো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

পরে বেসরকারি স্কুলটির তরফে অন্য চালককে পাঠানো হয়। সেই চালক এসে পড়ুয়াদের বাসে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো। রবীন্দ্রনগর মেইন রোডে।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ইঙ্গিত আয়োজিত অষ্টম বর্ষ প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি নাট্য উৎসবের শেষ দিনে পরিবেশিত হবে দুটি নাটক। বারাসাত অনুশীলনীর প্রযোজনায় 'ধর্মনগর' ও বুনিয়াদপুর সহচলী নাট্য অ্যাকাডেমির প্রযোজনায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে।

ট্রাফিক গার্ডের অভিযান

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : নম্বরবিহীন টোটোচালকদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকাল থেকে অভিযানে নামল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ড। ফুলবাড়ি-শালুগাড়া রুটে ম্যাক্সিক্যাব চলাচল বন্ধ রেখে সোমবার টোটোচালকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন ম্যাক্সিক্যাবচালকরা।

মঙ্গলবার সেবক রোডে বিনা স্টিকারের টোটোগুলিকে আটক করা হয়। পাশাপাশি অন্য রুটের স্টিকার লাগানো টোটো সেবক রোডে এলে সেই টোটোগুলিকেও আটক করা হয়। যাদের টোটোগুলি আটকে রাখা হয় তারাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্য নম্বরবিহীন টোটোগুলিকে ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে। ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশের অভিযান চলছে। আজ টোটোচালকদের বুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালানো হয়। এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের সার্ভিস রোডে অবৈধভাবে পার্কিং করার জন্য বেশ কিছু গাড়ির স্পট ফাইন করা হয়।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শহরে একের পর এক নাবালিকা ও নারী পাচারের পাশাপাশি নাবালিকাকে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। মঙ্গলবার সমিতির দার্জিলিং জেলার সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রধাননগর থানায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন স্নিগ্ধা হাজরা, তানিয়া দে প্রমুখ।

ইন্টার্নশিপ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : পঞ্চম সিমেস্টারের অনার্সের পড়ুয়াদের জন্য ইন্টার্নশিপের আয়োজন করল শিলিগুড়ি কলেজ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে ইতিহাস ও ইংরেজি অনার্সের ৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে ইন্টার্নশিপ করানো হয়। রক্তদানে পড়ুয়াদের উৎসাহ দিয়ে এবং সমাজসেবামূলক কাজ সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝান ওয়েলফেয়ারের সদস্য রূপক দে সরকার।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার জানিয়েছেন, ইউজিসির নির্দেশ অনুযায়ী কলেজ পড়ুয়াদের জন্য ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। তবে এজন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া যাবে না। তাই আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রি, সংস্থার কাছে আবেদন জানিয়েছি তারা যাতে আমাদের পড়ুয়াদের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ করে দেয়।

এদিন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ারে এই ইন্টার্নশিপের সূচনা হলেও পরের দিন থেকে শিলিগুড়ি কলেজের অডিটোরিয়ামে এই ইন্টার্নশিপটি হবে। পাঁচদিন এই ইন্টার্নশিপ চলবে। সেখানে বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

বারবার খোঁড়াখুঁড়ি, রাস্তার দফারফা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : কখনও পিএইচই-র জলের পাইপ বসাতে রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, আবার কখনও গ্যাসের পাইপলাইন বসাতে। এর জেরে রাস্তার দফারফা। বাগডোগরার ঘটনা। অভিযোগ, কাজ শেষে কোনওরকমে মাটি, পাথর দিয়ে জায়গা বুজে দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে অসমান হয়ে পড়ছে রাস্তা। বর্ষায় জমে থাকছে জলকাদা। এর জেরে হাঁটাচলাই মুশকিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এনিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সূত্রের খবর, এরপর বিদ্যুতের কেবল বসাতে ফের একপ্রস্থ খোঁড়াখুঁড়ি হবে।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'পিএইচই জলের পাইপ বসানোর পর রাস্তায় দায়সারাভাবে মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। ওরা কোনও কথাই শোনে না। বিষয়টি নিয়ে বারবার রিভিউ মিটিংয়ে বলা হলেও কোনও লাভ হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'এইচপিসিএল গ্যাসের লাইন পাতার জন্য এনওসি নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। ওরা রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি করে পরে মেরামত করে দেবে।' এবিষয়ে এইচপিসিএল-এর ইঞ্জিনিয়ার পিন্টু সিং বলেন, 'মানুষের যাতে সমস্যা না হয় সেদিকে নজর রেখে কাজ করছি।

গর্ত ভরাট করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়েছে।' তবে পিএইচই-র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অর্ঘদীপ সরকার রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁরা এমন মন্তব্য করলেও রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তির কারণে আমজনতা রুষ্ট। তাঁদের বক্তব্য, দপ্তরগুলি যদি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করে, একসঙ্গে খোঁড়াখুঁড়ি করে তবে একদিকে যেমন খরচ কমবে, তেমনই ভোগান্তি এড়ানো যাবে।

এভাবেই রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে বাগডোগরায়।

তরুণী পাচার রুখতে সেমিনার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে একটি সেমিনার হল। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা উদ্ধার কেন্দ্র ও ডুয়ার্স এক্সপ্রেসের উদ্যোগে সেমিনারটি হয়। যেখানে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নারী পাচারের চেষ্টার পরপর দুটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে শিলিগুড়িতে। যা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। কীভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টোপ দিয়ে তরুণী, নাবালিকাদের পাচার করা হচ্ছে, সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলে।

এপ্রসঙ্গে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'নানান প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের পাচারের চেষ্টা চলছে। এসব আটকানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন।' সেমিনারে পুলিশকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

চুরিতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মোবাইল চুরি করে ইউপিআই থেকে ৪২,০০০ টাকা লুট করে নেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম ত্রিভুবনপ্রসাদ শা। তিনি বিহারের আরারিয়ার বাসিন্দা হলেও পুরনিগমের বিবিডি কলোনি এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৫ তারিখ ওই এলাকার একটি বাড়ি থেকে একটি মোবাইল চুরি যায়। প্রধান নগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পরে মোবাইলের মালিক দেখেন, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৪২,০০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপর সোমবার ফের একবার পুলিশকে বিষয়টি জানান তিনি। পুলিশ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে ত্রিভুবনকে গ্রেপ্তার করে।

বাঘ দিবসে সুখবর, বেঙ্গল সাফারিতে দুই শাবক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বেঙ্গল সাফারিতে নতুন দুই রয়্যাল শাবকের কথা জানাল কর্তৃপক্ষ। কয়েকদিন আগে সাফারি পার্কে নতুন দুই শাবকের জন্ম দিয়েছে শীলা ও বিভান, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দম্পতি। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে বেঙ্গল সাফারির তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঘ দিবসে সুখবরটি বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। তবে দুই শাবককে এখনই প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না। রাখা হয়েছে নাইট শেলটারে।' এদিকে, এদিন স্কুলে হঠাৎ 'বাঘমামা' হাজির হওয়ায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পড়ুয়ারা। ভয় না পেয়ে সেলফিতে মেতেছে তারা। বাঘ সেজে 'বন বাঁচাও, বাঘ বাঁচাও' বার্তা দিতে নৃত্যনাটিকা পরিবেশনও করেছে স্কুলের পড়ুয়ারা। বন এবং বাঘ সংরক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝাতেই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালনের জন্য স্কুলটি বেছে নিয়েছিল বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ। লক্ষ্য ছিল সচেতনতা গড়ে তোলাও। বাঘ সংরক্ষণ ও প্রজননে দেশের মধ্যে নজির তৈরি করেছে বেঙ্গল সাফারি। নব দুই শাবককে নিয়ে শীলা জন্ম দিল ১৩টি শাবকের। শীলা ও বিভান দম্পতি ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে একসঙ্গে পাঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছিল। এই নিয়ে পঞ্চমবার মা হল শীলা।

অন্যদিকে, এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় পড়ুয়ারা নিজের হাতে তৈরি বাঘের মুখোশ পরে স্কুল চত্বরে প্যারেড করে। বন ধ্বংস না করে কীভাবে বাঘ সংরক্ষণ করা যায়, তা নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করেন বেঙ্গল সাফারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভিষেক চৌধুরী। বেঙ্গল সাফারিতে বাঘের কথা শুনে অনেক পড়ুয়া একদিন শিক্ষামূলক ভ্রমণে সেখানে যাওয়ার আবেদন করে। ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া মুন্নি হালদার বলে, 'প্রথমবার স্কুলে এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখলাম। বাঘ সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন, সে ব্যাপারেও বুঝতে পারলাম। একদিন বেঙ্গল সাফারিতে ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।' অনুষ্ঠানে বাঘ নিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি গল্প, কবিতাও পাঠ হয়। নৃত্যনাটিকায় অংশগ্রহণকারী স্কুলের পড়ুয়া বাপি বর্মন জানায়, নিজের হাতে তৈরি করা মুখোশ পরেই অংশ নিয়েছিল সে। ব্যবহৃত বর্জ্যপদার্থ দিয়ে বাঘের থিমে এদিন স্কুল অডিটরিয়াম সাজিয়ে তুলেছিল পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়াদের পুরস্কার দেওয়া হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়ার।'

বাঘ দিবসের অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় রাঙ্গাপানি লেভেল ক্রসিংয়ে কয়লাবোঝাই মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। আপ লাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। পৌনে ৯টা নাগাদ সেটিকে সরানো হলে খুলে দেওয়া হয় লেভেল ক্রসিং। ফলে কিছু ট্রেন দেরিতে চলেছে। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার সময় ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের নীচ দিয়ে পার হন অনেকে। ছবি : সৌরভ রায়

ফিরেও স্বস্তি নেই পরিযায়ীদের

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৯ জুলাই : অনেক দিন ঝাঁট পড়েনি বাড়িটায়। পড়বে কী করে? মানুষগুলোই তো ছিলেন না। বহু মাস বাইরে থাকার পর দিন চারেক আগে ফিরেছেন সকলে। বাড়ির চারপাশে এখনও অযত্নের ছাপ। জরাজীর্ণ টিনের বেড়ার দরজাটা ঠেলে একচিলতে উঠোনে পা রাখতেই চোখে পড়ল, ঠিক যেন সেই সহজ পাঠ-এর ছবি। 'উ ঊ/ ভাত রাঁধে বড় বউ'। থুড়ি, বারান্দায় বসে ভাত রাঁধছিলেন আসিদুলের স্ত্রী মানো খাতুন। পিছন থেকে তাঁর পিঠে হামলে পড়ে গলা জড়িয়ে সাড়ে তিন বছরের বালক, রেহান। পাশে বসা পাংশু মুখে আসিদুল বললেন, 'মুখের ভাষাটাই আমাদের কাজ আর পেটের ভাত কেড়ে নিল, জানেন? আজ ভাত রান্না হচ্ছে। কাল কী হবে, জানি না!' ইটাহারের আলগ্রাম থেকে অন্তত ৭০-৮০টি পরিবার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দিল্লি ও হরিয়ানায় গিয়ে থাকছেন। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন পরিবারের সদস্যরা। মহিলারা কেউ গৃহ পরিচারিকা, কেউ রান্নার কাজ করেন। পুরুষরা কেউ নির্মাণশ্রমিক, কেউ অন্য কাজে

এই বাসে ফিরেছেন শ্রমিকরা।

বা অন্য পেশায়। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখানকার পুলিশের অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ। অভিযোগ, যখন-তখন হানা দিয়ে পুলিশ তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি সন্দেহে। তারপর চলছে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। পুলিশি ধরপাকড় ও অত্যাচারের আতঙ্কে এবার ভিনরাজ্য ছেড়ে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। প্রায় প্রতিদিনই বাসে-ট্রাকে গাদাগাদি করে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে শয়ে-শয়ে শ্রমিক ফিরে আসছেন দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব, গুজরাট থেকে। বাংলায় কাজ নেই। কাজ মিললেও ভালো মজুরি মেলে না। ইটাহার, বুনিয়াদপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে শুরু করে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় লাক্সারি বাস থেকে নামছেন ঝাঁকে ঝাঁকে গতর খাটা মানুষ। তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। কাজ হারানোর যন্ত্রণা। হতাশার অন্ধকার। যেন স্বদেশেই সকলে শরণার্থী।

আলগ্রামের সাইদুল হক বলেন, 'দিল্লিতে ব্যাংক থেকে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটা ছোট গাড়ি কিনেছিলাম। নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাত্রী বহন করে সংসার চালাতাম। গাড়িটা ওখানেই ফেলে রেখে আসতে হল। মাথার উপরে এখনও আড়াই লাখ টাকা ঋণের বোঝা। কী করে ঋণ শোধ করব, আর কী করে পেটের ভাত জোগার করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

কনভেনশন

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : মঙ্গলবার জগতাগাঁও নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে চার দফা দাবি নিয়ে একটি গণকনভেনশনের আয়োজন করা হয়। জগতাগাঁও হাইস্কুলের হলঘরে কনভেনশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক দয়াল সিংহ বলেন, 'গ্রামের রাস্তায় ডাম্পার চলাচল নিষিদ্ধ করা, সম্প্রতি দুর্ঘটনায় এক স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর মিথ্যা মামলা থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে আমরা কনভেনশন করেছি।' এদিনের কনভেনশনে এলাকার প্রচুর মানুষ এসেছিলেন বলে দয়াল জানিয়েছেন।

ভয় পাহাড়পথে

প্রথম পাতার পর

ফলে সারারাত ওই এলাকার বাসিন্দারা জেগে তিস্তায় নজর রাখেন। অনেকে বাড়ির জিনিসপত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখেন। ভোরেই তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা দেখেন জাতীয় সড়ক, পেশক রোড জলের তলায়। ফিরে আসে ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবরের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতি। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সোমবার রাতেই তিস্তা নদীসংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়। জেলা প্রশাসন সবসময় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। সমস্ত দপ্তরের আধিকারিক থেকে কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার সকালে তিস্তাবাজারের রবিঝোরায় যেখান থেকে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার পেশক রোড নেমে গিয়েছে, সেখানে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বইতে শুরু করে। ফলে একদিকে সেবক, অন্যদিকে কালিম্পংয়ের চিত্রেতে সমস্ত যানবাহন আটকে দেওয়া হয়। বেলা বাড়তেই ২৯ মাইলেও জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে তিস্তার জল বইতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, অতীতে এভাবে ২৯ মাইলে তিস্তা নদীর জল উঠেছে, তাঁদের মনে পড়ছে না। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত তাঁরা। তবে, দুপুর ১২টার পর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। দুপুর দুটো নাগাদ পেশক হয়ে দার্জিলিংগামী ১২ নম্বর রাজ্য সড়কেও শুরু হয় যান চলাচল। তবে দুপুর ১২টায় জাতীয় সড়কটি দিয়ে যান চলাচল শুরু হলেও সিকিমের পথ ছিল বন্ধ। কেননা, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ রংপো এবং চিত্রের মাঝে ১০ মাইলে ধস নামে। পাহাড় থেকে বড় বড় বোল্ডার, মাটি-পাথর আছড়ে পড়ে রাস্তায়। জাতীয় সড়কটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড দ্রুত ধস সরানোর কাজ শুরু করে। বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ সম্পূর্ণভাবে ছন্দে ফেরে জাতীয় সড়কটি।

দুটি ছিনতাই

প্রথম পাতার পর

তবে রেইকি করার ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতা করছে স্থানীয় কারা?

সেক্ষেত্রে লোকাল লিংকের বিষয়টা নিয়ে ভাবাচ্ছে পুলিশকে। কারা সেই লোকাল লিংকের কাজ করছে, সে ব্যাপারে কার্যত কোনও সূত্রই নেই পুলিশের কাছে। হিলকার্ট রোডে সোনার গয়না লুট কাণ্ডে লোকাল লিংক হিসেবে কাজ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল চোপড়ার এক দুষ্কৃতী। পুলিশের কর্তাদের কথায়, বাইরের গ্যাংয়ের সদস্যদের মধ্যে একজন-দুজন যতই এলাকা চিনুক না কেন, স্থানীয় কেউ দিনের পর দিন রেইকি না চালালে এভাবে নিপুণ অপারেশন করা যায় না। সোমবারের ঘটনাতেও নিপুণ অপারেশন চালানো হয়েছে। ওই দুই দুষ্কৃতী পরিষ্কার জানত, তাদের কখন অপারেশন করতে হবে, কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইকে দুই দুষ্কৃতী পাতি কলোনির রাস্তা দিয়ে হিলকার্ট রোডের দিকে বেরিয়ে যায়।

এদিকে, গোটা ঘটনায় মাটিগাড়া এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এদিন ফাঁকা দোকানেই বসেছিলেন কুশ বর্মন। তিনি বলেন, 'থানার কাছেই দোকান। ভাবতে পারিনি, এরকম কোনও কাণ্ড ঘটে যাবে।' ডিসিপি (ওয়েস্ট)-এর কথায়, 'আমরা মোবাইল পেট্রলিং, টহলদারি ভ্যানের টহলদারির পাশাপাশি নাকা চেকিং আরও বাড়াচ্ছি।'

দাবি শা'র

প্রথম পাতার পর

জঙ্গি নিধনে সরকার সাফল্য দাবি করলেও পহলগামে হামলায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগে কেন্দ্রকে সংসদে বিঁধেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা।

কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'নেতৃত্ব মানে কাঁটার মুকুট, শুধু সাফল্য নয়, ব্যর্থতার দায়ও নিতে হয় সরকারকে। ঘটনার তিন মাস পর যদি হামলাকারীদের মারা হয়, তাহলে কি তা গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়?' কটাক্ষের সুরে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই তিন জঙ্গি মারা পড়ল। আমরা যদি দু'মাস আগে আলোচনা করতাম, তাহলে জঙ্গিরা আরও আগে মারা যেত।'

সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও পহলগামের হামলায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল বলে মন্তব্য করেন লোকসভায়। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রশ্ন তোলেন, 'হামলার ঠিক আগে প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর সফর বাতিল করলেন কেন? তাহলে কি আগে থেকেই কোনও খবর ছিল? পাকিস্তানকে গালি দেবেন আর ভোজে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন?' তাঁর কথায়, 'এই দ্বিচারিতা চলতে পারে না। আপনি নিজে ভুল করেন এবং অন্যদের শিক্ষা দেন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য অপারেশন মহাদেব-এর সাফল্যের বিস্তারিত খতিয়ান দেন লোকসভায়। সেই প্রসঙ্গে বারবার কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, চিদম্বরমের বক্তব্যে পাকিস্তান ক্লিনচিট পাচ্ছে। তাঁর ভাষায়, 'জঙ্গিরা পাকিস্তান থেকে এসেছিল কি না, জানতে চেয়ে চিদম্বরম কী বলতে চেয়েছেন? পাকিস্তানকে আড়াল করে ওঁর কী লাভ? আমি চিদম্বরমকে বলতে চাই, ওই তিনজন যে পাকিস্তানি ছিল, তার সমস্ত প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।'

এই প্রসঙ্গে শা'র পালটা বিষোদ্গার, 'গোটা বিশ্বের সামনে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দিচ্ছেন। আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা খুশি হবেন অপারেশন মহাদেব-এর খবরে। কিন্তু দেখলাম ওঁরা খুশি নন, বরং হতাশ।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিশানায় ছিল নেহরু-গান্ধি পরিবারও। বাটলা হাউস এনকাউন্টার প্রসঙ্গে তাঁর কথায়, '২০০৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে দেখলাম, সলমন খুরশিদ কাঁদছেন। ভেবেছিলাম, গুরুতর কিছু ঘটেছে। উনি তখন বলেন, বাটলা হাউসের জন্য সোনিয়া গান্ধি কাঁদছিলেন। সোনিয়া গান্ধির উচিত ছিল, শহিদ পুলিশ আধিকারিক মোহন শর্মার জন্য কাঁদা।'

জবাব দিতে দেরি করেননি সোনিয়া-কন্যা প্রিয়াংকা। লোকসভাতেই মঙ্গলবার প্রিয়াংকা বলেন, 'আমার মা কেঁদেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর স্বামীকে সন্ত্রাসে হারিয়েছেন। সেই যন্ত্রণার মধ্যে আজও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি। আমাদের দল দেশের উন্নয়নে অনেক অবদান রেখেছে, কিন্তু আপনার এমন একটিও অর্জন নেই।'

শা অবশ্য ইউপিএ সরকার কতজন জঙ্গির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল বলে প্রশ্ন করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, 'আমি রাহুল গান্ধিকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনাদের সময় গুরুতর জঙ্গি হামলার পর আপনারা কী পদক্ষেপ করেছিলেন, আগে বলুন।' তবে পহলগামের জঙ্গিরা কোথা থেকে কীভাবে এল, তার আগাম তথ্য না থাকার ব্যর্থতা মেনে নেন তিনি।

চিনা নাগরিককে নিয়ে সংশয়

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৯ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে আটক 'চিনা নাগরিক'-এর পরিচয় নিয়ে ধন্দে এসএসবি ও পুলিশ। সোমবার বিকেলে পানিট্যাঙ্কি মেচি সেতু দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানদের জালে ধরা পড়ে একাধিক নাম বিশিষ্ট ওই ব্যক্তি। তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে বিওপিতে নিয়ে যান জওয়ানরা। সেখানে এসএসবি আধিকারিক ও গোয়েন্দারা আটক ব্যক্তিকে জেরা করেন। এসএসবি সূত্রে খবর, তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে সুইৎজারল্যান্ডের দুটি পাসপোর্ট। একটি পাসপোর্টে তাঁর নাম খামরিতশাং সেতেন গুরমে। অপর পাসপোর্টে তাঁর নাম সেঙেতাং কর্মা জিমি তাঁর কাছ থেকে নেপালের একটি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র পেয়েছে এসএসবি। তাতে আবার নাম জ্ঞাবং চদার লামা। কেন সে

নামের বাহার, একাধিক পাসপোর্ট

খড়িবাড়ি থানায় ধৃত চিনা নাগরিক। -সংবাদচিত্র

ভারতে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করেছে? এমন প্রশ্নে তাঁর দাবি, তিনি ভারতের দেরাদুনে জন্মেছেন। তাই জন্মসূত্রে ভারতীয় হওয়ায় তিনি নাকি ভিসা ছাড়া নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে নাম সংশয়, অসংলগ্ন কথাবার্তা ও গতিবিধির জন্য এসএসবি মঙ্গলবার ভোরে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেও উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি ভিসার আবেদন

> মঙ্গলবার ধৃত চিনা নাগরিককে ফরেনার্স আইনে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।
>
> **অভিজিৎ বিশ্বাস**
> *ওসি, খড়িবাড়ি থানা*

করেছেন। পুলিশের জেরায় তিনি দাবি করেছেন, তিনি সুইৎজারল্যান্ডের বাসিন্দা। সুইৎজারল্যান্ডের কান্টন জুরিচ এলাকায় তিনি বসবাস করেন। বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনার জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তবে সুইৎজারল্যান্ডের পাসপোর্ট অনুযায়ী, তিনি চিনের বাসিন্দা। সবমিলিয়ে তাঁর নাম ও গতিবিধি নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ দেখা দিয়েছে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের মধ্যে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'মঙ্গলবার ধৃত চিনা নাগরিককে ফরেনার্স আইনে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়, গতিবিধি ও বিভিন্ন দেশ ঘোরার মূল উদ্দেশ্য কী, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

পানিট্যাঙ্কি মুক্ত সীমান্ত। ভারত-নেপাল সরকারের চুক্তি অনুযায়ী এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে কেবলমাত্র নেপাল ও ভারতের নাগরিকরাই পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু তৃতীয় কোনও দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে নেপাল থেকে ভারতে কিংবা ভারত থেকে নেপালে যেতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রয়োজন। কেউ এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাবে সীমান্ত পারাপার করে, আবার কেউ সচেতনভাবেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একাজ করে থাকে বলে মনে করে এসএসবি এবং পুলিশ।

পিতৃহারা সংবাদকর্মী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টোর বিভাগের কর্মী পিন্টু অধিকারীর বাবা রমেশ অধিকারী (৬৩) মঙ্গলবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে।

স্কুলে যৌন হেনস্তা, ধৃত

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তকে কোনওমতে বের করে আনা হয়। এরপর ফের তাঁর উপর চড়াও হন অভিভাবকদের একাংশ।

তুমুল ধস্তাধস্তির মধ্যে কোনওভাবে অভিযুক্তকে ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরাই পুলিশকে ফোন করে ডেকেছেন। প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'সোমবার স্কুল শেষ হওয়ার পর আমি বিষয়টা জানতে পারি। তারপর ওই স্কুল ছাত্রী ও তার অভিভাবককে ডাকি। পুরোটা শোনার পর অভিযুক্ত সাফাইকর্মীকে ফোন করি। ওই সাফাইকর্মীর স্ত্রী ফোন ধরেন। তিনি জানান, সাফাইকর্মী বাইরে গিয়েছেন। এরপর আমি সাফাইকর্মী ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলার পর সিদ্ধান্ত নিই, মঙ্গলবার সাফাইকর্মী এলেই তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেইমতোই এদিন তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিই।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সোমবার বিষয়টি জানার পরই কেন প্রধান শিক্ষক পুলিশের দ্বারস্থ হলেন না? তাহলে কি পুলিশের ভূমিকার ওপর আস্থা ছিল না স্কুল কর্তৃপক্ষের? প্রধান শিক্ষকের সাফাই, 'অভিযুক্ত যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পুলিশের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষকের ঘরে বসেই নির্যাতিত ছাত্রীর অভিভাবক, পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযোগপত্র লেখেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধামাচাপা দেওয়ার কথাও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়।

মঞ্জুশ্রী দাস নামের এক অভিভাবকের কথায়, 'অভিযুক্তের কড়া শাস্তি প্রয়োজন। অথচ স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আগেও দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে।' যদিও এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি প্রধান শিক্ষক।

পুণ্যের সন্ধানে।। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই রুদ্রপ্রয়াগে ভিড় ভক্তদের। মঙ্গলবার। -পিটিআই

বধূকে ফেরালেন গ্রামবাসী

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : দুই মাস ধরে নিখোঁজ বধূকে ফেরালেন গ্রামবাসী। রুপালি দাস নামে ওই তরুণী বনগাঁর গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ার বাসিন্দা। সোমবার তরুণীকে রাঙ্গাপানি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একা ঘোরাফেরা করতে দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর তাঁকে স্থানীয় কিরণ প্রধান এবং ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ঢালি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পরিচয় জানতে পারেন।

সব জানতে পেরে তাঁরাই স্টেশনপাড়ায় ওই তরুণীর একরাত থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হয়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার স্ত্রীকে নিতে আসেন স্বামী রবি দাস। জামাইষষ্ঠীর সময় ওই মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

অস্ত্র পাকিস্তান

প্রথম পাতার পর

১৯৩টি দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছে।' তাঁর বক্তব্যের আগে মঙ্গলবার লোকসভায় রাহুল প্রশ্ন তোলেন, 'যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান সফল হয়, তবে কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৯ বার বলেছেন, তিনিই ভারত-পাক সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতির বন্দোবস্ত করেছেন?'

মোদির উদ্দেশে রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদের কটাক্ষ, 'একদিকে আপনি বলছেন, সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, আরেকদিকে ট্রাম্প দাবি করছেন, তিনি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তাহলে কে সত্যি বলছে?' রাহুলের অভিযোগ, মোদি সরকারের ভ্রান্ত বিদেশনীতির কারণেই চিন-পাকিস্তান জোট জমাট বাঁধছে। চিনের থেকে সমস্ত রণকৌশলগত সহায়তা পাচ্ছে পাকিস্তান। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়েরও তীব্র সমালোচনা করেন রাহুল।

পালটা কংগ্রেসকে 'রাজনীতিগতভাবে দেউলিয়া' বলে সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতীয় সেনার ওপর কংগ্রেসের ভরসা নেই বলেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আপনারা এসব করে সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হতে পারবেন। কিন্তু দেশবাসীর মনে জায়গা পাবেন না।' তাঁর কথায়, 'পাকিস্তানের পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের হুমকি আর কার্যকর নয়। ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রমাণ করেছে, সীমান্তের ওপারে সুনির্দিষ্ট আঘাতে পাকিস্তানের একাধিক এয়ারবেস ও সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

রাহুল অবশ্য মনে করিয়ে দেন, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক উসকানিমূলক ভাষণের পরেই পহলগাম হামলা হয়েছে, এবং এই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ওই পাক সেনা অফিসার। অথচ তাঁর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'দেশ আপনার ভাবমূর্তি, প্রচার, পিআরের উর্ধ্বে। এটা আগে বুঝুন।'প্রধানমন্ত্রী পালটা বলেন, এই অধিবেশন ভারতের বিজয়, গৌরবের অধিবেশন। এই বিজয়োৎসব সন্ত্রাসবাদের হেডকোয়ার্টারকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার। সিঁদুরের শপথ পূরণ করার বিজয়োৎসব, ভারতীয় সেনা শৌর্যের, ১৪০ কোটি ভারতীয় একতা, বিজয়ের বিজয়োৎসব। ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলব বলে দাঁড়িয়েছি। আর যাঁরা ভারতের পক্ষ দেখেন না তাঁদের আয়না দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

কটাক্ষ নৌশাদের

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ভিনরাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার ইস্যুতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন নৌশাদ সিদ্দিকী। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীকেও ভোটব্যাংকের রাজনীতি করার জন্য নৌশাদ আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

বিধানসভার সংখ্যালঘু বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির আট সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এদিন ইসলামপুরে পৌঁছান নৌশাদ। তারপর এদিনই স্ট্যান্ডিং কমিটি রায়গঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেয়। তার আগে নৌশাদ বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধন তো এই প্রথম হচ্ছে না। ২০০২ সালে ভোটার তালিকা সংশোধনে ২৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তখন শাসক বা বিরোধী, কেউই হইচই করেনি।'

১৫ কোটি বরাদ্দ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় রাস্তা ও কালভার্ট তৈরি করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ১০টি রাস্তার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এলাকার উন্নয়নে নতুন করে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় মঙ্গলবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ উত্তরকন্যায় গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকা দিয়ে মহকুমা পরিষদ এলাকার ১০টি রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। যার মধ্যে পিচের রাস্তা, পেভার্স ব্লক বসানো রাস্তা, কংক্রিটের রাস্তা রয়েছে।

চা পর্ষদে ক্ষুদ্র চাষিরা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : কাঁচা চা পাতা তোলার সময়সীমা ৩০ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা, চা পাতার ন্যূনতম সহায়কমূল্য নির্ধারণ সহ নানা দাবিতে মঙ্গলবার ভারতীয় চা পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দিল নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফে এদিন চা পর্ষদের উত্তরবঙ্গ অফিসে গিয়ে ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছে দাবিগুলি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল বলেছেন, 'কিছু চা কারখানায় চা তৈরির পরে যে বর্জ্য পড়ে থাকছে, সেগুলিও চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এর ফলে চায়ের গুণমান খারাপ হচ্ছে। এসব বন্ধ করতেও চা পর্ষদের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।'

নয়া দায়িত্বে প্রকাশ ও রোমা

আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : নয়া দায়িত্ব পেলেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। ওয়েস্ট বেঙ্গল আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে তাঁকে। রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে ওই দায়িত্ব দিয়েছে। প্রকাশ বলেন, 'আমি নিজে একজন আদিবাসী। তাই বোর্ডের মাধ্যমে আদিবাসীদের আরও উন্নয়ন করাই হবে প্রধান কাজ।' বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিধায়ক দুলাল মুর্মুকে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাকে বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে। বোর্ড সদস্য করা হয়েছে মোট ৮ জনকে।

'করোনেশন' কি আধাসেনার

প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনায় সেই তরুণকে গ্রেপ্তার হয়েছে। সেবকে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা যথাযথ নয় বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এই সমস্ত দিক চিন্তা করে সেতুর নিরাপত্তার দায়িত্ব আধাসামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

এই সেতুতে নাশকতার চেষ্টা হলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, মঙ্গলবার সকালে তার মহড়া দেয় এসএসবি। মালবাজারে মোতায়েন এই আধাসেনাবাহিনীর ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের সঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ এবং মংপং আউটপোস্টের পুলিশ মহড়ায় অংশ নেয়। মহড়ায় করোনেশন সেতুর ওপর নাশকতার বাতাবরণ তৈরি করা হয়। সেতুর ওপর কোনও গাড়িতে আইইডি জাতীয় বিস্ফোরক থাকলে নিষ্ক্রিয় করার অনুশীলন ছিল এই মক ড্রিলের অংশ।

মহড়া চলাকালীন সেতুর দু'দিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। তিন ধাপে মক ড্রিল চলায় যান চলাচলে খুব সমস্যা হয়নি। সশস্ত্র সীমা বলের এক আধিকারিক বলেন, ঘণ্টা দুয়েক মক ড্রিল হয়েছে। সেই সময় মাইকে উপস্থিত সকলকে সচেতন করা হয়েছে।

একইদিনে সেবকে আরেকটি মক ড্রিলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আহতদের উদ্ধার করার কৌশল দেখায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পাহাড়ে ধসে মানুষ চাপা পড়লে কীভাবে উদ্ধার করতে হয়, তার মহড়া দেয় এনডিআরএফ এবং এসএসবি'র আরআর টিম। তবে তিস্তায় জল বেড়ে যাওয়ায় নদী থেকে উদ্ধারের মহড়া সম্ভব হয়নি। এনডিআরএফের কোম্পানি কমান্ডার সঞ্জয়কুমার রঞ্জন বলেন, 'বিপর্যয় থেকে উদ্ধার এক রকমের কৌশল। সেটাই অনুশীলন করা হল।'

জানতে আরেকবার লাইনে

প্রথম পাতার পর

হয়েছেন ৩২ বছর আগে। মাতৃদেবী ১৫ বছর স্বর্গবাসী। তাঁরা যে ছিলেন তার প্রমাণ তো আমি। তাঁরা নইলে আমি হতাম কী করে! সে সময় তো সবাই বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হতেন। এখনকার মতো এত হাসপাতাল, নার্সিংহোম তো সে আমলে ছিল না। তাঁদের জন্মের প্রমাণপত্র আনতে হলে আমার চোখ বোঁজা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে।

এত সাত-পাঁচ নানা ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়েছে দিল্লির বাবুদের। ভোটার তালিকায় যে গাদা গাদা ভূত রয়েছে, তা সবার জানা। যে দল বিরোধী থাকে, তাদের হইহট্টগোলে এনিয়ে কান পাতা দায় হয় প্রতিটি ভোটের আগে। এখন সেই ভূতেদের ওঝা হয়ে আসরে নামতে হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। একসময় সবাইকে সচিত্র ভোটার কার্ড নিতে হবে বলে আদেশ হল। দৌড়ঝাঁপ করে সেই কার্ড বানানো হল।

ভাবলাম, তাহলে এতদিনে কার্ড নিয়ে এদেশি হলাম। এবার কোঅহমের জুতসই জবাব পেলাম। আর নিজের পরিচয় নিয়ে ধন্দে থাকতে হবে না। সবকিছু খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হল কার্ড। ভাবলাম, ভোটার কার্ড মানে আমি নাগরিক, স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একজন।

আমার পিতৃপুরুষদের ভিটে বলে যা জেনেছি তা আমার কাছে কামশ্চাটকা বা উলানবাটোরের মতোই সুদূরের কোনও বস্তু। দেখিনি। জানি না। শুনেছি মাত্র। যাঁদের কাছে শোনা, তাঁরা কেউ আর সাক্ষ্য দিতে ধরাধামে নেই। তো সেই ভোটার কার্ড হাতে নিয়ে কতবার ভোট দিলাম। সরকার হল। সরকার পড়েও গেল। ও হরি! সেখানেই শেষ নয়।

ওই ভোটার কার্ডের পর প্রচুর হইহট্টগোল করে এল আধার কার্ড। যে কার্ডের আধারে রইবে আমার সব তথ্য। নাগরিক হলাম। তারপর যখন যেমন হুকুম হয়েছে, করেছি। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সে কার্ড জুড়তে দৌড়ঝাঁপ করেছি। তারপর রান্নার গ্যাসের সঙ্গে আধার জুড়েছি। কখনও প্যান কার্ডের সঙ্গে, কখনও র‍্যাশন কার্ডের সঙ্গে আধার জুড়তে হবে। যেমন যেমন বলা হয়েছে তেমন গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছি। হাসিমুখে ভোগান্তি সয়েছি। নাগরিকত্ব বলে কথা! এখন বলা হচ্ছে, আধার একটা পরিচয়পত্র মাত্র। আদৌ নাকি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। বোঝো ঠেলা।

এবার এসেছে নিবিড় সংশোধন। বলা হল, ওইসব আধার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড মোটেই নাগরিকের পরিচয় বহন করে না। এত কাঠখড় পুড়িয়ে সরকারি টাকার শ্রাদ্ধ করে তাহলে কাজের কাজ হল কী? চতুর্দিকে মস্ত শোরগোল, ভোটার লিস্টে নাকি বাংলাদেশের গাদা গাদা লোকজন, অনুপ্রবেশকারী, যাঁরা অমিত শা'র ভাষায় উইপোকা, তাঁদের ঝাড়েবংশে খেদিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে রোহিঙ্গারা। যত সংখ্যায় রোহিঙ্গা বাংলা থেকে তাড়াবেন বলে বিজেপি নেতারা রোজ হুংকার দিচ্ছেন, গোটা দুনিয়ায় অত রোহিঙ্গা নেই।

সে যা হোক, আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি, ভোটের আগে তালিকা ঝাড়াই-বাছাই করে নিজেদের পছন্দমতো ভোটারদের নাম রাখতেই এত যুদ্ধ ঘোষণা। কাদের বাদ দেওয়া হবে, তা কোলের শিশুও বলতে পারে। দেশজুড়ে দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র বাংলাদেশি খোঁজার নামে বাঙালিদের খেদানো শুরু হয়েছে। এই তালেগোলে কোঅহমের ফয়সালা হবে কী করে!

খাঁটি নাগরিক খুঁজতে এবার আমাদের হাতে ধরানো হয়েছে এগারো দফা লিস্টি। এখন সেই লিস্ট ধরে ধরে আবার দৌড়ঝাঁপ করার জন্য তৈরি হতে হবে। নাগরিক হওয়া কি মুখের কথা! আমি কে, এই প্রশ্নের জবাবে আরও একবার দাঁড়াতে হবে আমাকে, আমাদের। তারপরও কি নিজেকে জানা শেষ হবে? কে বলতে পারে!

ফাঁকতালে শতরান, কটাক্ষ স্টেইনের

৮৯ রানে তো আমিও ছাড়তাম না : বয়কট

লন্ডন ও ডারবান, ২৯ জুলাই : মাঝে একটা দিন। বৃহস্পতিবার সিরিজের নির্ণায়ক টেস্ট।

যদিও বেন স্টোকসের 'হ্যান্ডশেক' বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই। ক্রিকেটীয় স্পিরিট কে বা কারা নষ্ট করেছে, তা নিয়ে দুই শিবিরে বিভক্ত ক্রিকেট দুনিয়া। এদিনও তারই আঁচ জিওফ্রে বয়কট, ডেল স্টেইনের প্রতিক্রিয়ায়। স্টেইন যেখানে ইংল্যান্ডকে সমর্থন করে কাঠগড়ায় তুলেছেন রবীন্দ্র জাদেজাকে, সেখানে বয়কটের সমালোচনার মুখে নিজের দেশের অধিনায়ক স্টোকসই।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বয়কটের সাফ দাবি, তিনি যদি ৮৯ রানে ব্যাট করতেন, তাহলে কখনোই রাজি হতেন না ড্রয়ের প্রস্তাব মেনে ম্যাচে ইতি টানতে। শতরান করেই ফিরতেন। রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন। শতরান ওঁদের পাওনা ছিল। ইংল্যান্ডের উচিত ছিল, সেঞ্চুরির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ভারতীয় ব্যাটারকে সেই সময় দেওয়া। খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য জাদেজাদের কোনওভাবে দোষারোপ করা যায় না।

স্টাম্প মাইক্রোফোনে স্টোকসের যে কথাবার্তা ধরা পড়েছে, তা নিয়েও সমালোচনার সুর বয়কটের মুখে। যুক্তি, জাদেজারা কোনও ভুল করেননি, স্পোর্টসম্যানশিপ বজায় রেখে যা মেনে নেওয়া উচিত ছিল স্টোকসের। কিংবদন্তি ওপেনার আরও বলেছেন, 'এই ভারতীয় ক্রিকেটাররা অত্যন্ত কঠিন মানসিকতার। সহজে ওদের কোণঠাসা করা সম্ভব নয়। এমনকি দীর্ঘ পরিশ্রমের শেষে দলের হার বাঁচানোর পর যদি আমি ৮৯-এ ব্যাট করতাম, তাহলে শতরানের সুযোগ ছাড়তাম না। জাদেজা, সুন্দরের শতরান প্রাপ্য ছিল। প্রবল চাপের মুখে যেমন বল ছাড়াতে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে, তেমনই দারুণভাবে নিজেদের রক্ষণ আগলে রেখেছে। সাবাস।'

> সামো (শামসি) এই বিতর্কের কয়েকটা দিক রয়েছে। আমার যুক্তি, ব্যাটাররা কিন্তু সেঞ্চুরির জন্য খেলছিল না। ওরা লড়াই করেছে ড্রয়ের জন্য। সেটা নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও শতরানের জন্য খেলা চালিয়ে যাওয়া, এটা কি ভদ্রলোকের মতো হয়েছে? ওরা ভেবেছে দল নিরাপদ, এবার ফাঁকতালে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন সেরে ফেলা যাক।
>
> **ডেল স্টেইন,** জাদেজা-স্টোকস বিতর্কে

বয়কটের পরামর্শ, বিতর্ক ভুলে ওভাল টেস্টের দিকে চোখ রাখা উচিত। আর গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচে জোফ্রা আর্চারকে ইংল্যান্ড পাবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নন। প্রাক্তনের মতে, গত দুই টেস্টে ৯০ ওভারের কাছাকাছি বল করেছে দীর্ঘ চার বছর পর টেস্ট দলে ফেরা আর্চার। বাড়তি বোলিংয়ের ধকলটা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টের শেষ ইনিংসে বোঝা গিয়েছে। ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত আর্চারের ওয়ার্কলোড নিয়ে সতর্ক থাকা।

এদিকে, হ্যান্ডশেক বিতর্কে একেবারে উলটো সুর স্টেইনের। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের সমর্থন স্টোকসের দিকে। ইংল্যান্ড অধিনায়কের সুরে সুর মিলিয়ে স্টেইনের দাবি, ম্যাচ বাঁচানোই মূল লক্ষ্য ছিল জাদেজা-সুন্দরের। লক্ষ্য পূরণের পর শতরানের জন্য খেলা চালিয়ে যাওয়া 'ক্রিকেটীয় স্পিরিটের' পরিপন্থী। অভিযোগ, কার্যত 'ডেড ম্যাচ' পরিস্থিতিতে ফাঁকতালে শতরান করেছেন দুই ভারতীয় ব্যাটার।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বর্তমান স্পিনার তাবরেজ শামসি সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'বেন স্টোকসের প্রস্তাবে রাজি হবে কি হবে না, সেটা সম্পূর্ণ ভারতীয় দলের সিদ্ধান্ত। সেই অধিকার রয়েছে ওদের। প্রস্তাব ফেরানোর মধ্যে কোনও ভুল নেই। অযথা ভারতীয় দলের সমালোচনার করা হচ্ছে। কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্দান্ত লড়াই করেছে দুজনে। শতরান প্রাপ্য, সেটাই করেছে।'

শামসির যে পোস্টেই জাদেজাদের নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্টেইনের। বলেছেন, 'সামো (শামসি) এই বিতর্কের কয়েকটা দিক রয়েছে। আমার যুক্তি, ব্যাটাররা কিন্তু সেঞ্চুরির জন্য খেলছিল না। ওরা লড়াই করেছে ড্রয়ের জন্য। সেটা নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও শতরানের জন্য খেলা চালিয়ে যাওয়া, এটা কি ভদ্রলোকের মতো হয়েছে? ওরা ভেবেছে দল নিরাপদ, এবার ফাঁকতালে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন সেরে ফেলা যাক।'

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে শতরানের পর এভাবেই সেলিব্রেশন করতে দেখা যায় রবীন্দ্র জাদেজাকে।

স্বামীকে যোদ্ধা আখ্যা জাড্ডুর স্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : ব্যাট হাতে তলোয়ারবাজি। ব্যক্তিগত মাইলস্টোনে পা রাখার পর রবীন্দ্র জাদেজার যে সেলিব্রেশন বেশ জনপ্রিয়। প্রতিপক্ষ বোলারদের কচুকাটা করে অর্ধশতরান, শতরানের পর ব্যাটকে তলোয়ারের মতো ঘোরানো। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের স্বপ্নের শতরানের পর যদিও তা দেখা যায়নি! পঞ্চাশে পা রাখার পর ব্যাট ঘুরিয়েছিলেন। কিন্তু সেঞ্চুরির পর সেই পথে হাঁটেননি!

স্ত্রী রিভাবার মতে, ইনিংসটা খেলে একটু বেশিই আবেগতাড়িত ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। তলোয়ারবাজি না হলেও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে লড়াকু মানসিকতার অভাব ছিল না। বিজেপি-র বিধায়ক মিসেস জাদেজা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'তলোয়ার বেরোয়নি। কিন্তু ও একজন পুরোদস্তুর যোদ্ধা। আমার স্বামীর এই শতরান পরিশ্রম, একাগ্রতার ফসল। দলের যখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন এই ইনিংসটা এসেছে। চিরকাল সুখস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। যাকে আরও স্মরণীয় করে রেখেছে দলগত প্রচেষ্টা।'

যোদ্ধা জাদেজাকে নিয়ে আবার কিছুটা তির্যক মন্তব্য নভজ্যোৎ সিং সিধুর। প্রাক্তন ওপেনারের কথায়, সহকারী হিসেবে জাদেজা বেশ ভালো। কিন্তু জয়ের কারিগর হয়ে উঠতে পারেনি এখনও! ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে ম্যাচ বাঁচানো ইনিংসের পর যখন সবাই জাদেজা-প্রশস্তিতে ব্যস্ত, তখন উলটো পথেই হাঁটলেন সিধু।

জেতাতে পারে না, খোঁচা সিধুর

কপিল দেবের উদাহরণ টেনে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সিধু বলেছেন, 'জাদেজার এই ইনিংসের প্রচুর প্রশংসা প্রাপ্য। আমিও প্রশংসা করেছি। তবে কপিল দেব বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে বিদেশের মাটিতেও অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। কিন্তু জাদেজা সেখানে বরাবরই সহকারীর ভূমিকায়। এখনও ম্যাচ জেতাতে পারেনি। প্রথম টেস্ট থেকে এটাই দেখে আসছি।'

পণ্ডিতকে 'ছেঁটে' ফেলল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : ইয়ে তো হোনা হি থা!

অষ্টাদশ আইপিএলের মাঝেই কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষের। দলের হতশ্রী পারফরমেন্সের সুবাদে সেই সমস্যা আরও বেড়েছিল। শেষ আইপিএলের মাঝেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল, কোচ পণ্ডিতকে রাখছে না কেকেআর। রাতের দিকের খবর, শুধু কোচ চান্দু স্যরই নন, বোলিং কোচ ভরত অরুণকেও সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাইটরা। তাঁর সঙ্গেও সম্পর্কছিন্ন হয়েছে বলে খবর। যদিও বোলিং কোচ নিয়ে সরকারিভাবে নাইটদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আইপিএলের সময় থেকে শুরু হওয়া জল্পনায় আজ সিলমোহর দিল কেকেআর। বিকেলের দিকে কেকেআরের তরফে সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করা হয় কোচ চান্দু স্যরের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করার কথা। নাইটদের তরফে বলা হয়েছে, 'চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি কেকেআরের কোচ হিসেবে আর কাজ করতে চান না। অমূল্য অবদানের জন্য আমরা চান্দু স্যরের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর কোচিংয়ে আমরা আইপিএল চ্যাম্পিয়নও হয়েছি। শক্তিশালী ও লড়াকু দল তৈরি করে দিয়েছিলেন উনি। চান্দু স্যরের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

সরকারিভাবে কোচ পণ্ডিতের সঙ্গে নাইটদের সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার খবর সামনে আসার পর চান্দু স্যরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ফোন ধরলেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। সঠিক সময়ে তিনি মুখ খুলবেন বলে জানিয়েছেন। ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২৩ সালে কেকেআরের কোচ হয়েছিলেন চান্দু স্যর। চুক্তি ছিল তিন বছরের। সেই চুক্তি শেষ হয়েছিল আগেই। ২০২৬ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে প্রত্যাশিতভাবেই সেই চুক্তি নবীকরণ হল না। প্রথম মরশুমটা কোচ হিসেবে ভালো যায়নি তাঁর। ২০২৪ সালে কেকেআর আইপিএল খেতাব জিতেছিল। কোচ পণ্ডিতের সঙ্গে দলের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ২০২৪ সালের আইপিএলের পরই গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়ে যান। শেষ আইপিএলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন চান্দু স্যর। কিন্তু একেবারে শেষ দিকে ডোয়েন

ব্রাভোকে দলের মেন্টর করে দিয়ে চান্দু স্যরের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন কেকেআরের শীর্ষ কর্তারা।

বিষয়টি সেই সময় পছন্দ হয়নি চান্দু স্যরের। অষ্টাদশ আইপিএল শুরুর আগে মুম্বই থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকারে চান্দু স্যর তাঁর সেই অপছন্দের কথা ঘুরিয়ে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, দলের সাফল্য এলে ছবিটা বদলাবে। বাস্তবে সেটা হয়নি। দশ দলের প্রতিযোগিতায় আট নম্বরে শেষ করেছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। তারপরই নাইট কোচের পদে বদল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু সরকারি ঘোষণা হল আজ।

আর্চারের বিশ্রাম নিয়ে দ্বিধায় স্টোকসরা

লন্ডন, ২৯ জুলাই : চার বছর পর টেস্টে প্রত্যাবর্তন।

এমন কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না, যাতে আবারও চার বছরের জন্য মাঠের বাইরে চলে যায়। জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে ইংল্যান্ড থিংকট্যাংককে এভাবে সতর্ক করেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। নাসের হুসেনের গলাতেও একই সতর্কবাণী। কিন্তু নির্ণায়ক টেস্টে ইংল্যান্ড কি আর্চারকে বিশ্রাম দেওয়ার ঝুঁকি নেবে, বলা মুশকিল।

বেন স্টোকসও পুরো ফিট নন। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দ্বিতীয় ইনিংসে বারবার অস্বস্তিতে (পায়ের ক্র্যাম্প ও বাইসেপের সমস্যা) পড়েছেন। ব্যাকআপ হিসেবে তাই পেস অলরাউন্ডার জেমি ওভারটনকে ডাকা হয়েছে বৃহস্পতিবার শুরু নির্ণায়ক টেস্টে।

নির্ণায়ক টেস্টে একাধিক পরিবর্তন নিশ্চিত। মূল লক্ষ্য, তরতাজা পেস ব্রিগেড মাঠে নামানো। সেক্ষেত্রে ক্রিস ওকস, বেন স্টোকসদের ওয়ার্কলোড চিন্তার জায়গা। প্রথম দুই টেস্টে জোশুয়া টাঙ্গ খেলেছিলেন। মোটামুটি সফল। ব্রাইডেন কার্স মাঝারিয়ানায় আটকে। তাই চাইলেও আর্চারদের বিকল্প খুব বেশি নেই।

চিন্তায় রাখছে দুই টেস্টের মাঝে মাত্র তিনদিনের ব্যবধান। ফলে শারীরিক ও মানসিক ধকল কাটিয়ে ওঠার সময় কম। গত চার টেস্টেই কার্যত পাটা, ব্যাটিং সহায়ক উইকেট হয়েছে। ভারতের প্রায় প্রতি ইনিংসই একশো প্লাস ওভারের বেশি গিয়েছে। বোলারদের চাপটা তাই আরও বেশি নিতে হয়েছে। যে কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ড শিবিরের খবর, পেস ব্রিগেডে অন্তত দুটো পরিবর্তন হতে চলেছে। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ চার সাক্ষাৎকারে ওভালে জিতেছে ইংল্যান্ড। ধারাটা বজায় রাখতে শেষপর্যন্ত কী একাদশ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা বৃহস্পতিবার শুরু ওভাল টেস্টে নামায়, সেটাই দেখার।

'ব্যাটাররা অবশ্য গোটা সিরিজেই সফল'

ভারতীয় বোলিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহানে

মুম্বই, ২৯ জুলাই : পাঁচ ম্যাচের ম্যারাথন সিরিজ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও। প্রথম চার ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড এগিয়ে ২-১ ব্যবধানে। ওভালে শেষ টেস্ট ড্র রাখতে পারলে সিরিজ বেন স্টোকসদের কবজায়। ভারতের সামনে সেখানে জেতা ছাড়া রাস্তা খোলা নেই। আর জিততে হলে দরকার ২০ উইকেট। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতীয় দলের বোলিং পারফরমেন্সের পর যা নিয়ে আশঙ্কার দোলাচল।

আজিঙ্কা রাহানে ঠিক সেই আশঙ্কার কথাই শোনালেন এদিন। ভারতীয় দলের ব্যাটিং বিভাগের পারফরমেন্সকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেও বোলিং নিয়ে ভিন্ন সুর। জানিয়ে দিলেন, বোলিং নিশ্চিতভাবে চিন্তার জায়গা। ২-৩ জন বোলার ভালো করছে। কিন্তু বাকিরা সেই প্রয়াসে জল ঢালছে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফি ধরে রাখতে হলে যে দুর্বলতা দূর করা প্রয়োজন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রাহানে বলেছেন, 'ভারতীয় দল খুব ভালো ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে। বিশেষত ব্যাটিং বিভাগ। গোটা সিরিজেই ভরসা জোগাচ্ছে। প্রথম চার টেস্টেই রান করেছে ব্যাটাররা। চিন্তার জায়গা মূলত ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগ নিয়ে। ২-৩ জন পারফর্ম করছে। কিন্তু উলটোদিক থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পাচ্ছে না। এই সমস্যাটুকু সরিয়ে রাখলে চলতি ইংল্যান্ড সফরে ইতিবাচক ক্রিকেট উপহার দিচ্ছি আমরা। ক্রিকেটপ্রেমীরা যা উপভোগ করছে।'

সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজের মিলিত সংগ্রহ ২৮টি উইকেট। বুমরাহ এর মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি। আকাশ

অনুশীলনের মাঝে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় আকাশ দীপ।

দীপও ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন বার্মিংহামে। লর্ডসে সেখানে মাত্র ১ উইকেট এবং তারপর কুঁচকির চোট। পরিবর্ত অংশুল কম্বোজ হতাশ করেছেন। প্রসিধ কৃষ্ণার হালও প্রায় এক। রাহানের আরও চিন্তার জায়গা, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের মধ্যে কম ব্যবধান। বুমরাহ-সিরাজদের পক্ষে যে ওয়ার্কলোড সামলানো মোটেই সহজ হবে না।

রাহানের যুক্তি, 'দুইটি টেস্টের মধ্যে ৩-৪ দিনের ব্যবধান নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ। কারণ, একটা টেস্টের ধকল কাটিয়ে উঠে পরের ম্যাচে নামার আগে পর্যাপ্ত বিশ্রাম জরুরি। বিশেষত জোরে বোলারদের। আমি নিশ্চিত, শারীরিক ধকল কাটিয়ে উঠে কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত রাখবে, সেই সম্পর্কে ওরা ওয়াকিবহাল। এই কয়েকটা দিন ওদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, মানসিক ও শারীরিকভাবে এই চ্যালেঞ্জ সামলাতে সক্ষম হবে পেসাররা।'

লিগের লড়াইয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৬
(চাকু, ডেভিড, আশিক, নসিব, মার্ক, গুইতে)
বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : লাল-হলুদ আক্রমণের জোয়ারে গোল বন্যায় ভাসল বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব। সহজ জয়ে লিগের লড়াইয়ে ফিরে এল ইস্টবেঙ্গল এফসি।

জেসিন টিকে ছিলেন না। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হালকা চোট থাকায় তাঁকে নিয়েও কোনও ঝুঁকি নেননি লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। দলে থাকলেও প্রথম একাদশে রাখা হয়নি সিনিয়ার দলের তিন ফুটবলার মার্তণ্ড রায়না, মার্ক জোথানপুইয়া ও লালরামসাঙ্গাকে। মোহনবাগান ম্যাচের পর এদিন প্রথম একাদশে মোট পাঁচটি পরিবর্তন এনেছিলেন বিনো। তা সত্ত্বেও খেলায় কোনও প্রভাবই পড়ল না। বিএসএস স্পোর্টিংকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই জয়ের সুবাদেই লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এল বিনোর ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের একদম শুরুতেই ডেভিড লালহালানসাঙ্গার গোলমুখী শট রুখে দেন বিএসএস গোলরক্ষক। তবে ইস্টবেঙ্গলের লাগাতার আক্রমণ বেশিক্ষণ সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ১৮ মিনিটে তন্ময় দাসের ভাসানো কর্নার থেকে প্রথম গোল চাকু মান্ডির। প্রথম প্রচেষ্টায় প্রভাত লাকরার হেড প্রতিহত হলে ফিরতি বলে গোল করেন চাকু। ৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ডেভিডের। ঠিক ৩ মিনিট পর তাঁরই নিখুঁত পাস থেকে তৃতীয় গোলটি করেন মহম্মদ আশিক। প্রথমার্ধের এই তিন গোলই ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেয়। প্রত্যাবর্তন করতে হলে অলৌকিক কিছু করতে হত বিএসএস-কে। তবে ইস্টবেঙ্গল সেই সুযোগ দিলে তো। দ্বিতীয়ার্ধে বিনোর দল আরও আগ্রাসী। তাতেই ছত্রভঙ্গ বিএসএস রক্ষণ। লাল-হলুদের মাত্র ৪ মিনিটের ঝড়ে খরকুটোর মতো উড়ে গেল তারা। গোলগুলি করলেন নসিব রহমান (৭২ মিনিট), মার্ক জোথানপুইয়া (৭৪ মিনিট) ও ভানলালপেকা গুইতে (৭৫ মিনিট)।

গোলের পর সেলিব্রেশন ডেভিড লালহানসাঙ্গার।

ইস্টবেঙ্গল : গৌরব, বিক্রম, চাকু, প্রভাত, সুমন, তন্ময় (শ্যামল), নসিব, আশিক এস (গুইতে), রোশাল (রামসাঙ্গা), কে আশিক, ডেভিড (অনন্থু/মার্ক)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ অস্ট্রেলিয়ার

সেন্ট কিটস, ২৯ জুলাই : পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে আগেই ৪-০ ফলে এগিয়েছিল। লক্ষ্য ছিল হোয়াইটওয়াশ। সেই লক্ষ্যে সফল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের শেষ ম্যাচে তারা ৩ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। টসে জিতে প্রথমে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট করতে পাঠান অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ১৯.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সংগ্রহ করে ১৭০ রান। শিমরন হেটমায়ার সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন। অজিদের হয়ে বেন ডোয়ারসুইস ৩টি উইকেট পান। জবাবে শুরুতে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াও। কিন্তু পঞ্চম উইকেট জুটিতে ক্যামেরন গ্রিন ও মিচেল ওয়েনের ৬৩ রানের পার্টনারশিপ অজিদের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। গ্রিন ৩২ ও ওয়েন ৩৭ রান করেন। শেষপর্যন্ত ১৭ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

ফাইনালে বাংলার সামনে মণিপুর

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বুধবার অনূর্ধ্ব-১৬ ডাঃ বিসি রায় ট্রফির ফাইনাল খেলতে নামছে বাংলা। তাদের প্রতিপক্ষ মণিপুর। ফাইনালে বাংলার বড় ভরসা দুরন্ত ফর্মে থাকা স্ট্রাইকার রাজদীপ পাল। সেইসঙ্গে শিশির সরকার, রিন্টু মালিকরাও রয়েছে। এদিকে ফাইনাল দেখতে মঙ্গলবার অমৃতসর গিয়েছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

অনভিজ্ঞতাই পরাজয়ের কারণ, মানছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : এগিয়ে থেকেও পরাজয়।

সোমবার ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে একঝাঁক অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে কার্যত মাটি ধরিয়ে দিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু ম্যাচের শেষ মুহূর্তে লুকা মাজসেনের গোল ডায়মন্ডকে জয় এনে দেয়। স্রেফ অভিজ্ঞতার কারণে ম্যাচটা হারতে হয়েছে সাদা-কালো শিবিরকে।

মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুও স্বীকার করেছেন অনভিজ্ঞতা পরাজয়ের কারণ। বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। এদিন প্রত্যেকে নিজের সেরাটা দিয়েছে। তবে আমাদের দলে কোনও অভিজ্ঞ ফুটবলার ছিল না। অভিজ্ঞ ফুটবলারদের খেলাতে পারলে ম্যাচের রেজাল্ট অন্যরকম হতে পারত।' সজল বাগের ৮৩ মিনিটে দূরপাল্লার শটটা অনবদ্যভাবে বাঁচিয়ে দেন ডায়মন্ড গোলরক্ষক মিরশাদ মিচু। ওটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট মানতে নারাজ মেহরাজ। বলেছেন, 'সজলের শট টার্নিং পয়েন্ট বলা যাবে না। কারণ, আমরা তো প্রথমার্ধেও গোলের সুযোগ পেয়েছি। কাজে লাগাতে পারিনি।'

এদিকে, ডায়মন্ড হারবার তাদের পঞ্চম বিদেশি হিসেবে নাইজিরিয়ান মিডিও সানডে আফলোবিকে চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

দাবা বিশ্বকাপ জয়ের ট্রফি নিয়ে বিছানায় দিব্যা দেশমুখ।

জাপানের গ্রুপে ক্রিসপিনের ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : জাপানের গ্রুপে ভারত। সঙ্গে চাইনিজ তাইপে ও ভিয়েতনাম। তবু বিশ্বকাপে যাওয়ার আশা ভারতীয় মহিলা শিবিরে।

এদিন সিডনি টাউন হলে হয়ে গেল ২০২৬ মহিলা এএফসি এশিয়ান কাপের ড্র। আর এই ড্র অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন সংগীতা বাসফোর। এছাড়াও দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী। ড্র-তে সি গ্রুপের তিন নম্বর দল হিসাবে জাপানের গ্রুপে নাম ওঠে ভারতের। ৪ মার্চ পারথের রেকট্র্যাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে ভারত তার প্রথম ম্যাচ খেলবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে। একই মাঠে ৭ মার্চ জাপানের বিপক্ষে খেলা ও শেষ ম্যাচে চাইনিজ তাইপের মুখোমুখি হবে ১০ মার্চ। এই ম্যাচ ওয়েস্টার্ন সিডনি স্টেডিয়ামে। এই মুহূর্তে জাপান বিশ্বের সাত নম্বর দল। বাকি দুই দল ভিয়েতনাম (৩৭) এবং চাইনিজ তাইপেও (৪২) অনেকটা এগিয়ে ভারতের থেকে। এদিনের ড্র-তে অস্ট্রেলিয়ার টামেকা ইয়াল্লোপ ও দক্ষিণ কোরিয়ার জিওন ইউ-গেয়ংয়ের সঙ্গে মঞ্চে দেখা গেছে সংগীতাকে। এই বাঙালি ফুটবলারই থাইল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে দুই গোল করে ভারতকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে নিয়ে যান। এবার এশিয়ান কাপের আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া। তাদের গ্রুপে পড়েছে কোরিয়া রিপাবলিক, ইরান ও ফিলিপিন্স। গ্রুপ 'বি'তে ডিপিআর কোরিয়া, চিন, বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান। প্রতি গ্রুপের সেরা দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। এছাড়াও পয়েন্টের বিচারে দ্বিতীয় সেরা দুটি দলও যাবে শেষ আটে। এই আট দলই সরাসরি যাবে ২০২৭ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়া দলগুলি প্লে-অফ খেলার এবং সেখানেও হেরে যাওয়া দুই দল আন্তঃকনফেডারেশন প্লে-অফ খেলে বিশ্বকাপে যাওয়ার।

কোয়ার্টার ফাইনাল হওয়ার কথা ১৩ থেকে ১৪ মার্চ। দুটি সেমিফাইনাল ১৭ ও ১৮ মার্চ। এই সব ম্যাচই হবে সিডনি ও পারথে। ২১ মার্চ এশিয়ান কাপের ফাইনাল হবে সিডনির স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ায়। এখানেই ২০২৩ সালের ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালও হয়। এছাড়া প্লে-অফের ম্যাচ হওয়ার কথা গোল্ড কোস্টে।

ভারতের সূচি

ভিয়েতনাম (৪ মার্চ, পারথ)
জাপান (৭ মার্চ, পারথ)
চাইনিজ তাইপে (১০ মার্চ, সিডনি)

এএফসি এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাসের অনুষ্ঠানে সংগীতা বাসফোর।

গম্ভীর বনাম কিউরেটর নিয়ে তুলকালাম

লন্ডন, ২৯ জুলাই : ছিল প্রস্তুতির মঞ্চ। আচমকা সেই মঞ্চ বদলে গেল রণক্ষেত্রে!

ঐতিহ্যশালী ওভালের মাঠে ক্রিকেটীয় মণিমুক্তোর অভাব নেই। সেই মাঠেই অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের শেষ টেস্ট শুরুর দুইদিন আগে কিউরেটার লি ফর্টিসের সঙ্গে উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক সহ ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফরা হস্তক্ষেপ না করলে হয়তো গম্ভীর-ফর্টিসের হাতাহাতিও হতে পারত।

লর্ডস টেস্টের সময় দুই দলের মধ্যে অশান্তির আঁচ দেখা গিয়েছিল। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট ড্র হওয়ার সময় সেই অশান্তি চরমে পৌঁছেছিল। আজ ওভালে শেষ টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় কিউরেটারের সঙ্গে ভারতীয় কোচের এমন আচরণের নজিরবিহীন ঘটনা নিশ্চিতভাবেই পরিস্থিতি ঘোরাল করে দিয়েছে। যার প্রভাব নিশ্চিতভাবেই ওভাল টেস্টের আসরেও পড়তে চলেছে। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার কোচের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন ওভালের মাঠ কর্মীরা। যদিও ভারতীয় শিবিরের অভিযোগ ভিন্ন। ঘটনার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কোচ সীতাংশু বলেছেন, 'স্পষ্ট বলছি, আমরা কোনও ভুল করিনি। আমরা জানি কিউরেটার ও মাঠ কর্মীরা পিচ নিয়ে একটু বেশিই সংবেদনশীল থাকেন। মনে রাখবেন, আমরাও পেশাদার। নিজেদের কাজ ও দায়িত্বটা জানি। আমাদের কোনও বোলার, ক্রিকেটাররাই স্পাইক দেওয়া জুতো পরে পিচের কাছে ছিল না।'

ঘটনার সূত্রপাত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর ঘণ্টাখানেক পর। ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝেই আচমকা দেখা যায়, ওভাল কিউরেটারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে ভারতীয় দলের কোচের। অভিযোগ, পিচ ও তার পাশে কোচ গম্ভীর সহ টিম ইন্ডিয়ার বেশ কয়েকজন হাজির হয়েছিলেন। যাদের জুতোয় ছিল স্পাইক। তাই কিউরেটার ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্তত ২.৫ মিটার দূরে সরে যেতে বলেন। টিম ইন্ডিয়ার তরফে বলা হচ্ছে, ওভালের কিউরেটার বিশ্রীভাবে কোচ গম্ভীরকে সেই বার্তা দিয়েছিলেন। আর সেখান থেকেই শুরু নজিরবিহীন তর্কাতর্কির। কিউরেটারের বিশ্রী আচরণে মেজাজ হারান ভারতীয় কোচ।

মাঠে হাজির থাকা অনেকেই শুনেছেন, কোচ গম্ভীর কিউরেটার ফর্টিসকে বলছেন, 'আমাদের কী করতে হবে, সেটা আপনারা বলতে পারেন না।' টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, অনুশীলনের কিছু বিষয় নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট ছিল না। যদিও ঠিক কী কারণে গম্ভীররা অসন্তুষ্ট ছিলেন, সেটা জানা যায়নি। টিম ইন্ডিয়ার কোচ অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে সরেননি। বরং রীতিমতো চিৎকার করে গম্ভীরকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আপনারা যা খুশি বলতেই পারেন। কিন্তু আমরা কী করব, সেটা আমাদের সিদ্ধান্ত।'

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মধ্যস্থতা করতে বাধ্য হন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু সহ বাকি সাপোর্ট স্টাফরা। পরে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা যখন পিচ দেখতে গিয়েছিলাম, তখন ওভালের একজন মাঠ কর্মী প্রথমে হাজির হয়ে বিশ্রীভাবে আমাদের সরে যেতে বলেন। তারপরই কিউরেটার এসে বলেন, অন্তত আড়াই মিটার দূরে সরে যেতে। অথচ, আমরা সকলেই জগার্স পরেছিলাম। স্পাইক কারোর জুতোয় ছিল না।' টিম ইন্ডিয়ার কোচ বনাম ওভালের কিউরেটারের নজিরবিহীন বাগবিতণ্ডার জের আগামী কয়েকদিন নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে ওভালে।

চলতি সিরিজে ইংল্যান্ড ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ওভালে শেষ টেস্ট শুভমান গিলরা জিততে পারলে সিরিজ ড্র হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় কোচ বনাম কিউরেটারের ঘটনার পর পরিস্থিতি বিগড়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার মধ্যেই আজকের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ইঙ্গিত মিলেছে ওভালে টেস্ট অভিষেক হতে পারে বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের। কুলদীপ যাদবকেও আজ দীর্ঘসময় ভারতীয় দলের নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। আকাশ দীপও আগের তুলনায় ফিট। কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। ওভালে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে কিনা, এখনও জানে না ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

ওভালের কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে আঙুল তুলে বাগযুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর।

কিউরেটর : আমাকে ধমকিও না। আবার বলছি আমাকে ধমকিও না। না হলে ম্যাচ রেফারির কাছে অভিযোগ করবো।

গম্ভীর : যাও অভিযোগ করো। যা ইচ্ছা করো। আমার সামনে থেকে সরে যাও। ***

(এরপর কোটাক ও কিউরেটরের বোঝা না যাওয়া কথোপকথন)

কিউরেটর : (শোনা না যাওয়া কথা)

গম্ভীর কিউরেটর ও কোটাকের মাঝে ঢুকে পড়ে কোটাককে : ওকে বলে দাও এখান থেকে সরে যেতে। *** ও ম্যাচ রেফারিকে অভিযোগ জানাক। *** ওর সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই।

কিউরেটর : (শোনা না যাওয়া কথা)

গম্ভীর : এবার তুমি থামো। আমাদের কী করা উচিত সেটা তোমার বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের কী করা উচিত সেটা তোমার বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের কী করা উচিত সেটা তোমার বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (তিনবার)

কিউরেটর : (শোনা না যাওয়া কথা)

গম্ভীর : ঠিক আছে, আমাদের কাউকেই তুমি বলতে এসো না আমরা কী করবো। আমাদের এভাবে বলার কোনও অধিকার তোমার নেই। তুমি একজন মাঠকর্মী মাত্র। তাই নিজের সীমারেখার মধ্যেই থাকো। তুমি একজন মাঠকর্মী মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নও। একজন মাঠকর্মী মাত্র।

কিউরেটর : (শোনা না যাওয়া কথা)

গম্ভীর : তুমি একজন মাঠকর্মী মাত্র। শুধুমাত্র মাঠকর্মী। নিজের সীমারেখার মধ্যেই থাকো।

অভিষেক হতে পারে অর্শদীপের

ওভাল টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন অর্শদীপ সিং।

সৌরভসহ চাঁদের হাট ■ সম্মানিত করলেন পুত্র সৃঞ্জয়

রত্ন-সম্মান পেয়ে টুটুর চোখে জল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : দুপুর থেকেই বানভাসি কলকাতা। অথচ দিনটা যে মোহনবাগান দিবস। প্রবল বর্ষণেও ক্লাব লনে সমানভাবে রইল প্রজ্বলিত আগুনের শিখা! এ আগুন ভালোবাসার, শ্রদ্ধার, অসম্ভবকে সম্ভব করার জেদের।

মোহনবাগান দিবসকে ঘিরে মানুষের ঢল! প্রতিবারের মতোই আবেগে-উচ্ছ্বাসে পালিত হল আপামর মোহনবাগানিদের বিশেষ এই দিন। তবে উচ্ছ্বাস মাত্রাছাড়া হল টুটু বসুর নাম মোহনবাগান রত্ন হিসাবে ঘোষণা হতেই। কোনও পদে না থেকেও তিনিই ক্লাবের বটবৃক্ষ। যাঁকে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, 'প্রতিষ্ঠান' বলে বর্ণনা করলেন। তাঁকে মঞ্চে নিয়ে গেলেন তাঁর দুই পৌত্র এবং রত্ন-পুরস্কার তুলে দিলেন পুত্র সৃঞ্জয়। দিনটার সেরা মুহূর্ত যেন সেখানেই তৈরি হয়ে গেল। সম্মান তুলে দেওয়ার পর সমর্থকদের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মোহনবাগানের টুটু। রত্নর এক লক্ষ টাকার চেক তাঁকে দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখায়নি ক্লাব।

ক্লাবের আঁতুড়ঘর ফরিয়াপুকুর এলাকার মোহনবাগান লেনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে দিনের শুরু। পরবর্তী অনুষ্ঠান দুপুরে অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ও ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন দিয়ে। করলেন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। এরপর চিরাচরিত প্রাক্তনদের মিলনোৎসবের ম্যাচ। ম্যাচে সভাপতি একাদশের জয় ২-১ গোলে। পরবর্তী অনুষ্ঠান নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হল সৌম্যজিৎ-সৌমিন্দ্রের গান দিয়ে। দর্শকাসনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, সুজিত বসু, বাবুল সুপ্রিয়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন মোহনবাগানের বিশাল পরিবারের সদস্য ও সমর্থকরা। ছিলেন অমর একাদশের পরিবারের সদস্যরা। আর সবাইকে ছাপিয়ে সামনের সারি আলো করে বসেছিলেন এদিনের রত্ন, মোহনবাগানের চিরকালীন মুশকিল আসান টুটু বসু। এদিন ক্লাবের এই আনন্দোচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায়, সকালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা এসে যাওয়ায়। ফুটবল দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ক্লাব সচিব সৃঞ্জয়কে বার্তা পাঠানো ছাড়াও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দিনটির মাহাত্ম্যের কথা লেখেন।

পুরস্কার প্রদানের শুরুতেই ভারতীয় মহিলা দলের চার বাংলার সদস্য কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী, সংগীতা বাসফোর, অঞ্জু তামাং ও রিম্পা হালদারদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন। তবে রিম্পা একাই নিলেন সবার হয়ে। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা শুভেচ্ছার ফুল ও মিষ্টি তুলে দেন সচিব সৃঞ্জয়ের হাতে। সেরা তরুণ ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের নাম ঘোষণা হতেই তাঁর নামে জয়ধ্বনি। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন প্রসেনজিৎ ও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন্দু বলেছেন, 'এই পুরস্কার আমার আগামীর পাথেয়।' সেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার পাওয়া জেমি ম্যাকলারেনের অনুপস্থিতি নিয়ে কিছু বলার নেই কিন্তু শহরে থেকেও সেরা ফুটবলার হওয়া আপুইয়ার অনুপস্থিতি চোখে লেগেছে। জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত হলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়। বাকি পুরস্কৃতরা হলেন অর্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাথলেটিক্স), অর্জুন শর্মা (হকি), রণজ্যোৎ সিং খইরা (ক্রিকেট), মিলন দত্ত (সেরা রেফারি), রিপন মণ্ডল (সেরা সমর্থক), কমলকুমার মৈত্র (সেরা কর্মকর্তা), দুই সাংবাদিক প্রয়াত অরুণ সেনগুপ্ত ও মানস চক্রবর্তী (সেরা সাংবাদিক)। মেরিনার্স বেস ক্যাম্প রেকর্ড গড়া বিশালকায় টিফোর জন্য সংবর্ধিত হয়। মেরিনার্স এক্সট্রিমের তৈরি 'মোহনবাগানে বন্দী' শোনান ওই ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা। *ছবি : ডি মণ্ডল*

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মোহনবাগান রত্ন পেয়ে আপ্লুত টুটু বসু।

আবেগে ভাসলেন 'বাগান রত্ন' টুটু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : রত্ন সম্মান পেয়ে 'পরজন্মেও আজীবন মোহনবাগান সদস্য' হওয়ার আর্জি রেখে গেলেন টুটু বসু।

২৯ জুলাই, মোহনবাগান দিবসের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই ফুরফুরে মেজাজে টুটু ওরফে স্বপন সাধন বসু। আর অনুষ্ঠানের প্রায় শেষবেলায় ক্লাবের সর্বোচ্চ সম্মান হাতে পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না।

রত্ন দেওয়ার সময় মঞ্চে তাঁকে ঘিরে রইলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব তথা তাঁর পুত্র সৃঞ্জয় বসু সহ ক্লাবের কর্মসমিতির সকল সদস্যরা। সৃঞ্জয় ও দেবাশিসই মোহনবাগান রত্ন তুলে দিলেন টুটুবাবুর হাতে।

সম্মান হাতে পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না প্রাক্তন মোহনবাগান সভাপতি। বললেন, 'এই সম্মান আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো।' চোখের জল বাধ মানল না টুটুবাবুর। বললেন, 'আজ প্রয়াত বন্ধু অঞ্জন মিত্র এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতি খুব বেশি করে অনুভব করছি।' রত্নকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। টুটু বললেন, 'ওই এক লক্ষ টাকার সঙ্গে আমি আরও চার লক্ষ টাকা দিয়ে পরজন্মেও যাতে মোহনবানের আজীবন সদস্য হতে পারে তা নিশ্চিত করে যেতে চাই।' তাঁর আরও একটা আবদার, 'আমি খেতে ভালোবাসি। আমার মৃত্যুর পর মোহনবাগানের ক্যান্টিন আমার নামে হোক।'

আগেই তাঁর পুত্র, তথা বাগান সচিব সৃঞ্জয় বলছিলেন, 'মোহনবাগান দিবস এমনিতেই আমার কাছে একটা বিশেষ দিন। আজ দিনটা আরও বিশেষ, কারণ আমার বাবা আজ মোহনবাগান রত্ন সম্মান পাচ্ছেন।' সুজিত বসু বলেছেন, 'টুটু বসু মোহনবাগান রত্ন এটা আমাদের কাছেও গৌরবের।' ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'মোহনবাগানকে নবরূপে সাজিয়েছেন টুটু বসু। ক্লাবের জন্য সর্বস্ব দিয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠান।' রত্নর উদ্দেশে ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন, ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য থেকে হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, বাইচুং ভুটিয়া, আইএম বিজয়নরাও।

দাবায় প্রথম অরুন্ধতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : জলপাইগুড়িতে এলআইসি-র জোনাল প্রতিযোগিতায় মহিলা দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অরুন্ধতী ব্রহ্মচারী। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে তিনি এলআইসি-র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও সেই প্রতিযোগিতার কেন্দ্র ও তারিখ ঠিক হয়নি বলে জানান অরুন্ধতী।

জোড়া পদক অপর্ণা-অংশুর

রাজগঞ্জ, ২৯ জুলাই : কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজগঞ্জ এবং বেলাকোবা সংলগ্ন এলাকার অপর্ণা রায় মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৮ কুমিতে বিভাগে সোনা এবং কাতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। অংশুরাজ সরকার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১০ কুমিতে ও কাতায় রুপো পেয়েছে।

জাপানের গ্রুপে ক্রিসপিনের ভারত
-খবর এগারোর পাতায়

রানার্স কিশোর সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রানার্স হল শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মঙ্গলবার সুপার ফোরের শেষ খেলায় তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে রবীন্দ্র সংঘকে। বিভাস সাওয়ারিয়া, প্রাণেশ প্রধান ও রাজীব মুন্ডা গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে কিশোরের সর্বাণ রায় দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের শেষে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হয় বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। এছাড়াও ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব। প্রতিযোগিতার সেরা বিভাস। প্রতিযোগিতায় দ্রুততম গোলের পুরস্কারটিও তাঁর হাতে উঠেছে। ১৬ গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরারের পুরস্কার পেয়েছেন নবীনের খোকন রায়। সেরা গোলরক্ষক বান্ধব সংঘের রাজীব সিনহা। সেরা ডিফেন্ডার বাঘা যতীনের আনমোল তামাং। সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারের পুরস্কার নবীনের বিশাল ছেত্রী পেয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, বিভিন্ন ট্রফি ডোনাররা।

ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাঘা যতীন আগামী মরশুমে সুপার ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। চ্যাম্পিয়ন দলকে অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সব দলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রতিযোগিতা আয়োজনে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।'

প্রথম ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফিতে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে ডিপিএসের কর্মকর্তারা।

সুরেন্দ্র ট্রফিতে প্রথম নবনীল, সানভি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের (ডিপিএস) দ্বিতীয় সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃ বিদ্যালয় দাবায় ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়েছে যথাক্রমে ডিপিএস ফুলবাড়ির নবনীল দাস, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের নয়্যায়িকে বিশ্বাস ও ডিপিএস শিলিগুড়ির রুদ্রাক্ষ দাস। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে ডিএভি স্কুলের সানভি প্রসাদ, জার্মেলস অ্যাকাডেমির অনুশ্রী দে ও সুকৃতি বসাক। প্রতিযোগিতায় ১১টি স্কুল অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো-ভাইস চেয়ারম্যান কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারপার্সন শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেড মাস্টার অম্লান সরকার, সিনিয়ার মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান, সারা বাংলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব বাবলু তালুকদার প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

বাসিন্দা সুকান্ত মন্ডল - কে 10.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 54C 17718 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি জীবনে অনেক কিছু চেষ্টা করার স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কারণ ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে কোটিপতি করে তুলেছে। আমি তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে ছেলেদের বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন ডন বসকো স্কুল।

সেরা জিডি গোয়েঙ্কা ও ডন বসকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি মেয়র'স কাপ আন্তঃস্কুল বাস্কেটবলে মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল। ফাইনালে তারা ৩২-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলকে। ফাইনালের সেরা জিডি গোয়েঙ্কার মনসা। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় জিডি গোয়েঙ্কার ইভা।

ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ডন বসকো স্কুল। ফাইনালে তারা ৬২-৪১ পয়েন্টে হারিয়েছে সেক্রেড হার্ট স্কুলকে। ফাইনালের সেরা ডন বসকোর শাজি। প্রতিযোগিতার সেরা একই স্কুলের লোকশো। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ ক্রীড়া দিলীপ বর্মন, শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন অভীক, মণীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার বিপ্লব ঘোষ ট্রফি স্টেজ ওয়ান রাজ্য র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অভীক ধর। রানার্স দেবরাজ ভট্টাচার্য। নর্থবেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে মণীশ দাম চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স বিশাল মণ্ডল।

বিপ্লব ঘোষ ট্রফিতে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

মোহনবাগান দিবস পালনে শিলিগুড়ি মেরিনার্সের সদস্যরা। মঙ্গলবার।

শিলিগুড়িতে মোহনবাগান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ১৯১১ সালের আইএফএ শিল্ডজয়ী মোহনবাগানের 'অমর একাদশ'কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ও গোষ্ঠ পালের মূর্তিতে মালা দিয়ে শিলিগুড়ি মেরিনার্সের উদ্যোগে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মোহনবাগান অ্যাভিনিউতে পালিত হল মোহনবাগান দিবস। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মেরিনার্সের সদস্যদের সঙ্গে শহরের অনেক মোহনবাগান সমর্থক অংশ নিয়েছিল। সবুজ-মেরুন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কাটা হয় সবুজ-মেরুন কেক। এছাড়া বৃক্ষরোপণ, ১০০ চারাগাছ বিতরণ, পথচারীদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। কোচিং ক্যাম্পে ফুটবল উপহার দেওয়াও হয়। এদিন উন্মোচন করা হয় শিলিগুড়ি মেরিনার্সের নতুন লোগোরও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মোহনবাগান সমর্থক চিকিৎসক শঙ্খ সেন। এসেছিলেন পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ক্রীড়া দিলীপ বর্মন।